

# অভিরিক্ত সংখ্যা কর্তুগক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

## व्यवात, ज्याहे २०, ३৯५१

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ध्रम ও कनमान्ति मन्त्रगानम

### প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩শে ফেব্য়োরী, ১৯৯৭ ইং/১১ই ফাল্গনৈ ১৪০৩ বাং

এস, আর, ও নং ৪৬-আইন/৯৭/গ্রওজ/শা-৯/রার-২/৯৪/(অংশ)—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37 (2) এর বিধান মোতাবেক সমকার প্রম আদালত, রাজশাহী এর নিন্দে উল্লেখিত মামলাসম্হের রায় ও সিম্পান্ত এতন্বারা প্রকাশ করিল, যথাঃ—

गांगवांत्र नांग	नवत/वश्यत
5	
১। আই, আর, ও নামলা নং	02/88
२। आहे, आत, ७ गामना नः	00/28
৩। অভিযোগ নামল। নং	50/00
৪। আই, তার, ও নামলা নং	85/56

(2968)

म्ला : होका ५६.००

	2
৫। আই, আর, ও মামলা নং	05/50
७। वारे, वात, ७ मामना नः	৬৪/৯৬
৭। আই, ভার, ও মামলা নং	60/55
b। बाहे, बात, ७ मामना नः	৪৬/৯৬
৯। অভিযোগ মামলা নং	58/80
১০। আই, আর, ও মানলা নং	00/00
১১। আই, আর, ও মামলা নং	০২/১৬
১২। অভিযোগ মামলা নং	50/50
১৩। আই, আর, ও মামলা নং	80/50
১৪। অভিযোগ কেস নং	50/58
১৫। অভিযোগ কেস নং	56/58
১৬। আই, আর, ও মামলা নং	85/85
১৭। बाई, बात, ७ मामना नः	৩৮/৯৬
১৮। षाष्ट्र, षात्र, ७ मामना नः	৪৮/৯৬
১৯। আই, আর, ও মামলা নং	89/36
२०। षारे, षात, ७ गामना नः	09/20
২১। আই, আর, ও মানল। নং	৬০/৯৬
२२। षाइ, षात्र, ७ मोमना नः	65/56
২৩। আই, আর, ও মামলা নং	86/00
২৪। আই, আর, ও শামলা নং	20/20
২৫। আই, আর, ও মামলা নং	86/60
২৬। আই, আর, ও মামলা নং	90/20
২৭। আই, আর, ও কেন নং	20/28
२৮। खारे, खात, ७ मामना नः	95/56

२०। जारे, जात, ७ मामना नः

দীর মোঃ সাধাওয়াত হোসেন উপ-সচিব (শ্রম)।

.७२/३७

## শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপদিহত ঃ স্থেদন্ কুমার বিশ্বাস, চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব খন্দকার আবুল হোসেন-মালিক পক্ষ।

২। জনাব আঃ সাত্তার তারা-শ্রমিক পক্ষ।

ब्यवात, ७६ नर्छम्बत्र, ১৯৯७

আই, আর, ও, মামলা নং-৫২/১৪

মোঃ রুহতম আলী, প্রাক্তন কনিষ্ঠ করনিক, রংপরে চিনিকল, পিতা মনির উদ্দিন বিশ্বাস, গ্রাম ব্রুর্ক ম্নুদিয়া, থানা কালিগঞ্জ, পোঃ ঘণ্ধরায়গ্রাম, জেলা ঝিনাইদহ—প্রাথী।

#### वनाभ

- (১) মহা-ব্যবন্দ্রাপক, রংপরে চিনিকল (মহিমাগঞ্জ সর্গার মিলস), পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- (২) ম্যানেজার (ক্রি), রংপরে চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- (৩) ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপরে চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- (৪) ম্যানেজার (অর্থ'), রংপার চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষগণ।
- (১) জনাব এ, এস, এম, মোহাম্মদ আলী-প্রাথী পক্ষের আইনজীবী।
- (২) জনাব এ, কে, এম, হাফিজ্বে রহমান-প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

#### बास

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার মামলা।

প্রাথি মাঃ রুস্তম আলার মামলার সংক্ষিণ্ড শিবরা এই যে, তিনি ১৯৮৯-৯০ সনে ৩ নং প্রতিপক্ষ ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপ্রের চিনিকলের ১০-১২-৮৯ ইং তারিখের বিজ্ঞাণিত মোতাবেক প্রতিপক্ষপণের প্রশাসনিক আওতাধীনে কনিষ্ঠ করনিক হিসাবে নিয়োগপ্রাণ্ড হন এবং প্রতি বংপর ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে উল্লেখিত পদে মিল চলাকালীন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া দায়িছ পালন করিয়া আসিতেছিলেন। প্রতি বংপরের নায় ৯-১১-৯১ ইং তারিখ হইতে ইক্ষু মাড়াই মৌসুম শ্রের হইবে মর্মে প্রার্থী জানিতে পারেন। কিন্তু পূর্ব বংপরের নায় নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পরেও প্রার্থীকে নিয়োগ পত্র না দেওয়ায় তিনি তাহাকে নিয়োগের জন্য ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি মৌথিকভাবে আশ্বাস দেন যে, সময় হইলেই আপনাকে লওয়া হইবে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিন ও সময় অতিবাহিত হইবার পরও উল্লেখ্য কোন আদেশ না পাইয়া প্রার্থী ২, ৩ ও ৪ নং প্রতিপক্ষগণের নিকট একই ধরনের আবেদন

করিয়াও কোন ফল হয় নাই এবং প্রতিপক্ষণণ প্রাথীকে জানান যে, উধর্বতন কর্তৃপক্ষ ২২-১০-৯২ ইং তারিখে এক জারীক ত সার্কুলার মতে প্রতিপক্ষগণকে লোকবল কমানোর নির্দেশ দিয়াছেন এবং आर्थीएक शर्दा नाम निरमाध कता याहेर्द्र कि ना छाटा विव्यव्यना कता ट्रेट्टिए । आर्थीधन বিষয়তি মিলের ষ্লেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করেন। কিন্ত কর্তৃপক্ষ নীরব থাকেন এবং সকল ইক্ষ্, তয় ও সরবরাহ কেন্দ্রগালি পর্কবং চাল, রাখা হইয়াছে। প্রার্থীগণের মোট সদস্য সংখ্যা ৫৩ জন এবং ভাছাদের কাহাকেও নিয়োগ করা হয় নাই। প্রার্থী ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯৩ সন পর্যন্ত প্রতি ইক্ষ, মাড়াই মৌস্কে নিয়োগ পাইয়া আসিতেছিলেন। ১৯৯২ সালে সার্কুলারে নতেন লোক নিয়োগের নিষেধ্যক্তা জ্ঞাপন করা হইয়াছে যাহা প্রার্থ নির উপর প্রয়োজা নহে, যেহেড তাহারা ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনেও কর্মারত ছিল। উত্ত নিবেধান্তা উপেক্ষা করিয়া মিল কর্তপিক্ষ ও জন নতেন ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করিয়া ১ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকৈ ইক্ষ্য বিভাগে গোণিটং দিয়াছেন। তাহারা সকলেই উক্ত মিলের মহা-ব্যবস্থাপ্রের আস্থার এবং ১ জন তাহার আপন ভাশেনর হইতেছেন। চলতি মৌসুমে প্রার্থীকৈ নিরোগ না করার প্রতিপক্ষণণের নিকট আপলি আবেদন করিয়া কোন ফল হয় নাই। ইক্ষ্ম ক্রম কেন্দুগালিতে দৈনিক মজারার ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করিয়া কাজ চালানো হইতেছে। প্রার্থী ১১ই নডেম্বর মিল চাল, হইবার ১ মাস পরে হইতে এবং মিল চাল, হইবার ২৪ দিন পর পর্যান্ত প্রতিপক্ষপণের সহিত বার্ষার সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে নিয়োগের প্রার্থনা জানাইলে ১ নং প্রতিপক্ষ তাহাকে সরাসরি জান্ট্রিয়া দেন যে, প্রাথ**ী**কে নিয়োগ করা হুইবে না। তাই প্রার্থী, ভাহাকে চাকুরীতে এবং প্রপদে সকল বকেরা বেতন ও অন্যান্য সংবিধাসহ পনের্বহালের জনা প্রতিপক্ষগণের বিরাধে নিদেশিমালক আদেশের প্রার্থনা করিয়া অর মামলা দারের করেন।

১ - ৪ নং প্রতিপক্ষপণ প্রাথণীর মামলার সকল অভিযোগ অস্থানির করিরা যৌথভাবে একথানি লিখিত বর্ণনা ও অতিরিক্ত বর্ণনা দাখিল করিয়া অন্ত মামলার প্রতিব্যক্তিতা করেন। তাহারা উল্লেখ করেন যে, প্রাথণীর অন্ত মামলা অন্তাকারে রক্ষণীয় নহে, প্রাথণীর মামলা করিবার কোন কারন নাই, প্রাথণী আদৌ কোন শ্রামক নহেন এবং অন্ত মামলা পক্ষাভাব দোষে দুংউ।

প্রতিপক্ষণণের মামলার সংক্ষিণত বিবরণ এই যে, প্রতিপক্ষণণ বংপরে চিনিকলের কর্মকর্তাব দ এবং রংপরে চিনি কল বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কপোরেশনের একটি ইউনিট। প্রতিপক্ষ্যণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিদ্প অপোরেশনের অনুযোগিত সেউআপ অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক পদে অস্হায়ী/ফ্রার্য়ী প্রমিক নিরোগ করিয়া থাকেন। প্রাথণী কখনই প্রতিপক্ষের চিনিকলে অসহায়ী/স্হায়ী/মান্টার রোলে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন নাই বা তিনি আদৌ কোন শ্রমিক নহেম। মিলে মাডাই মৌসাম শরে হইলে জরারী কাজের চাপে অস্হায়ী ও স্হায়ী প্রমিকদের ন্বারা কাজ সমাধান না হইলে ভর্তকী এড়ানোর লক্ষ্যে এবং সাবিক ন্বাথে কিছু কিছু লোককে দিন হাজিয়ার ভিত্তিতে নিরোগ করা হয় এবং তিনি সম্প্রার্পে 'কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে কাজ করিয়া থাকেন। মৌসুমের কাজ শেষ হইতে তাহারও কাজ শেষ হইয়া যায়। প্রার্থীকে দিন হাজিরার ভিত্তিতে মৌস্ট্রম চলাকালীন সময়ে নিরোগ করা হয় এবং মৌস্ট্রম শেষে তিনি আপনাআপনি বাদ পড়িয়া যার। ১৯৯০-৯৪ মাড়াই মৌসুমে উত্তর্প কালের जना कान जात्कत अखाजन ना श्वतात ठाशाक निरक्षण करा शत्र नारे। वाश्नारमण विनि व খাদা শিক্ষ কর্পোরেশনের ২২-১০-৯২ ইং তারিখের বি. এস. আই, সি/বিডি/ডিএন/০৩/ (২৬)/৩৪৩ নং স্মারক বলে লোকবল কমানো হয় এবং সেই স্মারক মোতাবেক প্রাথীকে নিয়োগ করা হয় নাই। অতঃপর গণপ্রজাতকা বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্তর্ণালয়ের ২৯-১১-৯২ ইং তারিখের শিম/সিনী-১/কমিটি-১৮/৯২/২২৪ নং স্থারকের বরাতে প্রতিপক্ষের কর্মাচারী/শ্রমিক নিরোগের ক্ষমতা রহিত করিবার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং তাই প্রার্থীকেও কোন নিরোগ প্রদান করা হয় নাই। তাহাছাড়া বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশনের २०-১०-৯० हैर जातिरथत है जात/अम अक/वािष्टिक-५२/जरम/२६६ नर माजत मण्डत जाएनम

মোতাবেক বি, এস, এফ, আই, সি কর্তপক্ষের সহিত বাংলাদেশ চিনিকল শ্রমিক ফেডারেশনের গত ১৪-৯-৯০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত দিবপাক্ষিক আলোচনার সিন্ধান্ত অনুষায়ী গত ২৮-৬-৯০ তারিখে ফেডারেশনের পেশক্ত দাবীসমূহ প্রেঃ পর্যালোচনার জন্য কপোরেশন কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ও ফেডারেশন প্রতিনিধিদের স্কুপারিশ কর্পোরেশন বোর্ড দাবীওয়ারী গ্রহণীয় সিম্পান্ত বাস্তবায়নের জন্য সকল মিলসমাহে উক্ত পত্র প্রেরণ করেন। বর্তমানে সকল নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রকার নিয়োগ বন্ধ রহিয়াছে। ভবিষাতে লোকবল কমানোর উল্দেশ্যে প্রবিন্যাস সংশোধিত সেটআপের আলোকে ক্যাজ্য়াল চাকুরীর সংযোগ নাই এবং কোন শ্রনা পদ পরেণেরও সুযোগ নাই। এই প্রতিপক্ষ্যণ শিংপ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কপোরেশনের নির্দেশে প্রাথীসহ অন্যান্য সকল নৈমিত্তিক/ক্যাজ্যাল ও দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ২-৩-৯৩ ইং তারিখ হইতে বন্ধ রাখিয়াছেন। বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কপোরেশনের ২০-১০-১৪ ইং তারিখের এডিএম/এমএফ/১৬/৭২/২৪৫৬ নং স্থারকের মাধ্যমে সংশোধিত সেটআপ অনুযায়ী রংপত্রে সংগার মিলস লিঃ এর অতিরিক্ত জনবল-সমূহ বিভিন্ন বিভাগের শ্না পদের বিপরীতে সম্বরের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ২১-৬-৯৫ ইং তারিখের এডিএম/এসএফ/১০/৭৬/১৫৭১ নং দণ্ডরাদেশের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মিলে সংশোধিত সেটআপ প্রেরণ করা হয়। সেই অনুযায়ী পূর্বের অনুযোগিত জনবল ১৭৪২ হইতে ১০৯৮ করা হইয়াছে। সতেরাং জনবল কমাইয়া নতেন সেটআপের অনুকলে সমন্বয় করিতে হইবে বলিয়া নতেন করিয়া জনবল বুদ্ধির ক্ষমতা প্রতিপক্ষের নাই। প্রাথণী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। সত্রোং অর মামলা খরচাসহ নামঞ্জার इट्टेंर्व।

### आरक्षाका विषय

১। প্রার্থনি গোতারেক চাকুরীতে ও স্বপদে সকল বকেয়া বেতন ও আন্মন্য সর্বিধাসহ প্রবহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে নির্দেশক আদেশ পাইতে হকদার কি ?

## वारनाहना ও जिल्हान्ड

অত্র মামলার শ্নানীকালে কোন পক্ষই কোন সাক্ষী প্রীক্ষা করেন নাই। শ্বে প্রার্থী পক্ষে কিছ, কাগজপত্র দাখিল করা বাহা প্রদর্শন—১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং সাক্ষা গ্রহণ করা হয়।

প্রদর্শন-২ হইল ২ নং প্রতিপক্ষের ১৫-২-৯০ ইং তারিখের ১ নং প্রতিপক্ষ বরাবর লিখিত একখানা সন্পারিশনামার ফটোন্টাট কপি। প্রদঃ-২ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২ নং প্রতিপক্ষ প্রাথীকে ৯-১-৯০ ইং তারিখ হইতে তাহাদের চিনিকল খামারে ওজন করনিক হিসাবে ১৯৮৯-৯০ মৌস্মের জন্য নৈমিত্তিক ভিত্তিতে নিয়োগ করিবার জন্য সন্পারিশ করেন। উক্ত প্রদঃ-২ হইতে আরও প্রতীয়মান হয় ১ নং প্রতিপক্ষ প্রাথীকে ৬০ দিনের দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কাজ করার অনুমোদন প্রদান করেন। প্রদঃ-১ হইল রংপ্রের চিনিকলের খামার বাবস্হাপকের ৩-৩-৯০ ইং তারিখের ২ নং প্রতিপক্ষ বরাবর "দৈনিক ওজন করনিক এর অনুমোদন প্রসংগে" লিখিত সন্পারিশ। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাথী রংপ্রের চিনিকলে ১-১-৯০ ইং হইতে ১-৩-৯০ ইং পর্যন্ত ৬০ দিন দৈনিক ওজন করনিক হিসাবে কাজ করায় খারার বাবস্হাপক তাহা অনুমোদন প্রদান প্রদান করিলে ১ নং প্রতিপক্ষ তাহা অনুমোদন করেন। প্রদঃ-৩

হইতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থী ১৯৯০-৯১ মৌস্মে নৈমিত্তিক ভিত্তিতে ১-১১-৯০ হইতে ৮৯ দিন কার্জ করেন। প্রদঃ-৪ হইতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থী ইং ১৯৯২-৯০ মাড়াই মৌস্মে কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাণ্ড হন। প্রদঃ-৬ হইতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থীসহ আরও কিছু করনিককে ইং ১৩-১১-৯২ তারিখে নৈমিত্তিক ভিত্তিতে কাজে যোগদানের জন্য বলা হয়। প্রার্থীর দাখিলী কাগজপত্র হইতে এবং তাহার মামলার বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় তাহাকে ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ মৌস্মেমে দৈনিক মজ্বেরীর ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। প্রার্থীর নিয়োগ কোনরকমেই অস্হায়ী বা স্হায়ী কর্মচারী হিসাবে নহে এবং তাহাকে কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। প্রার্থী এই নিয়োগের অতিরিক্ত প্রতিপক্ষের চিনিকলে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন মর্মে কোন উক্তি করেন নাই বা কাগজপত্র দিয়া প্রমাণ করেন নাই।

প্রার্থনির বর্ণনা মতে প্রতিপক্ষণণ প্রার্থনী ও আরও কিছা, নিয়োগপ্রাণত ব্যক্তিকে ১৯৯৩-৯৪ আথ মাড়াই দোসনুনে নিয়োগ দান না করায় তিনি প্রতিপক্ষের নিকট নিয়োগের জন্য আবেদন করেন এবং প্রতিপক্ষণণ তাহাকে নিয়োগদান করিতে পারিবেন না মর্মে প্রকাশ করায় তিনি অব মামলা দায়ের করেন। অপর পক্ষে, প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ এই যে, তাহায়া উর্ধাতন কর্তু পক্ষের নিদেশি মোতাবেক প্রার্থনিসহ অন্যান্যদেরকে ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মোসনুমে নিয়োগ প্রদান করেন নাই। প্রতিপক্ষের আরও বস্তব্য এই যে, প্রতিপক্ষণণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ও শিল্প মন্ত্রালারের নিদেশিক্রমে লোকবল ক্যাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অন্যান্যদিত সেটআপের ১৭৪২ জনবল হইতে ১০৯৮ নিয়োগদান করিয়াছেন। সন্তরাং প্রার্থনা মোতাবেক তিনি কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নিহেন।

স্বীকৃত মতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশন ২২-১০-৯২ ইং তারিখের বি, এস, আই, সি/বিডি/ডিএন/০৩/(২৬)/৩৪৩ নং ম্মারক বলে লোকবল ক্মানোর নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেই দণ্ডরাদেশ মোতাবেক প্রাথীসহ অন্যান্যদের ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ দান করা হয় নাই। উত্ত দংতরাদেশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশন লোকবলের ক্ষেত্রে স্হায়ী/মৌসাম/নৈমিন্তিক পদে নাতন নিয়োগ বন্ধ থাকিবে, বায় সংকোচনের লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় পদোর্মাত বন্ধ থাকিবে এবং ক্ষি খামারসমূহে দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ নানতম ২০% হারে হাস করিতে হইবে এবং সার্ভ্য তদারকীর মাধ্যমে তাহাদের কাত নিশ্চিত করিয়া উৎপাদনের লক্ষ্যমাতা অর্জন করিতে হইবে মর্মে আদেশ প্রদান করেন। প্রাথী ও প্রতিপক্ষগণ এর মামলার বর্ণনা অনুসারে এবং প্রাথীপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হইতে ইহা স্পত্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রার্থীকে ১ নং প্রতিপক্ষ মাড়াই মৌস্মে দৈনিক মজ্বীর ভিত্তিতে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগ প্রদান করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীগণকে নির্দিষ্ট সময়সীমা অর্থাৎ ৬০ দিনের জন্য দৈনিক মজরীর ভিত্তিতে নিয়োগ দান করেন। সতুরাং আমরা এই সিম্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, প্রার্থী স্থায়ী কর্মচারী নহেন এবং তিনি মাসিক বেতনের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাণ্ড হন নাই এবং তিনি দৈনিক মজারীর ভিত্তিতে মৌসামে শ্রমিক হিসাবে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগপ্রাণ্ড হইয়াছিলেন। পূর্বের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশনের নির্দেশ মোতাবেক দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ২০% হারে হাস করিয়াছেন, যাহার ফলে প্রার্থীসহ অন্যান্যরাও ১৯৯৩-৯৪ সনের মাডাই মৌস্কমে নিয়োগপ্রাণ্ড হইতে বঞ্চিত হইরাছেন। সতেরাং আমাদের উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমবা এই অভিমত গোষণ করিতে পারি যে, প্রতিপক্ষগণ উর্ধাতন কর্তাপক্ষের নির্দোশক্রমে তাহাদের দায়িছ পালন করিয়াছেন এবং সেই মোতাবেক প্রাথীসহ অন্যান্য কিছা লোককে নিয়োগ দান করিতে পারেন নাই। স্তরাং প্রার্থী তাহার অভিযোগ মতে পূর্ব মৌসুমের ন্যায় নিয়োগ না পাওয়ায় প্রতিপক্ষ-গণের কার্যাবলীকে অবৈধ বলা যায় না।

প্রাথী তাহার মূল আবেদনের ৫(ক) অনুচেছদে উল্লেখ করেন যে তিনি গত ৫ বংসর হইতে ইক্ষ্মাড়াই মৌস্মে নিয়মিতভাবে চাকুরী করার ফলে তাহাকে হঠাং করিয়া কর্মচন্তি চলতি বিধান মতে অনুযায় ও বেআইনী হইতেছে। প্রাথীর বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রাথীর আর চাকুরীর বয়স সীমা নাই, যাহার ফলে তিনি যে কোন স্হায়ী চাকুরী পাওয়ার যোগ্যতা হারাইয়াছেন এবং তিনি প্রার্থীকে তাহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান করিবার প্রার্থনা করেন। আমরা প্রবিই দেখিয়াছি যে, প্রাথীকে রংপরে স্থার মিলের কর্তপক্ষ ১৯৮৯-৯০. ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯০ আখ মাড়াই মৌস,মে (৪ বছর) দৈনিক মজ্বীর ভিত্তিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। অনু মামলার শুনানীকালে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বন্ধবা হইতে ইহা জানা গিয়াছে যে, প্রতি বংসর অক্টোবর এর শেষ/নভেন্বরের প্রথম হইতে আথ মাডাই মৌস,ম শ্রের হয় এবং তাহা পরবর্তী বংদরের মার্চ/এপ্রিল মাসে মৌস্ম শেষ হয়। স্তরাং এক্ষেরে দেখা যাইতেছে প্রাথী ইক্ষ্যু মাড়াই মৌসামে দৈনিক মজারীর ভিত্তিতে অতি অলপ সময়ের জন্য নিয়োগপত্র পাইয়াছিলেন এবং তাহার নিয়োগ স্হায়ী/অস্হায়ী/ক্যাজ, যাল ছিল না। তাহার নিয়োগ সম্পূর্ণ দৈনিক মজ্বার ভিত্তিতে ছিল। স্তরাং প্রাথী যে কোন সময় তাহার কাজ বন্ধ করিয়া তাহার সংবিধামত সহায়ী নিয়োগ পত্র পাইবার চেন্টা করিতে পারিতেন। মৌসংমী শ্রমিক হিসাবে তিনি দৈনিক মজ্বার ভিত্তিতে নিয়োগ পত্র পাইয়া তাহার দায়িজ পালন করিয়াছেন এবং উধতিন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রতিপক্ষণণ তাহাদের নিয়োগ দান করেন নাই। সতুরাং প্রাথী তাহার প্রতিকার হিসাবে পূর্ব মৌস্ক্মের ন্যায় নিয়োগ লাভ দাবী করিতে भारतन ना।

প্রার্থণী অন্ত মামলার তাহার বকেয়া বেতন ও অন্যান্য স্বিধাসহ চাকুরীতে প্নবহালের জন্য প্রতিপক্ষণণকে নির্দেশকম্বাক আদেশের প্রার্থনা করিয়া ১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে অন্ত মামলা করেন। প্রার্থণী প্রতিপক্ষের কার্যকলাপের বির্দেশ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্হার্য্রী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে কোন প্রার্থনা করেন নাই বা উন্ত ধারা মতে প্রার্থনা করিবার পর্বে প্রতিপক্ষের নিকট কোন অনুযোগ দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন অভিযোগ করেন নাই। প্রার্থনা অনুসারে প্রতীরমান হয় কর্তৃপক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে বর্ম্বাস্থত করিয়াছেন এবং তাই তিনি বকেয়া বেতনসহ চাকুরীর সকল স্ক্রিধা পাইবার আদেশের প্রার্থনা করিয়া অনু মামলা দায়ের করেন। শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে কেবলমান বর্ত্তমান শ্রমিক শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারেন। অপরাদকে, শ্রমিক নিরোগ স্হার্য়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে কেবলমান বর্ম্বাস্থতিক ও চাকুরী হইতে অবসানক্ত শ্রমিকগণ শ্রম আদালতে আবেদন পেশ করিতে পারেন। স্কুতরাং উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অনু মামলার ঘটনা, পারিপাম্বিকতা ও সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিম্বান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীর মামলা অন্তাকারে রক্ষণীয় নহে।

আমাদের প্রের আলোচনা ইইতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষণণ তাহদের উর্ধাতন কর্তৃপক্ষে স্থায়ী আদেশের প্রতি সম্মান রাখিয়া প্রাথায়হ আরও কিছু মৌস্মান কর্মচারীকে ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌস্মান নিয়োগ দান করেন নাই। প্রাথা প্রতিগক্ষের উর্ধাতন কর্তৃপক্ষের স্থায়ী আদেশ (ইং ২২-১০-৯২ তারিথে প্রদন্ত) সম্পর্কে কোন অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। স্কৃতরাং বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতিপক্ষগণের প্রতি প্রদন্ত লোকবল ক্যানোর নির্দেশ বা আদেশ যথারীতি বহাল থাকিয়া যায়। যতক্ষণ উক্ত আদেশ বহাল থাকিবে তভক্ষণ প্রতিপক্ষগণ প্রাথানিক নিয়োগ দান করিতে পারিবেন না। স্কৃতরাং প্রাথানির মামলায় প্রাথাতি প্রতিকার আইনের চোথে রক্ষণীয় নহে। অধিকন্ত বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প ক্রেণারেশনের ইং ২২-১০-৯২ তারিখের আদেশ প্রতিপক্ষগণের উপর বাধ্যকর। প্রাথানি রংপার

সন্ধার মিলের মহা-বাবস্হাপক, মাানেজার (কৃষি), মাানেজার (প্রশাসন) ও মাানেজার (অর্থা) এর বির্দেধ অর সামলা দারের করিয়াছেন এবং তাহাদের বির্দেধ এক নির্দেশক আদেশের প্রথমা করিয়াছেন। অর মামলার প্রতিপক্ষগণের নিয়ন্তক বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কর্পোনরেশন। প্রাথি বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কর্পোরেশনের সহায়ী আদেশের বির্দেধ কোন প্রতিকার না চাওয়ায় এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনকে অর মামলায় পক্ষ না করায় প্রাথি র প্রার্থনা মোতাবেক কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা অকার্যকর হইবে। কোন আদালত কোন অকার্যকর আদেশ প্রদান করিতে পারেন না। তাই অর মামলায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন একটি আবশাকীয় পক্ষ এবং সেই কারণে প্রাথির অর মামলা রক্ষণীয় নহে।

প্রার্থনী অভিযোগ করেন যে, কর্তৃপক্ষ গত বংসর ৭ জন নতেন ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকে ইক্ষ্ট্রভাগে পোন্টিং দিয়াছেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট আত্মীয়। প্রার্থনী উক্ত বস্তব্য প্রমাণের জনা কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। সত্তরাং প্রার্থনী পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

আমাদের প্রের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীরমান হইরাছে যে, প্রতিপক্ষণণ প্রাথীসহ কিছ্ মৌস্মী কর্মচারীকে নিরোগ দান করেন নাই। প্রার্থী এমন কোন অভিযোগ করেন নাই যে প্রতিপক্ষণণ প্রাথীকে বাদ দিরা তাহার কনিষ্ঠ কর্মচারীকে মৌস্মী কর্মচারী হিসাবে নিরোগ দান করিরাছেন। সত্তরাং আমরা ধরিরা লইতে পারি যে, প্রতিপক্ষণণ তাহাদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এবং শিল্প মন্তর্ণালয়ের আদেশ মত জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মৌস্মী কর্মচারীদের নিরোগ করিরাছে এবং কনিষ্ঠতার কারণে প্রাথীসহ অন্যান্য মৌস্মী কর্মচারীগণ নিরোগপ্রাণ্ড হইতে বিশ্বত হইরাছেন। সত্তরাং প্রাথী অন্তর্মানার তাহার প্রাথীত প্রার্থনার আলোকে কোন মামলা রক্ষণীর মর্মে উপস্হাপন করিতে বার্থ হইরাছেন এবং তাহার প্রার্থনা মোতাবেক তিনি কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন।

তাই আলোচা বিষয়টি প্রাথনীর বিরুদ্ধে নিজ্পত্তি করা হইল। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত অলোচনা ও পরামশ করা হইরাছে। অতএব,

## আদেশ হইল

যে, অত আই, আর, ও, মামলা প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচার ডিসমিস হর।

> ন্ধেন্দ্র ক্মার বিশ্বাস চৈরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজগাহী।

## প্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ সংধেন, ক্মার বিশ্বাস, চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব খলকার আবৃত্ত হোসেন মালিক পক্ষ। ১। জনাব আঃ সান্তার তারা শ্রমিক পক্ষ।

> ব্ধবার, ৬ই নভেম্বর/১৯৯৬ আই, আর, ও, মামলা নং-৫০/৯৪

- সাইফলে ইসলাম,
   প্রান্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপার চিনিকল,
   প্রামনাগান কেল, গ্রাম শ্রীপতিপার থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ২। মোঃ আমিন্র রহমান, প্রান্তন ক্রিণ্ঠ করণিক, রংপরে চিনিকল, মেইলগেট সেন্টার, গ্রাম ও থানা বামনভাংগা, জেলা গাইবান্ধা।
- গোঃ আব্দলে হাদি,
   প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপরে চিনিকল,
   সোনাতলা সেন্টার, গ্রাম আকাড় গাড়িয়া, থানা শাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা।
- ৪। মোঃ ন্র্ল আমিন,
   প্রান্তন কনিত করণিক, রংপরে চিনিকল,
   চৌধ্রানী সেন্টার, গ্রাম উলিপরে, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ও। মোঃ মাহব্বের রহমান, প্রান্তন ক্রিণ্ড ক্রণিক, রংপরে চিনিকল, প্রাশ্বাড়ী সেন্টার, গ্রাম চক্দাড়িরা, থানা সাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা।
- গোঃ মসিউল হক,
   প্রান্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপরে চিনিকল,
   চাঁদপরে সিংগা সেন্টার, গ্রাম জীবনপরে, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ৭। মোঃ আব্ল কাশেম, প্রান্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপরে চিনিকল, চাদপরে সিংগা সেন্টার, গ্রাম ও থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ৮। এম, এন, নবিবর হোসেন, প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপরে চিনিকল, রানীর প্রাড়া সেন্টার, গ্রাম কলাকাটা হামছা, থানা গেবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ৯। এ, টি, এম, মাহবর্ব,ল আলম, প্রান্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপরে চিনিকল, সোনাতলা সেন্টার, গ্রাম কামারপাড়া, থানা সোনাতলা, জেলা বগড়ো।

- ১০। এ, কে, এম, জালাল উদ্দিন, প্রান্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপরে চিনিকল, তেলকুপি সেন্টার, গ্রাম শালমারা, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ১১। মোঃ খোরশেদ আলম, প্রান্তন কর্নিষ্ঠ করণিক, রংপরে চিনিকল, গ্রন্থিরা দেন্টার, গ্রাম খিড়িবাড়ী, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ১২। মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রান্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপরে চিনিকল, মিলগেট সেন্টার, গ্রাম ওছমানি পাড়া, থানা শাঘাটা, জেলা গাইবন্ধা।
- ১৩। মোঃ জহর্মল ইসলাম, প্রান্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপ্মর চিনিকল, মিলগেট সেন্টার, গ্রাম প্রনতাইড়, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ১৪। মোঃ জরন্ল আবেদীন, প্রান্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপ্রে চিনিকল, জ্মারবাড়ী সেন্টার, গ্রাম গোপালপ্রে, থানা গোবিনদগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ৯৫। ওহেদ্বজ্ঞামান, প্রান্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপ্রে চিনিকল, বরালিয়া সেন্টার, গ্রাম মকন্পরুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ১৬। মোঃ খোকা সরকার, প্রান্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপরে চিনিকল, মালণ্ডা সেন্টার, গ্রাম শিবপরে, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ১৭। মোঃ সামছ্ল আলম প্রধান, প্রাক্তন কনিষ্ঠ কর্রাণক, রংপরে চিনিকল, মোকামতলা সেপ্টার, থানা—ঐ, জেলাঐ।
- ৯৮। মোঃ হাফিজার রহমান, প্রাক্তন কনিন্ঠ করণিক, রংপার চিনিকল, মিলস গেট বি-সেন্টার, গ্রাম কুমিড়াডাংগা, থানা—ঐ, জেলা—ঐ।
- ১৯। মোঃ রাজা মিয়া আকন্দ, প্রান্তন কনিন্দ্র্ঠ করণিক, রংপরে চিনিকল, পাঠানপাড়া সেন্টার, গ্রাম গোপালপরে, থানা—ঐ, জেলা—ঐ।
- ২০। মোর আব্রল কালাম আজাদ, প্রান্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপরে চিনিকল, মিলস গেট-বি সেন্টার, গ্রাম প্রনতাইড়, থানা—ঐ, জেলা—ঐ।
- ২১। মোঃ এশ্তাজ্বে রহমান (এশ্তাজ), প্রান্তন কনিষ্ঠ কর্রাণক, রংপ্রে চিনিকল, রানীগঞ্জ সেন্টার, গ্রাম প্রতাইড়, থানা—ঐ, জেলা—ঐ।
- ২২। মোঃ আঃ মজিদ, প্রান্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপ্রের চিনিকল, কাইয়াগঞ্জ সেন্টার, গ্রাম মালগুা, থানা—ঐ, জেলা—ঐ।

- ২৩। মোঃ ইউন্ছ আলী, প্রান্তন কনিষ্ঠ কর্রণিক, রংপরে চিনিকল, চাপড়ীগঞ্জ সেন্টার, গ্রাম মাসতা, থানা ঐ, জেলা—ঐ।
- ২৪। মোঃ গোলাম মোদতফা, প্রান্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপরে চিনিকল, গাংনগর সেণ্টার, গ্রাম ভাগকাজী, থানা—ঐ, জেলা—ঐ।
- ২৫। মোছাঃ আবিজা বেগম, প্রান্তন কনিন্ঠ করণিক, রংপরে চিনিকল, গ্রাম শ্রীপতিপরে (মান্টারপাড়া), থানা—ঐ, জেলা—ঐ।
- ২৬। মোছাঃ শাহিমা বেগম, প্রান্তন কনিও করণিক, রংপরে চিনিকল, স্বামী ওবায়দ্বলাহ, গ্রাম কোলকোন্দ, থানা গংগাচড়া, জেলা রংপরে।
- ২৭। মোছাঃ নাজমা বান, প্রাপ্তর চিনিকল, প্রাল্য কেনিক কর্নাক কর্মান কেনিক কর্মান ক্রান্তর হোসেন, প্রাম প্রাণ্ডিপরে, ধানা গোবিকগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ২৮। মোছাঃ নাজমা পারভীন, প্রান্তন কনিষ্ঠ কর্রাণক, রংপরে চিনিকল, গ্রাম ফলিয়া, থানা সাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা।
- ২৯। মোঃ আঃ মজিদ, প্রান্তন কনিন্দ্র করণিক, রংপরে চিনিকল, গ্রাম মালণ্ডা, থানা গোবিন্দর্গঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—প্রাথশীগণ।

#### বনাম

- মহা-বাবস্হাপক, রংপরে চিনিকল (মহিমাগঞ্জ সর্গার মিল্স),
   পেছ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ২। ম্যানেজার (কৃষি), রংপরে চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- । ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপরে চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ৪। ম্যানেজার (অর্থ'), রংপরে চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষগণ।
  - ১। জনাব এ, এস, এম, মোহাম্মদ আলী-প্রার্থী পক্ষের আইনজীবী।
  - ২। জনাব এ, কে, এম, হাফিজ্বে রহমান-প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

#### द्राप्त

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার মামলা।

প্রাথাীগণের মামলার সংক্ষিত বিধরণ এই যে, তাহারা ১৯৮৯-৯০ সলৈ ৩নং প্রতিপক্ষ ম্যানেজার (প্রশাসন), রংগরে চিনিকলের ইং ১০-১২-৮৯ তারিখের-বিজ্ঞাণিত মোতাবেক প্রতিপক্ষ-গণের প্রশাসনিক আওতাধীনে কনিষ্ঠ করণিক হিসাবে নিয়োগপ্রাম্ত হরেন এবং প্রতি বংসর ইক্ষ্মাড়াই মৌস,মে উল্লেখিত পদে মিল চলাকালীন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া দায়িত পালন করিয়া আসিতেছিলেন। প্রতি বংমরের নাম ইং ১-১১-১১ তারিখ হইতে ইক্ষ, মাডাই মৌসাম শ্রে, হইবে মর্মে প্রাথণিগণ জানিতে পারেন। বিক্ত পূর্ব বংসরের নাায় নির্দিণ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পরেও প্রাথশিদেরকে নিয়োগণত না দেওয়ায় তাহারা যৌথভাবে তাহাদেরকে নিয়োগের জন্য ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি মৌখিকভাবে আর্থনাস দেন যে সময় হুইলেই স্বাইকে লওয়া হইবে। কিন্তু নিদিশ্ট দিন ও সময় অভিবাহিত হইবার পরেও উক্ত মর্মে কোন মাদেশ না পাইয়া প্রাথীগণ ২, ৩ ও ৪ নং প্রতিপক্ষগণের নিকট একই ধ্রণের আবেদন করিয়াও কোন ফল পান নাই এবং প্রতিপক্ষণণ প্রাথশিগণকে জানান যে উর্ধতন কর্তপক্ষ ২২-১০-৯২ ইং তারিথে এক জারীকত সাক্ষার মতে প্রতিপক্ষণণকে লোকবল কমানোর নির্দেশ দিয়াতেন এবং প্রার্থীগণকে পারের ন্যার নিয়োগ করা ঘাইবে কিনা তাহা বিবেচনা করা হইতেছে। প্রার্থীগণ বিষয়টি মিলের টেড ইউনিয়নের সম্ভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করেন। কিল্ত প্রতিপক্ষণ নীরব থাকেন এবং সকল ইক্ষা ও সরবরাহ কেন্দ্রগালি প্রবিং চালা রাখা হইয়াছে। প্রাথ গণের মোট সদস্য সংখ্যা ৫৩ জন এবং তাছাদের কাহাকেও নিয়োগ করা হয় নাই। প্রাথশীগণ ১৯৮৯-১০ এবং ১৯৯০-১০ সন পর্যাত প্রতি ইক্ষা মড়াই মৌসামে নিয়োগ পাইয়া আসিতেছিলেন। ১৯৯২ সালে সার্কুলারে নতুন লোক নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা জাপন করা হরৈয়াছে যাহা প্রাথশিগণের উপর প্রয়োজা নহে, য়েহেড় তাহারা ১৯১২ ও ১৯১৩ সনেও কর্মরত ছিলেন। উন্ধ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া মিল কর্তপিক ৭ জন নতেন ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকৈ ইক্ষ, বিভাগে পোণ্টিং দিয়াছেন। তাহারা সকলেই উক্ত মিলের মহা-বাবদ্যাপারের আথারৈ এবং ১ জন তাহার আপন ভাগেনর হইতেছেন। চলতি মৌসামে প্রার্থ বিগণকে নিয়োগ দান না করায় প্রতিপক্ষণণের নিকট আপবিল আবেদন করিয়া কোন ফল হয় নাই। ইক্ষা ক্রম কেনুগালিতে দৈনিক মজারীর ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করিয়া কাজ চালানো হুইতেছে। প্রাথশিগণ ১৯ই নভেম্বর মিল চালা, হুইবার ১ মাস পরে হুইতে এবং মিল চালা, হুইবার ২৪ দিন পর পর্যন্ত প্রতিপক্ষণণের সহিত বারবার সাক্ষাং করিয়া তাহাদের নিয়োগের প্রার্থনা জানাইজে ১ নং প্রতিপক্ষ তাহাদেরকে সরাসরি জানাইয়া দেন যে প্রার্থনিদেরকে নিয়োগ করা হইবে না। তাই প্রার্থ গণ তাহাদেরকে চাকুরণীতে ও স্বপদে সকল বকেয়া বেতন ও আন্যান। সংবিধাসহ প্নবাহালের জন্য প্রতিপক্ষণণের বিরুদ্ধে নির্দেশিকমালক আদেশের প্রার্থনা করিয়া অনু সামলা मास्त्रत करतम्।

১-৪ নং প্রতিপক্ষণণ প্রাথশিগণের মামলার সকল অভিযোগ অস্বনীকার করিয়া যৌথভাবে একখানি লিখিত বর্ণনা ও অতিরিক্ত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত মামলায় প্রতিশ্বন্দিতা করেন। তাহারা উল্লেখ করেন যে, প্রাথশিগণের অত মামলা অতাকারে রক্ষণীয় নহে, প্রাথশিগণের মামলা করিবার কোন কারণ নাই, প্রাথশিগণ আদৌ কোন প্রমিক নহেন এবং অত মামলা পক্ষাভাব দোবে দুটো।

প্রতিপক্ষগণের মামলার সংক্ষিত বিবরণ এই যে, প্রতিপক্ষগণ রংপরের চিনিকলের কর্মকর্তাব্যুক্ত এবং রংপরে চিনিকল বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের একটি ইউনিট। প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক পদে অস্হায়ী/স্হায়ী প্রমিক নিয়োগ করিয়া থাকেন। প্রার্থীগণ কখনই প্রতিপঞ্চের চিনিকলে অস্থারী/স্থারী মান্টার রোলে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন নাই বা তাহারা আদৌ কোন শ্রমিক नर्दन। भिरत भाषारे भौता भारत रहेरत जत्ता कार्र कार्र जन्दारी ७ म्हासी धिभिक्रात দ্বারা কাজ সমাধান না হইলে ভর্তুকী এড়ানোর লক্ষ্যে এবং সার্বিক দ্বার্থে কিছ, কিছ, লোককে দিন হাজিরার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয় এবং তাহারা সম্পূর্ণরাপে 'কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে কাজ করিয়া থাকেন। মৌসুমের কাজ শেষ হইলে তাহাদেরও কাজ শেষ হইয়া যায়। প্রার্থীগণকে দিন হাজিরার ভিত্তিতে মৌস্ম চলাকালীন সময়ে নিয়োগ করা হয় এবং মৌস্ম শেষে তাহারা আপনাআপনি বাদ পড়িয়া যায়। ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে উত্তর্প কাজের জনা কোন লোকের প্রয়োজন না হওয়ায় তাহাদেরকে নিয়োগ করা হয় নাই। বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কপে রিশনের ইং ২২-১০-৯২ তারিখের বি, এস, আই, সি/বিডি/ডিএন/০৩/(২৬)/৩৪৩ নং স্মারক বলে লোকবল কমানো হয় এবং সেই প্মারক মোতাবেক প্রাথণিগণকে নিয়োগ করা হয় নাই। অতঃপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিষ্প মন্ত্রণালয়ের ২১-১১-১২ ইং ত্রারিথের শিম/সিনী-১/ কমিটি-১৮/১২/২১৪ নং ম্মারকের বরাতে প্রতিপক্ষের কর্মচারী/প্রমিক নিয়োগের ক্ষমতা রহিত कित्रवात निर्दर्भ श्रमान कता दश्च धवर ठाइ श्राधनिभएनत् कान निरसाभ श्रमान कता दश्च नाई। ভাহাছাড়া বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিংপ কপেরিশনের ২০-১০-১৩ ইং তারিখের ইভার/এমএফ/ বাচিপ্রফে-১২/অংশ/২৫৫ নং সংক্রের দংতর আদেশ মোতাবেক বি এস এফ আই সি কর্তপক্ষের সহিত বাংলাদেশ চিনিকল প্রমিক ফেডারেশনের গত ১৪-৯-৯৩ তারিখে অনুপিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সিম্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৮-৬-৯৩ ইং তারিখে ফেডারেশনের পেশক্ত দাবাসমূহ প্রনঃ পর্যালোচনার জন্য কপোরেশন কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ও ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সংখারিশ কপোরেশন বোর্ড দাবীওয়ারী গ্রহণীয় সিন্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সকল মিলসমূহে উত্ত পত্তপ্রেরণ করেন। বর্ডমানে সকল নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রকার নিয়োগ বন্ধ রহিয়াছে। ভবিষাতে লোকবল কমানোর উদ্দেশ্যে প্রবিশ্যাস/সংশোধিত সেটআপের আলোকে ক্যাজ্য়াল চাকুরীর স্থোগ নাই এবং কোন শ্না পদ পরেশেরও সংযোগ নাই। এই প্রতিপক্ষণণ শিংপ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিন্প কপোরেশনের নির্দেশে প্রাথীগণসহ অন্যান্য সকল নৈমিত্তিক/ক্যাজ্যয়াল ও দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ইং ২-৩-৯৩ তারিখ হইতে বন্ধ রাখিয়াছেন। বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কপোরেশনের ইং ২৩-১০-৯৪ তারিখের এডিএম/এমএফ/১৬/৭২/২৪৫৬ নং স্মার্কের মাধ্যমে সংশোধিত সেটআপ অনুযায়ী রংপার সাগার মিলস লিঃ এর অতিরিক্ত জনবল সমাহ বিভিন্ন বিভাগের শ্নো পদের বিপরীতে সমন্বয়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ইং ২১-৬-৯৫ তারিখের এডিএম/ এসএফ/১০/৭৬/১৫৭১ নং দৃশ্তরাদেশের মাধানে প্রতিপক্ষের মিলে সংশোধিত সেটআপ প্রেরণ করা হয়। সেই অনুযায়ী পরের অনুমোদিত জনবল ১৭৪২ হইতে ১০৯৮ করা হইয়াছে। স,তরাং জনবল কমাইয়া ন,তন সেটআপের অন,কলে সমন্বয় করিতে হইবে বলিয়া ন,তন করিয়া জনবল বান্ধির ক্ষমতা প্রতিপক্ষের নাই। প্রাথীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। সাতরাং অর মামলা খরচাসহ নামঞ্জার হইবে।

## আলোচ্য বিষয়

১। প্রার্থনিগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক চাকুরীতে ও স্বপদে সকল বকেয়া বেতন ও অন্যান্য স্ববিধাসহ প্রবহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে নির্দেশক আদেশ পাইতে হকুদার কি ?

### व्यारमाहना ও সिम्धान्ठ

অন্ত মামলার শ্নানীকালে কোন পক্ষই কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। শুধ্য প্রার্থী পক্ষে কিছু কাগজপন্ন দাখিল করা হয় বাহা প্রদর্শন-১, ২,-২(ফ), ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং সাক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়।

প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১ নং প্রতিপক্ষ ইং ১০-১২-৮৯ তারিখে রংপরে সংগার মিলে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে দৈনিক হাজিরায় কিছু, করণিক ও পর্বুর্জ লেখক/লেখিকা এবং পর্মজ বিতরণকারী পদের জন্য লোক নিয়োগ করা হইবে মর্মে বিজ্ঞাপত প্রদান করেন। প্রদঃ-২-২(ফ) হইল প্রাথীগণের নিয়োগ পর। প্রদঃ-২-২(ফ) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১ নং প্রতিপক্ষ ১-৫, ৭-১১, ১৩, ১৪, ১৬-২১ ও ২৫-২৮ নং প্রাথণিগণকে (সর্বামাট ২৩ জনকে) তাহার দপ্তরাদেশ মালে ১৯৮৯-৯০ মাডাই মৌসামে আখ কর কেন্দে যোগদানের তারিখ হইতে দৈনিক ৪০ টাকা বেতনে কনিষ্ঠ করণিক/পর্মের্জ লেখক হিসাবে কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার তারিখ পর্যানত সময়ের জন্য নিয়োগ করেন। প্রাথীগণ অপরাপর প্রাথীগণের ১৯৮৯-৯০ মাড়াই মৌস,মের জন্য কোন নিয়োগ পত্র দাখিল করেন নাই বা তাহারা ঐ মাড়াই মৌস,মে নিয়োগপ্রাণত হইয়াছিলেন মর্মে কেন কাগজ দাখিল করেন নাই। প্রদঃ-৩ হইল ২ নং প্রতিপঞ্জের ইং ১-২-৯০ তারিখের দম্তরাদেশ। প্রদঃ-৩ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২ নং প্রতিপক্ষ ৫, ১০ ও ১১ নং প্রাথীকে দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কনিষ্ঠ করণিক ও পর্যার্জ বিতরণকারী হিসাবে পোষ্টিং প্রদান করেন। প্রদর্শন৪-১৪ হইল ১ নং প্রতিপক্ষের বিভিন্ন তারিখের দশ্তরাদেশ। উক্ত দত্রাদেশ সমূহ (প্রদঃ-৪-১৪) হইতে প্রতীয়মান হয় তিনি কিছু কিছু প্রাথীগণকে ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ মাড়াই মৌস,মে ইক্ষ্, কর কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এবং খাণ আদারের শ্বার্থ 'কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নৈমিত্তিক ভিত্তিতে ৬০ দিনের মধ্যে নিয়োগ প্রদান করেন। এই সকল বিষয় হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছ, কিছ, প্রার্থী প্রতিপক্ষের অধীনে ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ মৌস,মে দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কাজ করিয়াছেন। তাহাদের কার্য কথনও অস্হায়ী বা স্হায়ী নহে।

প্রাথণিগণের বর্ণনা-মতে প্রতিপক্ষণণ প্রাথণিগণ ও আরও কিছ্ পূর্বে নিয়োগপ্রাণ্ড ব্যক্তিকে ১৯৯৩-৯৪ আথ মাড়াই মৌস্মে নিয়োগ দান না করায় তাহারা প্রতিপক্ষের নিকট নিয়োগের জনা আবেদন করেন এবং প্রতিপক্ষণন তাহাদেরকে নিয়োগ দান করিতে পারিবেন না মর্মে প্রকাশ করায় তাহারা অত্য মামলা দায়ের করেন। অপরপক্ষে প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ এই যে, তাহারা উর্ধাতন কর্তৃপক্ষের নিদেশি মোতাবেক প্রাথণিগসহ অন্যান্যদেরকে ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌস্মে নিয়োগ প্রদান করেন নাই। প্রতিপক্ষের আরও বস্তব্য এই যে, প্রতিপক্ষণণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশন ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিদেশিক্রমে লোক্রল কমাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অন্মোদিত সেটআপের ১৭৪২ জনবল হইতে ১০৯৮ নিয়োগ দান করিয়াছেন। স্ক্রোং প্রাথণিগের প্রার্থনা মোতাবেক তাহারা কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

প্রতিষ্ঠ মতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কপোরেশন ইং ২২-১০-৯২ তারিখের বি, এস, আই, সি/বিডি/ডিএন/০০/(২৬)/৩৪০ নং স্মারক বলে লোকবল কমানোর নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেই দুংতরাদেশ মোতাবেক প্রাথশিগণ সহ অন্যান্যদের ১৯৯০-৯৪ মাড়াই মোস্মে নিরোগ দান করা হয় নাই। উত্ত দুংতরাদেশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশন লোকবলের ক্ষেত্রে স্হায়্রী/মৌস্মুমী/নৈমিত্তিক পদে ন্তুন নিরোগ বন্ধ থাকিবে, ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে অপ্রয়েজনীয় পদোমতি বন্ধ থাকিবে এবং কৃষি খামারসমূহে দৈনিক ভিত্তিতে প্রমিক নিরোগ ন্যুনতম ২০% হারে হাস করিতে হইবে এবং স্কুঠ্ব তদারকীর মাধ্যমে তাহাদের কাজ নিশ্চিত করিয়া উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করিতে হইবে মর্মে আদেশ প্রদান করেন। প্রাথশিগ ও প্রতিপক্ষগণের মামলার বর্ণনা অনুসারে এবং প্রার্থশি পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হইতে ইহা স্কুপটভাবে প্রমাণিত হইয়াছে প্রাথশিগকে ১ নং প্রতিপক্ষ মাড়াই মৌস্মেম দৈনিক মজরেনীর

ভিত্তিতে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগ প্রদান করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ১ না প্রতিপক্ষ প্রার্থ নির্দৃতি সময়-সামা অর্থাং ৬০ দিনের জন্য দৈনিক মজ্বরীর ভিত্তিতে নিয়োগ দান করেন। সত্তরাং আমরা এই সিন্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, প্রার্থনীগণের কেইই স্থায়ী কর্মচারী নহেন এবং তাহারা কেইই মাসিক বেতনের ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাণ্ড হন নাই এবং তাহারা দৈনিক মজ্বরীর ভিত্তিতে মৌস্বমী শ্রমিক হিসাবে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগপ্রাণ্ড ইইয়াছিলেন। পবের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই প্রতিপক্ষণণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নির্দেশ মোতাবেক দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ্র ২০% হারে হাস করিয়াছেন, যাহার ফলে প্রার্থনীগণসহ অন্যান্যরাও ১৯৯৩-৯৪ সালের মাড়াই মৌস্বমে নিয়োগপ্রাণ্ড ইইতে বঞ্চিত ইইয়াছেন। স্তরাং আমাদের উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমরা এই অভিমত পোষণ করিতে পারি যে প্রতিপক্ষণণ উর্যতন কর্তুপক্ষের নির্দেশক্ষমে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং সেই মোতাবেক প্রার্থনিগণসহ অন্যান্য কিছ্ব লোককে নিয়োগ দান করিতে পারেন নাই। স্ত্তরাং প্রার্থনিগ তাহাদের অভিযোগ মতে পূর্ব মৌস্বমের নায় নিয়োগ না পাওয়ায় প্রতিপক্ষগণের কার্যবিলীকে অবৈধ বলা যায় না।

প্রাথবিগণ তাহাদের মূলে আবেদন পত্রের ৫ (ক) অনুকেছদে উল্লেখ করেন যে, তাহারা গত ৫ বংসর হইতে ইক্ষ্ণ, মাড়াই মৌস,মে নিয়মিতভাবে চাকুরী করার ফলে তাহাদেরকে হঠাং করিয়া कर्मात्राणि व्यान भए जनाय । त्यारेनी श्रेरिक्ट। शाथीनापत विख कोमनी वर्लन যে, প্রার্থীগণের আর চাকুরার বরসসামা নাই, বাহার ফলে তাহারা যে কোন স্থারা চাকুরা পাওয়ার যোগ্যতা হারাইয়াছেন এবং তিনি তাহাদেরকে তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিপক্ষের বিরাদের আদেশ প্রদান করিবার প্রার্থনা করেন। আমরা পরেবই দেখিয়াছি যে, প্রার্থনিগণকে রংপরে সংগার মিলের কর্তৃপক্ষ ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ আথ মাড়াই মৌসুমে (৪ বছর) দৈনিক মজ্বারীর ভিত্তিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। অত মামলার শ্বানাবিদলে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বন্তব্য হইতে ইহা জানা গিয়াছে যে, প্রতি বংসর অক্টোবরের শেষ/ নভেম্বরের প্রথম হইতে আখ মাড়াই মৌস্ম শ্রের হয় এবং তাহা পরবর্তী বংসরে মার্চ/এপ্রিল মাসে মৌস্ম শেষ হয়। সতেরাং এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে প্রার্থীগণ যাহারা ইক্ষু মাড়াই মৌস্কুমে নিয়োগপত্র পাইয়াছিলেন তাহারা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে অতি অলপ সময়ের জনা নিয়োগ পাইয়াছিলেন এবং তাহাদের নিয়োগ স্হায়ী/অস্হায়ী/ক্যাজ্য়াল ছিল না। তাহাদের নিয়োগ সম্পূর্ণ দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে ছিল। স্তরাং প্রাথীগণ যে কোন সময় তাহাদের কাজ কথ করিরা তাহাদের সূবিধামত স্থারী নিয়োগপত্র পাইবার চেন্টা করিতে পারিতেন। মৌসুমী শ্রমিক হিসাবে তাহারা দৈনিক মজ্বোর ভিত্তিতে নিয়োগপত্র পাইয়া তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং উর্ধাতন কর্ত্রপক্ষের নির্দেশে প্রতিপক্ষগণ তাহাদের নিয়োগদান করেন নাই। সত্তরাং প্রার্থ গিল তাহাদের প্রতিকার হিসাবে পরে মৌস,মের ন্যায় নিয়োগ লাভ দাবী করিতে পারেন না।

প্রাথশিপ অন্ত মামলার তাহাদের বকেরা বেতন ও অন্যান্য স্বিধাসহ চাকুরীতে প্রবহালের জন্য প্রতিপক্ষণণকে নির্দেশকম,ল আদেশের প্রার্থনা করিরা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পূর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে অন্ত মামলা করেন। প্রাথশিগ প্রতিপক্ষের কার্যকলাপের বির্দেশ ১৯৬৫ সনের প্রামক নিয়োগ (স্হারী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে কোন প্রার্থনা করিবার প্রের্ব প্রতিপক্ষের নিকট কোন অনুযোগ দাখিল করিরাভেন মর্মে কোন অভিযোগ করেন নাই। প্রার্থশিগণের প্রার্থনা অনুসারে প্রতীর্মান হয় কর্তপক্ষ তাহাদেরক্রে চাকরী হইতে বরখাসত করিরাভেন এবং তাই তাহারা বকেয়া বেতনসহ চাকরীর সকল স্বিধা পাইবার আদেশের প্রার্থনা করিয়া ক্ষর মামলা দারের করেন। শিল্প সম্পূর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে কেবলমান্ত বর্তমান প্রমিক শ্রম আদালতে মামলা দারের করিতে পারেন। অপ্রদিকে, শ্রমিক নিয়োগ (স্হারী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে কেবলমান্ত প্রমিকগণ শ্রম আদালতে আবেদন পেশ করিতে পারেন। স্তরাং উপরের

আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অন্ত মামলার ঘটনা, পারিপাশ্বিকতা ও সাবিকি বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিন্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রাথ ীগণের মামলা অন্নাকারে রক্ষণীয় নহে।

আমাদের প্রের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষগণ তাহাদের উর্বতন কর্ত্পক্ষের স্হায়ী আদেশের প্রতি সম্মান রাখিয়া প্রাথশিগণসহ আরও কিছু মৌস্মী কর্মচারীকে ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ দান করেন নাই। প্রার্থণিগণ প্রতিপক্ষের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের 'স্থায়ী আদেশ (ইং ২২-১০-৯২ তারিখে প্রদন্ত) সম্পর্কে কোন অভিযোগ করেন নাই। সতুরাং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশন কর্তৃক প্রতিপক্ষগণের প্রতি প্রদত্ত লোকবল কমানোর নিদেশ বা আদেশ যথারীতি বহাল থাকিয়া যায়। যতক্ষণ উক্ত আদেশ বহাল থাকিবে ততক্ষণ প্রতিপক্ষণণ প্রাথশিগকে নিয়োগ দান করিতে পারিবেন না। সতরাং প্রাথশিগণের অন্ন মামলায় প্রাথণিত প্রতিকার আইনের চোঝে রক্ষণীয় নহে। অধিকন্তু বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কপোরেশনের ২২-১০-৯২ ইং তারিখের আদেশ প্রতিপক্ষগণের উপর বাধ্যকর। প্রাথণিগণ রংপরে সুগার মিলের মহা-ব্যবস্হাপক, মানেজার (ক্ষি), ম্যানেজার (প্রশাসন) ও ম্যানেজার (অর্থ) এর বিরুদ্ধে অত মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে এক নিদেশিক আদেশের প্রার্থনা করিয়াছেন। অত্র নামলার প্রতিপক্ষগণের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিলপ কপোরেশন। প্রাথাীগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কপোরেশনের স্হায়ী আদেশের বির্দেধ কোন প্রতিকার না চাওয়ায় এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কপেণিরেশনকে অত মামলায় পক না করার প্রাথ ীগণের প্রার্থনা মোতাবেক কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা অকার্যকর হইবে। কোন আদালত কোন অকার্যকর আদেশ প্রদান করিতে পারেন না। তাই অর মামলায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশন একটি আবশাকীয় পক্ষ এবং সেই কারণে প্রার্থীগণের অন্ত श्रोत्रला उक्तभीय नटि ।

প্রার্থনিগণ অভিযোগ করেন যে, কর্তৃপিক্ষ গত বংসর ৭ জন নতেন ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ৯ জনকে ইক্ষ্ বিভাগে পোন্টিং দিয়াছেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই ৯ নং প্রতিপক্ষের নিকট আত্মীয়। প্রার্থনিগণ উক্ত বক্তব্য প্রমাণের জন্য কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। সতেরাং প্রার্থনি পক্ষের অভিযোগ সতা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

আমাদের প্রের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইরাছে যে, প্রতিপক্ষণণ প্রাথিনিহ কিছু, মৌস্মা কর্মচারীকে নিয়োগ দান করেন নাই। প্রাথিণিগণ এমন কোন অভিযোগ করেন নাই যে প্রতিপক্ষণণ প্রাথিণিগতে বাদ দিয়া তাহাদের কনিষ্ঠ কর্মচারীগণকে মৌস্মা কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ দান করিয়াছেন। স্তুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, প্রতিপক্ষণণ তাহাদের উর্ধাতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এবং শিল্প মল্লালয়ের আদেশ মত জ্যোষ্ঠতার ভিত্তিতে মৌস্মা কর্মচারীদের নিয়োগ করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠতার কারণে প্রাথিণিগসহ অন্যান্য মৌস্মা কর্মচারীগণ নিয়োগপ্রাত্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। স্তুতরাং প্রাথিণিগ অন্ত মামলায় তাহাদের প্রাথিতি প্রাথিনার আলোকে কোন মামলা রক্ষণীয় মর্মে উপস্হাপন করিতে বার্থ হইয়াছেন এবং তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক তাহারা কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন।

তাই আলোচা বিষয়টি প্রাথণীগণের বিরুদ্ধে নিম্পত্তি করা হইল। বিজ্ঞা সদস্যদের সহিত আলোচনা ও প্রামশ করা হইয়াছে। অতএব

### আদেশ হইল

যে, অন্ন আই, আর, ও, মামলা প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা ধর**চার ভিলমিস** হয়।

> সংখেক, ক্মার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

## শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ স্থেন্দ্ কুমার বিশ্বাস চেয়ারমান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণঃ ১। জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী, মালিক পক্ষ।

২। জনাব কামর,ল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

र्णानवात, २ता नरखन्वत % ७

व्यक्तियां भामला नः ১৫/৯৫

মোঃ হযরত আলী, পিতা মৃত হোসেন আলী, সাং সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় (নৃত্ন ভবন), হাফরাস্তা, নাটোর—প্রাথী।

#### वसाध

- ১। মোঃ আলীউজামান (মুকুল), পিতা মৃত নওশের আলী,
- ২। ম্যানেজার এম, এ, করিম, পিতা রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, ভেনাস প্রিণ্টার্স এণ্ড কালাস, আলাইপ্রের, নাটোর প্রতিসক্ষরণ।
- जनाव भार त्याः कामाल क्रीध्ती. शाधीभरकत वादेनकीवी।
- ২। জনাব সাইফ্রে রহমান খান, প্রতিশক্ষের আইনজীবী।

### वास

ইহা একটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্হায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার মামলা।

প্রার্থী মোঃ হযরত আলীর মামলার সংক্ষিণত বিবরণ এই যে, তিনি ১২-৪-৯৩ ইং হইতে সহকারী মেশিনম্যান হিসাবে প্রতিপক্ষের 'ভেনাস প্রিন্টার্স এণ্ড কালার্স' এ চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। প্রতিপক্ষ ৫-৩-৯৫ ইং তারিখের প্রার্থার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া তাহাকে চাকুরী হইতে সাময়িক বরখাসত করেন এবং কারণ দর্শাইবার নির্দেশ প্রদান করিলে তিনি ১০-৩-৯৫ ইং তারিখে কারণ দর্শান। কর্তৃপক্ষ প্রেনরায় তাহার বিরুদ্ধে ১৩-৩-৯৫ ইং তারিখে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ প্রদান করিলে প্রার্থী পনেরায় ২১-৩-৯৫ ইং তারিখে লিখিতভাবে কারণ দর্শানো নির্দেশের জবাব প্রদান করেন। মালিক কর্তপক্ষ তাহাকে সাময়িক বরখাসত করায় এবং তাহার পাওনা টাকা প্রদান না করায় তিনি সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাজশাহী বিভাগ, বগড়ো বরাবর একটি আবেদন করেন। সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ) ৫-৪-৯৫ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট একটি পত্র মারফত জানান যে, প্রাথীকে জুন, ১৯৯৪ হইতে মার্চ, ১৯৯৫ পর্যন্ত বেতন পরিশোধ না করিয়া সাময়িক বর্থাস্ত করায় তাহা বেআইনী এবং ৭ দিনের মধ্যে কেন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লওয়া হইবে না মর্মে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দেন, কিন্ত প্রতিপক্ষ সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ) এর আদেশ অমান্য করিয়া প্রাথীকে ইং ১৭-৪-৯৫ তারিখে বেআইনীভাবে চাকুরী হুইতে বরখাসত করেন এবং বলেন যে প্রার্থীর কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক নহে। ১৯৯৩ সনের ২৩শে ডিসেম্বর এর নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তক নির্ধারিত ও সরকার কর্তক অনুমোদিত বেতন অনুযায়ী প্রার্থীর মাসিক বেতন ৫০০ টাকার স্হলে ১৩২০ টাকা হইয়াছে। তাই মালিক পক্ষ প্রাথীকে চাকরীতে রাখিবেন না বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনেন। গত ১৯-১১-৯৪ তারিখে নাটোর জেলার প্রেস মালিকগণ ও শ্রমিকগণ দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসেন। উপ-প্রধান পরিদর্শক জনাব এম, এ, সান্তার এর উপস্থিতিতে ও নাটোর জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতির মধাস্হতায় একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয় যাহা ভেদাস প্রিন্টার্স ও কালার্স কর্তপক্ষ স্বীকার করেন এবং সেই চুন্তি মোতাবেক প্রাথীকে শুখ্য ১৯৯৫ সনের জানায়ারী ও ফেরুয়ারী মাসের বেতন প্রদান করেন এবং চুক্তি মোতাবেক অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করেন নাই। তাই প্রার্থী চাকরীতে পুনের্বহাল ও বকেয়া বেতনাদি পাওনার জনা অঁচ মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ এম, এ, করিম ও জনৈক আলী আকবর খান যৌথভাবে একখানি বর্ণনা পর দাখিল করেন এবং ম্যানেজার এম, এ, করিম (প্রতিপক্ষ) অর মামলার প্রতিশক্ষিতা করেন। প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেন যে, অর মামলা অরাকারে অচল এবং অর মামলা পক্ষ দোষে দৃষ্ট, কারণ প্রকৃত মালিককে অর মামলার পক্ষ করা হয় নাই।

প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিত বিবরণ এই যে, প্রার্থী প্রথমে চুক্তিভিত্তিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তাহার চাকুরীরত থাকা অবস্হার প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিকর কার্যাদিতে জড়িত থাকার তাহাকে ইং ৫-৩-৯৫ তারিখে সাময়িক বরখাসত করা হয় এবং কারণ দর্শানোর জনা নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রার্থী ইং ১০-৩-৯৫ তারিখে কারণ দর্শাহিলে তাহা সন্তোমজনক না হওয়ার প্রার্থীকে ১৭-৫-৯৫ তারিখে চাকুরী হইতে বরখাসত করা হয়। প্রার্থীর প্রতিপক্ষের নিকটে কোন বেতনাদি পাওনা নাই। প্রার্থী একজন রিকসা চালক এবং তাহার রিকসার লাইসেম্স নং ৫৫৩ এবং তাহার রিকসা ইউনিয়নের সদস্য নং১৯৬৭। প্রার্থী মিথ্যা উত্তিতে অন্ত মামলা করিয়াছেন। তাই অন্ত মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

### खालाहा विषय

প্রাথণী তাহার প্রাথনা মোতাবেক চাকুরীতে প্নঃবহাল ও বকেয়া বেতনাদি পাইতে অধিকারী

### আলোচনা ও সিম্বান্ত

এর মামলার শ্নানীকালে প্রার্থী পক্ষে প্রার্থী নিজেকে ১নং সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেন এবং তাহার পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শন ১–১(ক), ২, ৩–৩(ক), ৪, ৫–৫(ক), ৬–৬(ক) ও ৭ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং সাক্ষা গ্রহণ করা হয়। অপরপক্ষে, প্রতিপক্ষে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই এবং তাহাদের পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র ক-ক(১) প্রদর্শন চিহ্নিত করা হয় এবং সাক্ষা গ্রহণ করা হয়।

শ্বীক্ত মতে প্রার্থী হযরত আলী প্রতিপক্ষের 'ভেনাস প্রিন্টার্স' এন্ড কালাস' প্রতিষ্ঠানে সহকারী মেশিনম্যান হিসাবে কাজ করিতেন এবং তাহাকে কারণ দর্শবার নোটিশ প্রদান করা হয়। প্রার্থী কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং প্রতিপক্ষ উক্ত জবাব সন্তোষজনক নহে মর্মে বিবেচনা করিয়া প্রার্থীকে চাকুরী হইতে ইং ১৭-৪-৯৫ তারিখের আদেশ (প্রদঃ-৫) বলে বরখাসত করেন।

প্রতিপক্ষে অভিযোগ করা হয় যে, প্রাথী হযরত আলী একজন লাইসেন্স প্রাণ্ড রিক্সা চালক এবং তিনি প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে চুবিভিত্তিক কাজ করিতেন। প্রাথ'ী কি ধরণের চুবিতে প্রতিপক্ষের 'ভেনাস প্রিণ্টার্স' এন্ড কালার্স' এ চাকুরী করিতেন তাহার কোন স্কুপন্ট ধারণা প্রতিপক্ষ বর্ণনার উল্লেখ করেন নাই। তবে প্রার্থীকে (১নং সাক্ষীকে) জেরাকালে প্রতিপক্ষে সাজেশন দেওয়া হয় যে, প্রার্থী রিকসা চালক থাকিয়া চুক্তিরভিত্তিতে প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিতেন। প্রদর্শন-১ হইল প্রতিপক্ষের প্রার্থীকে দেওয়া ইং ৫-৩-৯৫ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশ। উক্ত নোটিশ (প্রদঃ-১) এ উল্লেখ করা হয়, "(৪) আপনী অর প্রতিষ্ঠানের একজন নিয়মিত কর্মচারী হওয়া সত্তেও নৈমিত্তিক কর্মচারীর ন্যায় চলাফেরা করে আসছেন।" প্রদঃ-৩ হইল প্রতিপক্ষের ইং ১৩-৩-৯৫ তারিখের প্রাথীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ। উক্ত নোটিশ (প্রদঃ-৩) এ উল্লেখ করা হয়, "(১) আপনী একজন নিয়মিত রিক্সা চালক। পূর্ণ মজ্বরী কমিশন ঘোষিত বেতন কাঠামো প্রদানের পর আপনাকে নির্মায়ত করা হয় এবং ....।" উক্ত নোটিশন্বয় (প্রদঃ-১ ও ৩) হইতে স্কৃপণ্টভাবে প্রতীয়মান হয় প্রার্থী প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে একজন নির্মামত কর্মচারী ছিলেন। প্রতিপক্ষ জবাবে উল্লেখ করেন যে, "দরখাস্তকারী প্রথমে চুরিভিত্তিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন।" প্রতিপক্ষ স্বীকার করেন যে, প্রার্থী প্রথমে চুরিভিত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু পরে প্রতিপক্ষ তাহাকে কিভাবে নিযুক্ত করিলেন তাহা বর্ণনায় উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু প্রতিপক্ষের নোটিশ (প্রদঃ-১) এ প্রার্থীকে নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে স্বীকার করা হয় এবং নোটিশ (প্রদঃ-৩) এ প্রাথনীকে পরবতীকালে নিয়মিত করা হয় মর্মে প্রতিপক্ষের স্বীকারোভি আছে। প্রতিপক্ষের দেওয়া নোটিশদ্বয় (প্রদঃ১ ও ৩) হইতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রার্থী প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে একজন নিয়মিত সহকারী মেশিনম্যান হিসাবে কর্মরিত ছিলেন। সতুরাং প্রাথী একজন রিক্সা চালক বা চুক্তি-ভিত্তিক নিয়োগপ্রাণ্ড কর্মচারী এই ধরণের উত্তি প্রতিপক্ষের মূখে শোভা পায় না। উপরের আলোচনার আলোকে আমরা এই সিন্দানেত উপনীত হইলাম যে, প্রাথী প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে একজন নিয়মিত কর্মচারী ছিলেন।

উত্তর পক্ষের বর্ণনা মতে এবং প্রতিপক্ষের দেওয়া কারণ দশহিবার নোটিশ (প্রদঃ১ ও ৩)
ও প্রাথীর জ্বাব (প্রদঃ-২ ও ৪) ইইতে প্রতীয়মান হয় য়ে, প্রতিপক্ষ প্রাথীকে কারণ দশহিবার নোটিশ প্রদান করিলে প্রাথী তাহার জ্বাব প্রদান করেন। প্রতিপক্ষের বর্থাসত আদেশ (প্রদঃ-৫) হইতে প্রতীয়মান হয় য়ে, প্রতিপক্ষের ইং ৫-৩-৯ ৫ ও ১৩-৩-৯ ৫ তারিখের পত্রের (নোটিশ) জ্বাব সন্তোমজনক নাহে ফিলার প্রাথীকে চাকুরী হইতে বরাখাসত করা হয়। অত বর্গাসত আদেশ (প্রদঃ-৫) হইতে প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষ প্রাথীর বির্দেশ কোন তদনত ছাড়াই তাহাকে চাকুরী হইতে বর্গাসত করেন। প্রতিপক্ষ প্রাথীর বির্দেশ ক্রান্তানিকভাবে কোন তদনত করিবার পর কোন তদনত কর্মিটি বা তদনত কর্মকর্তা ন্বারা প্রাথীর বির্দেশ আন্তোনিকভাবে কোন তদনত করিয়াছেন মর্মে কোন কথা প্রতিপক্ষ বলেন নাই। তাই ইহা স্কুমণত যে, প্রাথীর বির্দেশ কোন তদনত করিয়াছেন মর্মে কোন কথা প্রতিপক্ষ বলেন নাই। তাই ইহা স্কুমণত যে, প্রাথীর বির্দেশ কোন তদনত ছাড়া প্রাথীকে ব্যক্তিপতভাবে শ্রানারীর স্থোগ দেওয়া হয় নাই। স্ত্রোং কোন তদনত ছাড়া প্রাথীকে চাকুরী হইতে বর্গাসত করা হইয়াছে। ইহাতে আরও প্রতীয়মান হয় য়ে, প্রাথীকে ব্যক্তিপতভাবে শ্রানারীর স্থোগ দেওয়া হয় নাই। স্ত্রাং কোন তদনত ছাড়া প্রাথীকে চাকুরী হইতে বর্গাসত করাছ গ্রাইন লংঘন করিয়াছেন এবং তাই প্রতিপক্ষের বর্গাসত আনেশ আইনের চোখে মালাছীন।

প্রার্থণী তাহার মূল আবেদনপতে উল্লেখ করেন যে, ১৯৯৪ সনের জুন হইতে ১৯৯৫ সনের মার্চ পর্যন্ত বেতন প্রদান করা না হইলে তিনি সংশিল্ড সহকারণী প্রধান পরিদর্শককে অবহিত করেন এবং তিনি প্রতিপক্ষকে প্রার্থণীর বেতন প্রদান করিবার নির্দেশ দেন। পরে প্রতিপক্ষসহ অন্যান্য প্রেস মালিকগণের সহিত প্রমিকগণ এক আলোচনা হয় এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রার্থণিকে লানুয়ারণী ও ফেব্রুয়ারণী, ১৯৯৫ সালের বেতন প্রদান করা হয়। প্রার্থণীর এই সমন্ত বন্ধবা ছাড়া প্রার্থণী তাহার বকেয়া বেতন সম্পর্কে আর কোন সাক্ষ্যানি উপস্হাপন করেন নাই। তিনি তাহার জ্বানবন্দীতে বলেন যে তাহাকে সাসপেও করার তাহাকে বিধান অনুসারে কোন বেতন প্রদান করা হয় নাই। প্রার্থণীকৈ কোন তারিখ হইতে সাসপেও করা হয় এবং তাহার কোন কোন কোন মাসের বেতন বাক্ষণী ছিল এই সম্পর্কে কোন উল্লি তাহার জ্বানবন্দীতে করেন নাই। প্রার্থণী তাহার বকেয়া বেতন সম্পর্কে আনা কোন সাক্ষ্যাকে পরীক্ষা করেন নাই বা প্রার্থণী প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠান হইতে বেতন প্রদানের রেজিন্ডার তলব করিয়া তাহার বন্ধবা প্রমাণের চেন্ডা করেন নাই। জ্বাহার কোন বকেয়া বেতন পাওনা নাই। প্রার্থণী তাহার জ্বানবন্দীকালে প্রতিপক্ষের এই উল্লিখ ক্রার কারেন নাই। উপরের আলোচনার প্রতি সম্পান রাথিয়া আমি এই সিম্বান্তে উপনীত হিলাম যে, প্রার্থণী যে তাহার বকেয়া বেতন পান নাই তাহা প্রমাণ করিতে বার্থ হইয়াছেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কোঁশলা বলেন যে, প্রাথী তাহার বরখান্তের পর°কোন গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল না করার তাহার মামলা অচল। ইহা সতা যে প্রাথী তাহার বরখান্তের পর প্রতিপক্ষের নিকট খ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করিয়াছেন মার্মা কোন বর্ণনা তাহার মূল আবেদন পরে করেন নাই। প্রাথী তাহার জন্মানবদ্দীকালে বলেন যে, তিনি ইং ২-৫-৯৫ তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট খ্রিভান্স আবেদন পাঠান এবং তিনি ২-৫-৯৫ তারিখের একটি ডাক রশিদ (প্রদঃ-৭) দাখিল করেন। প্রদঃ-৭ হইতে প্রতীর্থমান হয় যে, ইং ২-৫-৯৫ তারিখে মানেজার, প্রোপ্রাইটর, ভেনাস প্রিভার্স এন্ড কালার্স বরাবর নাটোর প্রধান ডাকছর হইতে একখানি চিঠি রেজিল্টা করা হয়, বাহার নং ৪০৯। ডাক রশিদটি (প্রদঃ-৭) প্রাথী দাখিল করার প্রতীর্থমান হয় রশিদটি তাহার দখলে ছিল। প্রাথী রশিদটি (প্রদঃ-৭) কিভাবে পাইলেন প্রতিপক্ষ সেই সম্পর্কে কোন কথা বলেন নাই। প্রাথী তাহার হলপান্তে জবানবন্দনীতে বলেন তিনি ইং ২-৫-৯৫ তারিখে প্রতিপক্ষর নিকট গ্রিভান্স দরখানত পাঠাইয়াছিলেন। প্রতিপক্ষ এমন কোন সাক্ষ্য

উপদহাপন করেন নাই যে উক্ত ৪০৯ নং রেজিন্টা চিঠিটি (প্রাথারি গ্রিভান্স পিটিশন ব্যত্তিত) অন্য কোন রেজিন্টা চিঠি ছিল। প্রতিপক্ষে কোন সাক্ষাকৈ পরীক্ষা করা হয় নাই এবং তাই প্রাথার (৪নং সাক্ষার) বন্ধবা অদ্বাকার করা হয় নাই। উপরের আলোচনা, সাক্ষাদি ও পারিপাশ্বি কতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিন্ধান্তে উপনতি হইলাম যে, প্রাথা ইং ১৭-৪-৯৫ তারিখের বর্ষাদ্ত আদেশ প্রাণ্তির পর প্রতিপক্ষ বরাবর গ্রিভান্স পিটিশন রেজিন্টা ডাক্যোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্তরাং প্রাথা তাহার মূল অস্বেদন পত্রে বিষয়টি উল্লেখ না করিলেও প্রাথার মামলাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই।

প্রার্থনী তাহার জবানবন্দনৈতে স্বনীকার করেন যে তিনি এখন রিক্সা চালান এবং তাহার রিক্সা চালাইবার লাইসেন্স আছে। আমরা বদি ধরিয়া লই প্রার্থনী তাহার চাকুরনীকালেও রিক্সা চালাইতেন, তব্ত প্রার্থনীর মামলা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। কারণ প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে তাহার দায়িত্ব পালন করিবার পর্বে এবং পরে প্রার্থনী আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য রিক্সা চালাইলে তাহার মামলার কোন ক্ষতি হইবে না। তাই প্রার্থনী রিক্সা চালক কি না তাহা আমাদের বিবেচা বিষয় নহে।

প্রতিপক্ষ বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে অন্ত মামলায় অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে পক্ষ করা হইয়াছে

- এবং প্রকৃত মালিককে পক্ষ করা হয় নাই। কে অপ্রয়োজনীয় পক্ষ এবং কে প্রয়োজনীয় পক্ষ
প্রতিপক্ষে তাহা উল্লেখ করা হয় নাই। বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় জনৈক আলী আকবর
খান (রানা) প্রতিপক্ষ এম, এ, করিমের সহিত বর্ণনায় দস্তখত করিয়াছেন। জনাব আলনী
আকবর খান (রানা) কোন্ অধিকারে বর্ণনায় দস্তখত করিলেন তাহার কোন ব্যাখ্যা প্রতিপক্ষে
দেওয়া হয় নাই বা সেই মর্মে কোন সাক্ষা উপস্হাপন করা হয় নাই। উপরের আলোচনার
মাধামে আমানের নিকট ইহাই প্রতীয়য়ান হয় জনাব আলী আকবর খান (রানা) এর বর্ণনায়
দস্তখত করিবার কোন অধিকার নাই এবং তাহার এই দ্যুত্যত বিল্যুত করা হইল এবং অন
মামলায় প্রতিপক্ষ এম, এ, করিম প্রতিশ্বনিশ্বতা করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইল।

প্রাথী বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে প্নর্বহালের প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরা প্রেই দেখিয়াছি যে, কোন্ তারিখ হইতে কোন্ তারিখ পর্যন্ত প্রাথীর বেতন বকেয়া ছিল তাহা যথেন্ট সাক্ষাদি দিয়া প্রমাণ করিতে প্রাথী বার্থ হইয়াছেন। আমরা প্রে আরও দেখিয়াছি যে, প্রাথীর বির্দেধ কোন আন্ভানিক তদনত ছাড়াই তাহাকে চাকুরী হইতে বরখানত করা হইয়াছে, যাহা আইনের চোখে ম্লাহীন। উপরের আলোচনার প্রতি সন্মান রাখিয়া এবং অত খামলার সাক্ষাদি, ঘটনা ও পারিপান্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিন্ধান্তে উপনতি হইলাম যে, প্রাথীকে শ্রু, তাহার চাকুরীতে প্নর্বহালের আদেশ কোন বকেয়া বেতন ছাড়া প্রদান করিলে অত মামলার নায় বিচার করা হইবে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও প্রামশ করা হইয়াছে। অতএব,

আদেশ হইল যে, অনু অভিযোগ মুমলা প্রতিপক্ষ জনাব এম. এ, করিমের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে এবং অন্য একজনের বিরুদ্ধে একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

প্রার্থনী তাহার চাকুরীতে প্নের্বহাল হইবেন এবং অহ রায় প্রাণিতর ৩০ (হিশ) দিনের মধ্যে প্রাথনীকে চাকুরীতে প্নের্বহাল করিবার জন। প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওুয়া গেল। প্রাথনী প্নের্বহালের তারিখ হইতে মঞ্জুরী পাইবেন।

সংধেনদ, কুমার বিশ্বাস চেয়ারম্যান, প্রম আদালত, রাজশাহী।

### শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ সংধেশ, কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

वारे, वात, ७, मामला नः ৪৯/৯৬

রেজিজ্ঞার অব রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী-১ম পক্ষ।

वमाभ

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিলদহর বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, (রিজিঃ নং রাজ-৯৪০), বিলদহর বাজার, নাটোর—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফ্রন্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি। আদেশ নং ৪, তারিখ ঃ ৬-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিংপান্তর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব টেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলার হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধর্বী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামর্ল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিংপন্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব টেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মৌখিক বন্ধবা শ্না হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন্সাক্ষ্য প্রদান করিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শন-১ চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব টেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শ্ননা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিণত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ বিলদহর বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিন্ট্রেশনের জনা প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিন্ট্রেশনে (রেজিঃ নং রাজ-৯৪০) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২২ ধারা অনুযায়ী ৩১-৭-৯১ ইং তারিখে রেজিন্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের আয়-বায়ের বিবরণী ১য় পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাহার অফিনের ২১-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪১৭ নং প্যারক্ষ লো ইউনিয়নের রেজিন্ট্রেশন বাতিলের পরে নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিন্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অনু মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অনু মামলায় প্রতিশ্বন্দিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ার মামলাটি একতরফা-ভাবে নিম্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে ২য় পক্ষ বিলদহর বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ৩১-৭-৯১ ইং তারিখে রেজিন্টেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২২ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বংসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২১-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪১৭ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ তাহাদের সংবিধানের ২২ নং ধারামতে নির্বাচন এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটনি দাখিল না করায় তাহাদের রেজিল্টেশন বাতিলের জনা পর্বে নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের সংবিধান অন্সারে রেজিপ্টেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষা প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপর দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিন্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পঞ্চের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামশ করা ইইয়াছে। অতএব,

### আদেশ হইল

যে, অহ আই, আর, ও মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচার মঞ্জরে হয়।

১ম পক্ষকৈ ২য় পক্ষের বিলদহর বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিজ্ঞেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৪০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গোল।

সংধেশর কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

## শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

ভগতিত ঃ স্থেদন্ কুমার বিশ্বাস চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

बाहे, बात, ७, बामना नः ७५/३७

রেজিপ্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ১ম 'পক্ষ।

#### वनाभ

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, শেরপুর থানা চাউলকল মালিক সমিতি, (রেজিঃ নং রাজ-১০১৭), ধন্ট রোড, শেরপুর, বগড়ো—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফ্, দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি। আদেশ নং ৫. তারিখঃ ১২-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরকা নিপ্পস্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিপ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধামেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদা মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আলাউন্দিন খান বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিম্পস্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিপ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বন্ধবা শ্রেনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শনে-১ হিসাবে জন এডিমশান (দ্বীকারোজির ম্লে) চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষের রেজিপ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক ফ্রিডের্ক শ্রেনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধানেদেশের ১০(২) ধারার মুমালা।

১ম পক্ষ রেজিজ্মার অব টেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ শেরপার থানা চাউলকল মালিক সমিতি তাহাদের রেজিজ্মেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমনে রেজিজ্মেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০১৭) প্রদান করা হয়। পরবতীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের সমিতির সংবিধানের ১২ নং ধারা অনুযায়ী ১৬-৮-৯২ ইং তারিখে রেজিজ্মেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফ্লাফেল ১৯ পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের সমিতির ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যরের বিবরণী ১৯ পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাহার অফিসের ২৫-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮৮৭ নং পত্র মারকত সমিতির রেজিজ্মেশন বাতিলের প্র নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিভ্রেশন বাতিলের অনুযতির প্রার্থনা করিয়া অত মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত মামলায় প্রতিশ্বন্দিতা করিবার জনা হাজির না হওরায় মামলাটি একতরফা-ভাবে নিম্পান্তির জনা লওরা হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ শেরপরে থানা চাউলকল মালিক সমিতি ১৬-৮-১২ ইং তারিখে রেজিপ্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যত তাহাদের সংবিধানের ১২ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বংসরের অধিককাল কোন নির্বাচন করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিক করেন নাই। ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২৫-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮৮৭ নং স্মারক দাখিল করেন বাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিন্টার্ড সংবিধানের ১২ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের ধার্ষিক বিটার্ন দাখিল না করায় সমিতির রেজিন্ট্রেশন বাতিলকরণের জনা পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

সর মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতক্ত অন্যায়ী রেজিপ্টেশন লাভের পর হইতে কোম নিব্যিন করিয়াছে এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষা প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কলিজপ্ত দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সভা বলিয়া প্রভীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিম্পান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞা সদসাদের সহিত আলোচনা ও প্রামশ করা হইরাছে। অতএব,

### আদেশ হইল

যে, অৱ আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের শেরপরে থানা চাউলকল মালিক সমিতির রেজিপ্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০১৭) বাতিল করিষার অনুমতি দেওয়া গেল।

> সংখেশ, কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

## শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপদ্হত ঃ সংধেন্ কুমার বিশ্বাস কেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

> আই, আর- ও, মামলা নং ৬৪/৯৬ রেজিন্টার অব টেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ১ম পকা।

### বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-৮৭৮), টি, বি, পর্ক্র, গ্রেটার রোড, লক্ষ্যীপ্রে, রাজশাহী— ২য় পক।

১। জনাব এস, এম, সাইফ্, দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি। আদেশ নং ৪, তারিখ ঃ ১৩-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। ৩০-৮-৯৬ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ অর্থাং সভাপতি নোটিশ স্বাক্ষর করিয়া রাখেন। প্রতিপক্ষণণ অদাসহ তিনটি তারিখে অনুপশ্হিত আছেন। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলার হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও প্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দ্বলাল দ্বারা কোটা গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শ্বনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মোখিক বন্ধবা শ্বনা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মোখিক কিবন না বলিয়া মোখিকভাবে বলেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত ইইল স্বীকারোত্তি ম্লো। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মোখিক ব্রিভত্ক শ্বনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিপ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, টি, বি, পাকুর, রাজশাহী ভাহাদের রেজিপ্টোশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিপ্টোশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৭৮) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ ভাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ৬-১০-৯০ ইং ভারিখে রেজিপ্টোশন লাভের পর হইতে অদ্যাবিধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ভাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ভাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যারের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ ভাঁহার অফিসের ৩০-৩-৯৫ ইং ভারিখের ৬৫৩ নং স্মারক্ষেলে ইউনিয়নের রেজিপ্টোশন বাভিলের প্রের্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ভাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিপ্টেশন বাভিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অয় মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিশ্বন্দিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিশ্পন্তিত জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ কৃলি শ্রমিক ইউনিয়ন ৬-১০-৯০ ইং তারিখে রেজিন্টেশন লাভের পর হইতে অদ্য পর্যনত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বংসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠোন করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৩০-৩-৯৫ ইং তারিখের ৬৫৩ নং প্যারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীর্মান হয় যে, রেজিন্টার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯১২ ও ১৯১৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিন্টেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অন্ন মামলার ২র পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অন্যারণ রেজিন্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্যিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজিব হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অন্ত মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিম্পান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাঁহার প্রথনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার। বিজ্ঞা সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামশ করা হইরাছে। অতএব,

### আদেশ হইল

যে অর আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচার মঞ্জরে হয়।
১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিজৌশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৭৮)
বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

ষ্থেদ, কুমার বিশ্বাস চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

सम जागानज, ताजगारी विजाग, ताजगारी।

উপন্থিত ঃ স্থানে কুমার বিশ্বাস চৈরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

वारे, वात, ७, मामना नर ६०/১৬

রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী-১য় পক।

वनाभ

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
নলডাংগা খাদ্য গ্লাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৭৮৬), নলডাংগা, গাইবান্ধা—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফ্রন্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি। আদেশ নং ৪, তারিখ ঃ ৬-১১-৯৬ ইং।

ক্ষণ মামলাটি একতরফা শ্নানীর জনা দিন ধার্ম আছে। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদা মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধ্রেরী ও প্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামর্ল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শ্লানীর জনা গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মোখিক বছবা শ্লা হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিরা মত বাক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষের মোখিক ব্রিতর্ক শ্লান হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিণত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ নলডাংগা খাদ্য গ্রাদাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিন্টেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিন্টেশন (রেজিঃ নং রাজ-৭৮৬) প্রদান করা হয়। পরবতীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ ধারা জানুযায়াঁ ২-৮-৮৯ ইং তারিখে রেজিজ্মেশন লাভেদ্ধ পর হইতে অদ্যাবিধি কোন-নির্বাচন জানুযায়া ক্রেন নাই বা তাহায় কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণা ১য় পশুক্ষর নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১য় পক্ষ তাঁহার অফিসের ২-৪-৯৫ ইং তারিখের ৬৯৩ নং স্মারকম্লে ইউনিয়নের রেজিজ্মেশন বাতিজের পর্বে নাটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিজ্মেশন বাতিলের অন্মতির প্রার্থনা করিয়া অত মামলা নায়ের করেন।

২র পক্ষ জর মামলার প্রতিশ্বনিশ্বতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ার মামলাটি একতরফাভাবে নিশ্বতির জন্য কওয়া হইল।

১ম শক্তের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ নলজাংগা খাদা গ্রেদাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ২-৮-৮৯ ইং তারিখে রেজিজৌশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুষারী ২ বংসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম শক্ষ তাঁহার অফিসের ২°৪-৯৫ ইং তারিখের ৬৯৩ নং স্মারক দাখিল করেন বাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারামতে নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় তাহাদের রেজিখেইশন বাতিলের জন্য পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

শ্বর মামকার ২র শক্ষ তাহাদের সংবিধান অন্সারে রেজিডৌশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিরাছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সদের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পঞ্চের নিকট দাখিল করিরাছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইরা আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়্যান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অহ মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া জামি এই সিম্পান্তে উপনীত হইলাম বে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইরাছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞা সদসাদের সহিত আলোচনা ও প্রামশ করা হইরাছে। জতএব,

## আদেশ হইল

বে, অন্ত আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচার মঞ্জার হয়।

১ম সক্ষরে ২য় পক্ষের নলভাংগা খাদ্য গ্রাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিভৌশন (রেজিঃ নং রাজ-৭৮৬) বাতিল করিবার অন্মতি দেওয়া গেল।

> त्र्यन्म् कूमात विभ्वात क्रितात्रमान

श्रम जामांलर, तालगारी।

## শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দ, কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

बादे, बाब, ७, मामना नः ८७/১৬

রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহা বিভাগ, রাজশাহা- ১ম পক।

### ৰনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, নাটোর জেলা হোটেল রেস্তোরা ও মিণ্টাল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-১১৩৮), ঢাকা রোড, নাটোর—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফ, দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি। আদেশ নং ৪, তারিথ ৫-১১-৯৬।

অদা মামলাটি একতরফা নিম্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। অদাও প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজনির মাধামেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব টেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদা মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধ্রনী ও প্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামর্ল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিম্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বন্ধবা দানা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌলায় কোন সাক্ষা প্রদান করিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ অন এডিমশান প্রদেশিন-১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক ব্যক্তিক শ্রনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিণ্ডার অব শ্রেউ ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিত বিবরণ এই বে, ২য় পক্ষ নাটোর জেলা হোটেল রেস্তোরা ও মিটায় শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন তাহাদের রেজিণ্ডেশনের জনা প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিণ্ডেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১৩৮) প্রদান করা হয়। পরবতীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের আয়-বায়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২০-১২-৯৫ ইং তারিখের ২২৫১ নং স্মারকম্লে ইউনিয়নের রেজিণ্ডেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিণ্ডেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অন্ত মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অর্ট মামলার প্রতিশ্বন্দিতা করিবার জনা হাজির না হওয়ায় মামলাটি একভরফাভাবে নিংপ্রির জনা লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ন তাহাদের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২০-১২-৯৫ ইং তারিখের ২২৫১ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন ১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় তাহাদের রেজিক্ষেশন বাতিলের জন্য প্র নোটিশ জারী করা হয়।

অন্ত মামলার ২র পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীর্মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অগ্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিম্পান্তে উপনতি হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও প্রামশ করা হইরাছে। অতএব,

### আদেশ হইল

বে, অত আই, ভার, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচার মঞ্জরে হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের নাটোর জেলা হোটেল রেস্তোরা ও মিণ্টাম শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিপ্রিশন (রেজিঃ নং রাজ-১৯৩৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

> সংখেলা, কুমার বিশ্বাস ৫-১১-৯৬ েচেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

## শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপদ্বিত ঃ স্থেন্দ্র কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, . শুম আদালত, রাজশাহী।

### অভিযোগ মামলা নং ১৪/১৫

মোঃ আলতাফ হোসেন, সাং চকবাজার, পাটবারী রোড, গোঃ মাহিগঞ্জ, জেলা রংপুর-দরখাশ্তকারী।

### वनाम .

ম্যানেজার, আর, কে, মেটাল ইন্ডাণ্ট্রিজ লিঃ, পোঃ আলমনগর, জেলা রংপার— প্রতিপক্ষ।

- ১। জনাব এফ, ই, এম, আসাদ্ভেলামান (মাখন), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
- ২। জনাব এন, এম, কাইছার, জ্জামান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী। আদেশ নং ১৫, তারিখ ১৭-১১-৯৬

অদ্য মামলাটি চ্ছোলত শ্নানার জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলার হাজিরা দাখিল করিরাছেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাদেত বিদতি হেতুবাদ ম্লে উল্লেখ করিরাছেন যে আদালতের বাহিরে প্রতিপক্ষের সহিত বাদীর মামলার বিষয় মীমাংসা হইরাছে বিলয়া মামলা উঠাইরা নিবার জন্য আদালতে হলফানেত জ্বানবিদ্য দিয়া উল্লেখ করিরাছেন।

আবেদনপত্র, জবানবন্দি ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জার হয়। অতএব, আদেশ হইল যে, প্রার্থীকে অত্র মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল। অত্র মামলা এতন্বারা নিম্পত্তি হয়।

> সংধেদা কুমার বিশ্বাস চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী। তারিখ ১৭-১১-৯৬

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপন্থিত ঃ স্বধেন্দর কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

> আই, আর, ও, মামলা নং ৫০/৯৬ রেজিন্টার অব টেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পকা।

#### वनाम

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উধানিয়া ইউনিয়ন মাটিকাটা লেবার সমিতি, (রেজিঃ নং রাজ-১০০৯), উধানিয়া, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ-২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফ, নিদন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি। আদেশ নং ৪, তারিখ ৫-১১-৯৬।

অদ্য মামলাটি একতর্ফা নিম্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও অদ্য কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে রেজিন্দ্রীর অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মামলাটি মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ্ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামর্ল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতর্ফা শ্নানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্দ্রীর অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তর্য শ্না হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক ফ্রিড-তর্ক শ্না হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পূর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিণত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ উধ্নিয়া ইউনিয়ন মাটিকাটা লেবার সমিতি তাহাদের রেজিন্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে বেজিন্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৯) প্রদান করা হয়। পরবত্বীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ২-১১-৯২ ইং তারিখে রেজিন্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবিধি কোন

নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফ্লাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাহার অফিসের ৩০-৩-৯৫ ইং তারিখের ৬৫৮ নং স্মারক মারফত ইউনিয়নের রেজিন্ট্রিশন বাতিলের পর্বে নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিন্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থণা করিয়া অন্ত মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত মামলায় প্রতিশ্বন্দিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় ম্মলাটি একতরফাজাবে নিম্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ উধানিয়া ইউনিয়ন মাটিকাটা লেবার সমিতি ইং ২-১১-৯২ তারিখে রেজিস্মেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ ধারার বিধান অন্যায়ী ২ বংসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অন্টোন করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ৩০-৩-৯৫ তারিখের ৬৫৮ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিন্টার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিন্টোশন বাতিল করণের জনা কারণ দর্শানোর নোটিশ জারা করা হয়।

অত মামলার ২র পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত অন্যায়ী রেজিজ্মেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মো কোন সাক্ষা প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অন্ত মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিম্পান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদসাদের সহিত আলোচনা ও পরামশ করা হইরাছে।

অতএব,

## আদেশ হইল

যে, অন্ত আই, আর, ও মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচার মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের উধ্নিয়া ইউনিয়ন মাটিকাটা লেবার সমিতির রেজিক্টেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৯) রাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সংখেদা, কুমার বিশ্বাস - ৫-১১-৯৬ - তৈরারম্যান, শুম আদালত, রাজশাহী।

## প্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপশ্ছিত ঃ স্থেন্দ, কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ममनाश्रम : ১। জनाव .আঃ लाँउक थान कोधुतौ-भाषाक भका।

২। জনাব কামর, ল হাসান **প্রমিক পক্ষ।** রবিবার, ১০ই নভেম্বর/৯৬

আই, আর, ও, মামলা নং ২/১৯১৬ রেজিস্টার অব টেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পকা।

### बनाभ

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি, (রেজিঃ নং রাজ-১১১৮), সিরাজগঞ্জ ঘাট, সিরাজগঞ্জ ২য় পক্ষ।

- ১। জনাব এস, এম, সাইফ, দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
- ২। জনাব সাইফ্র রহমান খান, ২য় পক্ষের আইনজীবী।

#### नास

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিজ্ঞার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিণত বিবরণ এই যে, ২র পক্ষ সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি রেজিশ্রেশনের প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অন্যায়ী রেজিজ্ঞান (রেজি: নং রাজ ১১১৮) প্রদান করা হয়। ২য় পক্ষ নিধারিত ও সঠিক তথা পরিবেশন না করিয়া ১ম পক্ষের নিকট হইতে ভ্লে তথাের মাধ্যমে রেজিজ্ঞানন গ্রহণ করেন। এই বিষর্যাটর উপর জবাব দাখিল করিবার জন্য ১ম পক্ষের ইং ২২-৮-৯৫ তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৫২৫ নং পত্রের মাধ্যমে ২য় পক্ষের রেজিজ্ঞান বাতিল করণের প্রে নোটিশ জারী করা হয়। হয় পক্ষের জবাব সন্তোষজনক নহে। ২য় পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(খ) ধারা ও ১৯৭৭ সনের শিলপ সম্পর্ক বিধিমালার বিধি লংখন করিয়াছেন এবং তাই তাহাদের রেজিজ্ঞান বাতিজের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে একখানা বর্ণনা দাখিল করিয়া অর মামলায় প্রতিন্বন্দিতা করেন এবং ১ম পক্ষের সকল অভি-যোগ অস্বীকার করেন।

২য় পক্ষের মামলার সংক্ষিপত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ তাহাদের সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি সংগঠন করিয়া রেজিন্দ্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১ম পক্ষ আইনের বিধান অনুযায়ী ২য় পক্ষের রেজিন্দ্রেশন প্রদান করেন। ২য় পক্ষের সদস্যদের নাম ও ঠিকানা 'পি' ফরমে লিপিবন্ধ করা হয় এবং তাহা ১ম পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। ২য় পক্ষ ১৯৯৩ সনে রেজিন্দ্রেশন প্রাণ্ডির পর হইতে সকল আইন-কান্ন মানিয়া তাহাদের সমিতি পরিচালনা করিতেছেন এবং তাহারা তাহাদের সংবিধানের কোন নিয়ম নীতি ভংগ করেন নাই। ২য় পক্ষ তাহাদের রেজিন্দ্রেশন প্রাণ্ডির কালে কোন তথ্য গোপন করেন নাই। ১ম পক্ষ মিধ্যা উত্তিতে অর মামলা দায়ের করিয়াছেন। ১ম পক্ষ কোন প্রতিকার পাইবেন না এবং অর মামলা খচরাসহ খারিজ হইবে।

এখন দেখা যাক ১ম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক ২য় পক্ষের রেজিজ্ফেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে পারেন কি না।

### আলোচনা ও সিম্ধান্ত

অত্র মামলার শ্রনানীকালে কোন পক্ষই কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। ১ম পক্ষে কোন কাগজপত্র দাখিল করা হয় নাই এবং ২য় পক্ষের দাখিলি কাগজপত্র প্রদর্শন-ক ও খ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

দ্বীকৃত মতে ২য় পক্ষ "সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি" নামে একটি সংগঠন করিয়া ১ম পক্ষের নিকট রেজিণ্টেশনের আবেদন করিলে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের দাখিলি কাগজ-প্রাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া ১৯৬৯ যনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আওতাধীনে রেজিপ্রেশন প্রদান করেন। ১ম পক্ষ অভিযোগ করেন যে, ২য় পক্ষ নির্ধারিত ও সঠিক তথ্য পরিবেশন না করিয়া ১ম পক্ষের নিকট হইতে ভাল তথাের মাধামে রেজিভৌশন প্রাণত হইয়াছেন। ২য় পক্ষ কি ভলে তথা পরিবেশন করিয়াছিলেন তাহা ১ম পক্ষ তাহার মূল আবেদনপত্রে উল্লেখ করেন নাই। ১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, "শ্যালো" মেশিন ক্রি কাজে ব্যবহৃত হয় এবং তাহা নৌকায় ব্যবহার করিয়া ২য় পক্ষ নৌকা চালাইতেছেন। আমরা জানি 'শ্যালো' শব্দের অর্থ অগভীর নলক্প। ২য় পক্ষের সংগঠনের নাম হইল 'সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি'। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় ২য় পক্ষ 'সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতিঃ নামে সংগঠন করিয়া ১ম পক্ষের নিকট রেজিন্টেশনের জন্য আবেদন করেন এবং ১ম পক্ষ তাহা জানিয়া শহনিয়া ২য় পক্ষের সমিতির রেজিন্ট্রেশন প্রদান করেন। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(খ) ধারায় বলা হইয়াছে যে, রেজিন্টার একটি ট্রেড ইউনিয়নের রেজিন্টেশন বাতিল করিতে পারিবেন, যদি ইউনিয়নটি জালিয়াতি বা দ্রমপূর্ণ তথ্যের বর্ণনার মাধ্যমে রেজিন্টেশন লইয়া থাকেন। অত মামলার ক্ষেত্রে ২য় পক্ষ কোন জালিয়াতি বা ভ্রমপূর্ণ তথ্যের বর্ণনার মাধ্যমে রেজিন্টেশনের প্রার্থনা করেন নাই বা প্রাণ্ড হন নাই এবং ১ম পক্ষ সৈই মর্মে কোন অভিযোগ আদালতে উপস্হাপন করিতে পারেন নাই। সাতরাং ১ম পক্ষ তাহার মামলা প্রমাণ করিতে বার্থ হইয়াছেন।

উপরের আলোচনার আলোকে এবং অত্র মামলার সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিন্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হ**ইয়াছে।** অতএব,

### আদেশ হইল

যে, অত আই, আর, ও, মামলা একমাত্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচার নামজুর হয়।

> সাধেনা, কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শুম আদালত, রাজশাহী।

## শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ স্থেদ্দ্ কুমার বিশ্বাস চেরারম্যাদ, শুম আদালত, রাজশাহী।

### অভিযোগ মামলা নং ১০/১৫

দরখাশতকারীঃ মোঃ আবদ্লে মালান মিঞা, (ইলেক্ট্রিক ইনচার্জ), সাং বাহার কাছনা, পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপ্রে।

#### বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ মহাব্যবস্হাপক, ন্যাশনাল টোবাকো কোং লিঃ, বাহার কাছনা, পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপার। আদেশ নং ১৬, তারিখঃ ৩০-১১-৯৬।

অদ্য মামলাটি চ্ডান্ত শ্নানীর জন্য দিন ধার্ম আছে। বাদী পক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধামেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলার কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজনুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব কামর্ল হাসান ল্বারা কোর্ট গঠিত হইল। উভর পক্ষকে কোর্টে প্রনঃ প্রনঃ ভাকার পর অনুপ্রস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইরাছে। অতএব,

## আদেশ হইল

যে, অর অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

ওল, কে, বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী। ৩০-১১-৯৬

## धम जामानक, त्राक्रभादी विकाश, त्राक्रभादी।

উপশ্ছিত : স্থেশন কুমার বিশ্বাস কেরার্ম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

## . बाहे, बात, ७, मामना नः ८६/১०

মোঃ হাবিবর রহমান হবি, পিতা মোঃ নছিম্নিদন, সাং মহিপ্রে চর ইসলি, পোঃ গংগাচড়া, থানা গংগাচড়া, রংপ্রে, শ্রমিক লাকী হোটেল, রংপ্র দরখাস্ত-কারী (প্রাথনী)।

#### बनाम

মোঃ জাঃ রশিদ (দ্বোল), মালিক, লাকী হোটেল, শাপুলা চম্বর, রংপরে শহর, জেলা রংপরে—প্রতিপক্ষ।

- ১। জনাব সাইফ্র রহমান খান, দর্খাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
- ২। জনাব কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজাবী। আদেশ নং ৩৬, তারিখ ২৯-১০-৯৬।

অদ্য মামলাটি আরজি সংশোধন দরখাসত শুনানী ও জাবেদা কাগজাদি দাখিলের জনা দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলীশ্বর মামলার হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধ্রী ও গ্রামক পক্ষের সদস্য জনাব কামর্ল হাসান কারা প্রাঃ কোট গঠিত হইল। মামলাটি আরজি সংশোধন শ্রানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের মৌখিক বন্ধবা শ্রান হইল। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী ফিরিছিত করিয়া ফটোকপি কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলার কোন কাগজাদি দাখিল করেন নাই। সদসাগণের সহিত আলোচনা হইল।

- উভর পক্ষের বিজ্ঞা কৌশলীদের বন্ধব্য শহুনিলাম। আবেদনপত্র ও নথি দেখিলাম।

প্রাথনী পক্ষ মূল আবেদন (আরক্তা) সংশোধনের প্রার্থনা করিয়া একখানি দরখাদত দাখিল করায় অত শ্নানার উল্ভব হয়। প্রার্থনী পক্ষের মামলায় সংক্ষিণত বিবরণ এই যে, তাহায় চাকুরীতে প্নার্থালের জন্য লাকা হোটেল এন্ড রেণ্ট্রেন্ট এর তৎকালীন মালিক ও পরিচালক মোঃ আঃ রশিদ ন্লাল এর বির্দেধ অত মামলা দায়ের করেন। পরবতনিকালে মোঃ আঃ রশিদ ন্লাল ম্তাবরণ করেন এবং তাহায় স্থলে তাহায় ভাই মোঃ আঃ কুলন্স (মঞ্জ্ব) মালিক হিসাবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করিয়া হোটেলটি পরিচালনা করিতেছেন। সংশ্লিষ্ট হোটেলের লাইসেন্স ও অন্যান্য প্রয়েজনীর কাগজপ্রাদি মোঃ আঃ কুলন্স (মঞ্জ্ব) এর নামে। তাই প্রার্থনী পক্ষ মৃত আঃ রশিদ দ্লালের স্হলে মালিক হিসাবে মোঃ আঃ কুলন্স (মঞ্জ্ব) এর নাম প্রতিস্থাপিত, করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন এবং অন্যান্য কিছ্ সংশোধন চাহিয়াছেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কোঁশলী বলেন যে, সংশিল্পট হোটেল এণ্ড রেণ্ট্রেণ্ট এর মালিক ছিলেন মোঃ আঃ রশিদ (দ্লোল) এবং সমসত প্রয়োজনীয় কাগজপত তাহার নামে। স্তরাং তাহার ম্ডাতে অর মামলা আর চলিতে পারে না এবং প্রাথী তাহার প্রাথনা মোতাবেক ম্ল আবেদন সংশোধনের আদেশ পাইতে হকদার নহেন।

উত্তর প্রকাই কিছা, কাগজপর দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষে দাখিলী রংপার পৌরসভার সেকেটারী কর্তুক ৭-১০-৯৫ তারিখের ইস্ট্রক্ত ২৫৬ নং লাইসেন্স (১৯৯৫-৯৬) এর ফটোন্ট্যাট কিপ হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেন্ট্র্রেণ্ট এর প্রোপ্রাইটর মোঃ আঃ রশিদ (দ্লোল)। প্রতিপক্ষের দাখিলী রংপার পৌরসভার পৌরকরের ১৬৪৯৭ নং বিলের স্কোল হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এর প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ (দ্লোল)। প্রার্থণী পক্ষের দাখিলী রংপার পৌরসভার সেকেটারী কর্তুক ইস্ট্রকৃত ৩-৯-৯৬ তারিখের ২৮৭ নং লাইসেন্স (জাশিলকেট কিপ) হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেন্ট্রেরেন্টের প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ গং। এর জাশিলকেট কিপ হইতে প্রতীয়মান হয় না যে আঃ কুন্দ্রম (মঞ্জা) অরু লাকী হোটেল এন্ড রেন্ট্রেরেন্টের অন্যতম মালিক। প্রতিপক্ষের দাখিলী রংপার সদর উপজেলা ম্যাজিন্ট্রের আদালতের সি, আর, ১৬৯/৯০ না মালার আদেশের ফটোন্ট্যাট কিপ হইতে প্রতীয়মান হয় মোঃ আঃ রশিদ (দ্লোল) ও অন্য একজনের বির্ভেশ দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের ৪, ৮ ও ৯ ধারামতে মামলা দায়ের করা হইলে আসামন্ট্রের দোষ স্বীকার করিলে তাহাদের প্রত্যেকর ১০০ টাকা করিয়া জরিমানা হয়। এখানেও আঃ কুন্দ্রম (মঞ্জা) এর নাম প্রকাশিত হয় নাই।

আমরা প্রেই দেখিয়াছি প্রতিপক্ষের দাখিলা ২৫৬ নং লাইনেন্স এ উল্লেখ করা হইরাছে লাকা হোটেল এণ্ড রেন্ট্রেন্টে এর প্রোপ্রাইটর আঃ রাশিদ (দ্লাল) এবং অনা কেহ লাকা হোটেল এণ্ড রেন্ট্রেন্টের প্রোপ্রাইটর আছেন সেই মর্মে কোন উল্লেখ নাই। প্রাথণীর দাখিলা কাগজে লাকা হোটেল ও রেন্ট্রেন্ট সংক্রান্ত দাখিলা কাগজপতে আঃ রাশিদ (দ্লাল) গং থাকিলেও আঃ কুন্দ্রে (মজর্) এর নাম প্রকাশিত হয় নাই। তাহা ছাড়া আঃ রাশিদ (দ্লাল) এর ম্ডার পর আঃ কুন্রেন্ট এর নাম প্রকাশিত হয় নাই। তাহা ছাড়া আঃ রাশিদ (দ্লাল) এর ম্ডার পর আঃ কুন্রেন্ট এর যে মালিক হইয়াছেন বা তিনি যে প্রকৃত মালিক সেই মর্মে প্রাথণী পক্ষে সংশ্লিক্ট কর্তৃপক্ষ হইতে ইস্যুক্ত কোন সার্টিফিকেট দাখিল করেন নাই। স্তরাং ইহাতে ইহা প্রতীয়মান হয় না যে আঃ কুন্দ্রেম (মজর্) লাকা হেটেল এণ্ড রেন্ট্রেটের মালিক।

অনু মামলার মূল আবেদন হইতে প্রতীরমান হয় লাকী হোটেল এণ্ড রেণ্ট্রেণ্টিটি শাপলা চম্বর, রংপরে শহর এলাকায় অবস্থিত। প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৫৬ নং লাইদেন্স হইতে প্রতীরমান হয় লাকী হোটেল এণ্ড রেণ্ট্রেণ্ট রংপরে শহরের শাপলা চম্বর অবস্থিত। কিন্তু প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৮৭ নং লাইদেন্স (জুলিকেট কপি) হইতে প্রতীরমান হয় লাকী হোটেল এণ্ড রেণ্ট্রেণ্ট শেটশন রোড, রংপরে অবস্থিত। স্কৃতরাং দেখা ঘাইতেছে যে, মূল আবেদনে প্রাথীর দেওয়া লাকী হোটেল এণ্ড রেণ্ট্রেণ্টের অবস্থান ও ঠিকানা প্রতিপক্ষের দাখিলী লাইসেন্সের সংগ্যে সামঞ্জসাপ্রণ এবং তাহা প্রাথীর কাগজপত্রের সংগ্যে সামঞ্জসাপ্রণ নহে।

প্রাথণী তাহার প্রস্তাবিত সংশোধনের আবেদনপতের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লেখ করিরাছেন যে লাকী হোটেল ও রেন্ট্রেণ্ট এর তংকালীন মালিক ও পরিচালক মাঃ আঃ রশিদ (দ্বোল) এর বির্দেধ অত মামলাটি আনয়ন করেন। প্রাথণীর স্বীকারোক্তি মতে মাঃ আঃ রশিদ (দ্বোল) লাকী হোটেল ও রেন্ট্রেণ্ট এর মালিক। আমরা প্রেই দেখিয়াছি যে, মোঃ আঃ রশিদ (দ্বোল) এর মৃত্যুর পর আঃ কুন্দ্রেণ্ট এর যালিক হইয়াছেন। সেই মর্মে কোন কাগজপত প্রাথণী দাখিল করেন নাই।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ও সাক্ষ্যাদির আলোকে ইহাই প্রতীর্মান হয় যে, আঃ কুন্দ্র (মঞ্জু) লাকী হোটেল এন্ড রেন্ড্রেন্ট এর মালিক তাহা যথেন্ট সাক্ষ্যাদি দিয়া প্রমাণ করিতে প্রার্থনী বার্থ হইরাছেন এবং তাই প্রার্থনী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক মোঃ আঃ রশিদ (দ্বলাল) এর সহলে মোঃ আঃ কুন্দ্রস (মঞ্জু)র নাম প্রতিস্হাপন করিয়া মামলা চালাইয়া যাইবার অধিকারী নহেন। তাই তাহার আবেদন নামঞ্জুরযোগ্য।

যেহেতু অন্ত মামলার একমান প্রতিপক্ষ মোঃ আঃ রশিদ (দ্লোল) মারা গিয়াছেন, অন্ত মামলা আর রক্ষণীয় নহে এবং খারিজ হওয়া বাস্থনীয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে। অতএব,

### আদেশ হইল

(स) शार्थात आदमन माण्यका विठात विना थत्रुवा नामभ्यत रस। अर्थ मामना थातिक रस।

> সংখেদা কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী। ২৯-১০-৯৬

# শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপশ্হিতঃ স্থেদ্য কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

### অভিযোগ কেস নং ১৫/১৪

মোঃ আব্রল হোসেন, পিতা মহম্মদ আলী, শ্রমিক (পরিবেশনকারী), লাকী হোটেল ও রেণ্ট্রেণ্ট, শাপলা চম্বর, রংপরে শহর, রংপরে—দর্থান্তকারী (প্রাথনী)।

#### वनाम

মোঃ আবদ্রে রশিদ দ্লাল, মালিক, লাকী হোটেল ও রেণ্ট্রেণ্ট, শাপলা চত্তর, রংপ্রে টাউন, পোঃ + থানা ও জেলা রংপ্র—প্রতিপক্ষ।

- ১। জনাব সাইফ্র রহমান খান, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
- ২। জনাব কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী। আদেশ নং ২৬, তারিখ ২৯-১০-৯৬

অদ্য মামলাটি আরজি সংশোধনী দরখাসত শ্নোনী ও জাবেদা কাগজাদি দাখিলের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলীশ্বর মামলার হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষে সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধ্ররী ও প্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামর্ল হাসান শ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি বাদী পক্ষের দাখিলী আরজি সংশোধনী দরখাসত শ্নোনীর জন্য গ্রহণ করা হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীশ্বয়ের মৌখিক বন্তব্য শ্নো হইল। বাদী ও প্রতিপক্ষ ফিরিসিত করিয়া কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

উদ্ধ পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের বন্ধবা শ্রনিলাম। আবেদনপত্র ও নথি দেখিলাম।

প্রাথণী পক্ষ মূল আবেদন (আরজা) স্ংশোধনের প্রার্থনা করিয়া একখানি দরখানত দাখিল করায় অত শ্নানীর উদ্ভব হয়। প্রার্থণী পক্ষের মামলার সংক্ষিণত বিবরণ এই যে, তাহার চাকুরীতে প্রনর্বহালের জন্য লাকী হোটেল এণ্ড রেণ্ট্রেণ্ট এর তংকালীন মালিক ও পরিচালক মোঃ আঃ রশিদ দ্বলাল এর বিরুদ্ধে অত মামলা দায়ের করেন। পরবর্তণীকালে মোঃ আঃ রশিদ দ্বলাল মূত্যুবরণ করেন এবং তাহার দহলে তাহার ভাই মোঃ আঃ কুন্দ্র (মঞ্জু) মালিক হিসাবে নিজেকে আগ্রপ্রকাশ করিয়া হোটেলটি পরিচালনা করিতেছেন। সংশ্লিণ্ট হোটেলের লাইসেন্স ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপ্রাদি মোঃ আঃ কুন্দ্রস (মঞ্জু) এর নামে। তাই প্রার্থণিক্ষ মৃত আঃ রশিদ দ্বলালের দহলে মালিক হিসাবে মোঃ আঃ কুন্দ্রস (মঞ্জু) এর নাম প্রতিস্হাপিত করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন এবং অন্যান্য কিছু সংশোধন চাহিয়াছেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, সংশিল্প হোটেল এণ্ড রেপ্ট্রেণ্ট এর মালিক ছিলেন মাঃ আঃ রশিদ (দ্বলাল) এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাহার নামে। স্তরাং তাহার মৃত্যুতে অত্র মামলা আর চলিতে পারে না এবং প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক ম্ল আবেদন সংশোধনের আদেশ পাইতে হকদার নহেন।

উভয় পক্ষই কিছ্ব কাগজপত্র দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষে দাখিলী রংপরে পৌরসভার সেকেটারী কর্ত্ব ৭-১০-৯৫ তারিখের ইস্বাকৃত ২৫৬ নং লাইসেন্স (১৯৯৫-৯৬) এর কটোন্টাট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেণ্ট্রেন্ট এর প্রোপ্রাইটর মোঃ আঃ রশিদ (দ্বলাল্ব্র)। প্রতিপক্ষের দাখিলী রংপরে পৌরসভার পৌরকরের ১৬৪৯৭ নং বিলের স্কোল হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এর প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ (দ্বলাল্)। প্রাথী পক্ষের দাখিলী রংপরে পৌরসভার সেকেটারী কর্ত্ব ইস্বাকৃত ৩-৯-৯৬ তারিখের ২৮৭ নং লাইসেন্স (ছ্বিলকেট কপি) হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেণ্ট্রেন্টের প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ গং। অত্র ছ্বিলকেট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় না যে আঃ কুন্দ্রস (মঞ্জর্ব) অত্র লাকী হোটেল এন্ড রেণ্ট্রেন্টের সেরেন্টের আঃ রশিদ গং। অত্র ছ্বিলকেট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় না যে আঃ কুন্দ্রস (মঞ্জর্ব) অত্র লাকী হোটেল এন্ড রেণ্ট্রেন্টেটির অন্যতম মালিক। প্রতিপক্ষের দাখিলী রংপরে সদর উপজেলা ম্যাজিন্টেট আদালতের সি, আর, ১৬৯/৯০ নং মামলার আদেশের ফটোন্ট্যাট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় মোঃ আঃ রশিদ (দ্বলাল) ও অন্য একজনের বির্দ্ধে দোকান ও প্রতিশ্ঠান আইনের ৪, ৮ ও ৯ ধারামতে মামলা দায়ের করা হইলে আসামন্দ্রে দোক স্বীকার করিলে তাহাদের প্রত্যেকের ১০০ টাকা করিয়া জরিমানা হয়। এখানেও আঃ কুন্দ্রস (মঞ্জর্ব) এর নাম প্রকাশিত হয় নাই।

আমরা প্রেই দেখিরাছি প্রতিপক্ষের দাখিলা ২৫৬ নং লাইসেন্স এ উল্লেখ করা হইরাছে লাকা হোটেল এ'ড রেণ্ট্রেণ্ট এর প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ (দ্বলাল) এবং অনা কেহ লাকা হোটেল এ'ড রেণ্ট্রেণ্টের প্রোপ্রাইটর আছেন সেই মর্মে কোন উল্লেখ নাই। প্রাথারি দাখিলা কাগজে লাকা হোটেল ও রেণ্ট্রেণ্ট সংক্রান্ত দাখিলা কাগজপত্রে আঃ রশিদ (দ্বলাল) গং থাকিলেও আঃ কুশ্নুস (মঞ্জু) এর নাম প্রকাশিত হর নাই। তাহাছাড়া আঃ রশিদ (দ্বলাল)

এর মৃত্যুর পর আঃ কুন্দ্র (মঞ্জু) লাকী হোটেল এণ্ড রেণ্ট্রেণ্ট এর যে মালিক হইরাছেন বা তিনি যে প্রকৃত মালিক সেই মর্মে প্রাথী পক্ষে সংশ্লিষ্ট কৃত্পিক্ষ হইতে ইস্কুকৃত কোন সাটিফিকেট দাখিল করেন নাই। স্তরাং ইহা প্রতীয়মান হয় না যে আঃ কুন্দ্র (মঞ্জু) লাকী হোটেল এণ্ড রেণ্ট্রেণ্টের মালিক।

অত মামলা আবেদন হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এও রেণ্ট্রেওটি শাপলা চত্বর, রংপরে শহর এলাকার অবিহিত। প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৫৬ নং লাইসেন্স হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এও রেণ্ট্রেওট রংপরে শহরের শাপলা চত্বরে অবিহিত। কিন্তু প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৮৭ নং লাইসেন্স (ড্রেলিকেট কপি) হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এও রেণ্ট্রেরেণ্টর কপি) হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এও রেণ্ট্রেরেণ্টর স্বেরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাথীর মূল আবেদনে দেওয়া লাকী হোটেল এও রেণ্ট্রেরেণ্টের অবসহান ও ঠিকানা প্রতিপক্ষের দাখিলী লাইসেন্সের সংগে সামঞ্জসাপ্রণ এবং তাহা প্রাথীর কাগজপত্তের সংগে সামঞ্জসাপ্রণ নহে।

প্রাথণী তাহার প্রস্তাবিত সংশোধনের আবেদন পত্রের প্রথম ও দ্বিতার লাইনে উল্লেখ করিরাছেন যে লাকী হোটেল ও রেন্ট্রেন্টে এর তংকালান মালিক ও পরিচালক মোঃ আঃ রশিদ (দ্বলাল) এর বির্দেধ অত মামলাটি আনরন করেন। প্রাথণীর দ্বীকারোছি মতে মোঃ আঃ রশিদ (দ্বলাল) লাকী হোটেল ও রেন্ট্রেন্ট এর মালিক। আমরা প্রেই দেখিয়াছি যে, মোঃ আঃ রশিদ (দ্বলাল) এর মৃত্যুর পর আঃ কুন্স্স (মঞ্জু) যে উক্ত লাকী হোটেল ও রেন্ট্রেন্ট এর মালিক হইয়াছেন সেই মর্মে কোন কাগজপত্র প্রাথণী দাখিল করেন নাই।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ও সাক্ষাদির আলোকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে আঃ কুন্দ্রস (মঞ্জু) লাকী হোটেল এন্ড রেন্ট্রেন্ট এর মালিক তাহা যথেন্ট সাক্ষাদি দিয়া প্রমাণ করিতে প্রার্থী বার্থ হইরাছেন এবং তাই প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক মোঃ আঃ রশিদ (দ্বলাল) এর স্হলে মোঃ আঃ কুন্দ্রস (মঞ্জু)র নাম প্রতিস্হাপন করিয়া মামলা চালাইয়া যাইবার অধিকারী নহেন। তাই তাহার আবেদন নামঞ্জুর যোগা।

্বেহেতু অত মামলার একমাত প্রতিপক্ষ মোঃ আঃ রশিদ (দ্বাল) মারা গিরাছেন, অত মামলা আর রক্ষীয় নহে এবং খারিজ হওয়া বাঞ্নীয়।

বিজ্ঞ সদসাদের সহিত আলোচনা ও প্রাম্শ করা হইরাছে। অতএব,

আদেশ হইল যে, প্রাথণির আবেদন দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় নামঞ্জ্র হয়। মত মামলা খারিজ হয়।

> সংধেশ, কুমার বিশ্বাস ২৯-১০-৯৬ চেরারম্যান, শুম আদালত, রাজশাহী।

# শ্ৰম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপদিহত ঃ স্থেক্র কুমার বিশ্বাস ক্রেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

### व्यक्तियाश दक्त नः ১৬/১৪

মোঃ গোলাম মোদতফা, শ্রমিক (পরিবেশনকারী), লাকী হোটেল ও রেণ্ট্রেণ্ট, প্রয়মেঃ রংপরে জেলা হোটেল ও রেণ্ট্রেণ্ট শ্রমিক ইউনিয়ন, দেশ্বীল রোজ, রংপরে দরখাদতকারী।

#### वनाम

মোঃ আঃ রশিদ দ্লাল, মালিক, লাকী হোটেল ও রেন্ট্রেন্ট, শাপলা চত্তর, রংপরে শহর, রংপরে প্রতিপক্ষ।

- ১। জনাব সাইফুরে রহমান খান, দ্রখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
- ২। জনাব কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবাঁ। আদেশ নং ২৬, তারিখ ২৯-১০-৯৬

অদা মামলাটি আরজি সংশোধন দরখাসত শুনানী ও জাবেদা কাগজাদি দাখিলের জনা দিন ধার্ম আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলীশ্বর মামলার হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদা মালিক পক্ষের সদসা জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদসা জনাব কামর্ল হাসান প্রারা প্নঃ কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি আরজি সংশোধন শুনানীর জনা গ্রহণ করা হইল। বাদী ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের মৌখিক বন্ধবা শুনা হইল। বাদী পক্ষে বিজ্ঞা কৌশলী ফিরিস্তি করিয়া কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞা কৌশলী মামলায় কোন কাগজাদি দাখিল করেন নাই। সদসাগণের সহিত আলোচনা ও প্র্যালোচনা করা হইল।

উভয় পঞ্চের বিজ্ঞ কৌশলীদের বস্তব্য শ্রিনলাম। আবেদন পত্র ও নথি দেখিলাম।

প্রাথনী পক্ষ মূল আবেদন (আরজনী) সংশোধনের প্রার্থনা করিয়া একথানি দর্থামত দাখিল করায় অত শ্নানানর উভত বহা। প্রাথনী পক্ষের মামলার সংক্রিকত বিবরণ এই যে, তাহার চাকুরীতে প্নবহালের জনা লাকী হোটেল এণ্ড রেন্ট্রেণ্ট এর তংকালান মালিক ও পরিচালক মোঃ আঃ রশিদ দ্লাল এর বির্দেধ অত মামলা দায়ের করেন। পর্যতীকালে মোঃ আঃ রশিদ দ্লাল মৃত্যুবরণ করেন এবং তাহার স্হলে তাহার ভাই মোঃ আঃ কুন্দ্র (মঞ্জন্ন) মালিক হিসাবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করিয়া হোটেলটি পরিচালনা করিতেছেন। সংশিল্প হোটেলের লাইসেন্স ও অন্যানা প্রয়োজনীয় কাগজপ্রাদি মোঃ আঃ কুন্দ্র (মঞ্জন্ন) এর নামে। তাই প্রাথনী পক্ষ মৃত আঃ রশিদ দ্লালের স্হলে মালিক হিসাবে মোঃ আঃ কুন্দ্রস (মঞ্জন্ন) এর নাম প্রতিদ্যানিত করার প্রার্থনা করিয়াছেন এবং অন্যান্য কিছু সংশোধন চাহিয়াছেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, সংশ্লিষ্ট হোটেল এণ্ড রেষ্ট্রেণ্ট এর মালিক ছিলেন মাঃ আঃ রশিদ (দ্লোল) এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাহার নামে। স্বতরাং তাহার মৃত্যুতে অত্র মামলা আর চলিতে পারে না এবং প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক ম্ল আবেদন সংশোধনের আদেশ পাইতে হকদার নহেন।

উভর পক্ষই কিছ, কাগজপত্র দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষে দাখিলী রংপ্র পৌরসভার সেকেটারী কর্তৃক ৭-১০-৯৫ তারিখের ইস্কাক্ত ২৫৬ নং লাইসেন্স (১৯৯৫-৯৬) এর ফটোন্টাট কিপ হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেন্ট্রেন্ট এর প্রোপ্রাইটর মাঃ আঃ রশিদ (দ্লাল)। প্রতিপক্ষের দাখিলী রংপ্র পৌরসভার পৌরকরের ১৬৪৯৭ নং বিলের স্কোল হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এর প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ (দ্লাল)। প্রার্থী পক্ষের দাখিলী রংপ্র পৌরসভার সেকেটারী কর্তৃক ইস্কাক্ত ৩-৯-৯৬ তারিখের ২৮৭ নং লাইসেন্স (জ্পিলকেট কিপ) হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেন্ট্রেন্টের প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ গং। অত জ্পিলকেট কিপ হইতে প্রতীয়মান হয় না যে আঃ কুন্দ্রস (মঞ্জ্ব) অত লাকী হোটেল এন্ড রেন্ট্রেন্টের অন্যতম মালিক। প্রতিপক্ষের দাখিলী রংপ্র সদর উপজেলা ম্যাজিন্টেট আদালতের সি, আর, ১৬৯/৯০ নং মামলার আদেশের ফটোন্ট্যাট কিপ হইতে প্রতীয়মান হয় মোঃ আঃ রশিদ (দ্লাল) ও অন্য একজনের বির্বুদ্ধে দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের ৪, ৮ ও ৯ ধারামতে মামলা দারের করা হইলে আসামন্ট্রের্ দোষ স্বীকার করিলে তাহাদের প্রত্যেকর ১০০ টাকা করিয়া জরিমানা হয়। এখানেও আঃ কুন্দ্রস (মঞ্জু) এর নাম প্রকাশিত হয় নাই।

আমরা প্রেই দেখিরাছি প্রতিপক্ষের দাখিলা ২৫৬ নং লাইসেন্স এ উল্লেখ করা হইরাছে লাকী হোটেল এন্ড রেণ্ট্রেনেট এর প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ (দ্লোল) এবং অন্য কেই লাকী হোটেল এন্ড রেণ্ট্রেনেটের প্রোপ্রাইটর আছেন সেই মর্মো কোন উল্লেখ নাই। প্রাথারির দাখিলা কাগজে লাকী হোটেল ও রেণ্টরেন্ট সংক্রান্ত দাখিলা কাগজপতে আঃ রশিদ (দ্লোল) গং থাকিলেও আঃ কৃদ্দেস (মঞ্জঃ) এর নাম প্রকাশিত হয় নাই। তাহাছাড়া আঃ রশিদ (দ্লোল) মতার পর আঃ কৃদ্দেস (মঞ্জঃ) লাকী হোটেল এন্ড রেণ্ট্রেন্ট এর যে মালিক ইইরাছেন বা তিনি যে প্রকৃত মালিক সেই মর্মো প্রাথা পক্ষে সংশ্লিণ্ট কর্তপক্ষ হইতে ইস্যাকৃত কোন সাটিফিকেট দাখিল করেন নাই। সত্রাং ইহাতে ইহা প্রতীয়মান হয় না যে আঃ ক্র্দ্রেন্ট্র মালিক।

অত মামলার মূল আবেদন ইইতে প্রতীর্মান হয় লাকী হোটেল এপ্ড রেন্ট্রেপ্টিটি শাপলা চত্বর, রংপর শহর এলাকায় অবিস্থিত। প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৫৬ নং লাইসেন্স ইইতে প্রতীর্মান হয় লাকী হোটেল এপ্ড রেন্ট্রেপ্টর বংপরে শহরের শাপলা চত্বরে অবিস্থিত। কিন্তু প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৮৭ নং লাইসেন্স (ডিপ্লেকেট কপি) ইইতে প্রতীষ্মান হয় লাকী হোটেল এপ্ড রেন্ট্রেপ্ট নেট্শান রোড, রংপরে অবিস্থিত। সত্রাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাথীর মূল আবেদনে দেওয়া লাকী হোটেল এপ্ড রেন্ট্রেকেটের অবস্থান ও ঠিকানা প্রতিপক্ষের দাখিলী লাইসেন্সের সংগ্রে সামঞ্জসাপ্রণ এবং তাহা প্রাথীর কার্যজ্পত্রের সংগ্রে সামঞ্জসাপ্রণ নহে।

প্রাথী তাহার প্রস্তাবিত সংশোধনের আবেদন পরের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লেখ করিয়াছেন যে লাকী হোটেল ও রেন্ট্রেন্ট এর তংকালীন মালিক ও পরিচালক মাঃ আঃ রশিদ (দলোল) এর বির্দেখ অন মামলাটি আনম্বন করেন। প্রাথীর স্বীকারোভিমতে মোঃ আঃ রশিদ (দলোল) লাকী হোটেল ও রেন্ট্রেন্ট এর মালিক। আমরা প্রেন্ট দেখিয়াছি যে মোঃ আঃ রশিদ (দলোল) এর মতার পর আঃ কৃদ্দুস (মঞ্জা) যে উক্ত লাকী হোটেল ও রেন্ট্রেন্ট এর মালিক হইয়াছেন সেই মর্মে কোন কাগজপত্র প্রাথী দাখিল করেন নাই।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ও সাক্ষ্যাদির আলোকে ইহাই প্রতীরমান হয় যে আঃ কুন্দ্রস (মঞ্জু) লাকী হোটেল এন্ড রেণ্ট্রেন্ট এর মালিক তাহা যথেন্ট সাক্ষ্যাদি দিয়া প্রমাণ করিতে প্রার্থী বার্থ হইরাছেন এবং তাই প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক মোঃ আঃ রুন্দ্রস (মঞ্জু)র নাম প্রতিস্হাপন করিয়া মামলা চালাইয়া যাইবার অধিকারী নহেন। তাই তাহার আবেদন নামঞ্জুর যোগ্য।

্যেহেতু অত মামলার একমাত্র প্রতিপক্ষ মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) মারা গিয়াছেন, অত মামলা আর রক্ষণীয় নহে এবং খারিজ হওয়া বাঞ্নীয়।

বিজ্ঞ সদসাদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে। অতএব,

আদেশ হইল যে, প্রার্থীর আবেদন দোতরফা বিচারে বিনা খরচার নামপ্লবে হয়। অত মামলা খারিজ হয়।

> সংধেদ্য কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, ২৯-১০-৯৬ শ্রম আদালত, রাজশাহী।

# श्रम जागानठ, बाजगादी विखान, बाजगादी।

উপস্থিত ঃ স্থেদ্য কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

> আই, আর, ও, মামলা নং ৪১/৯৬ রেজিম্মার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষা

#### वनाम

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, পাট্যাম থানা রিক্সা ও ভানে শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০৩৩), দহগ্রাম রোড, পাট্যাম, লালমনিরহাট—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফ্রন্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি। আদেশ নং ৪, তারিখঃ ৪-১১-৯৬।

অদা মামলাটি একতরফা নির্পান্তর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষে নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে রেজিন্দ্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি আমলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজবুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য রফিক্লে ইসলাম দ্বালা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নির্পান্তর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বন্ধব্য শ্বনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক ম্বন্থিতর্ক শ্বনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সলের শিশুপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম শক্ষ রেজিন্দ্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিণত বিধরণ এই যে, ২য় শক্ষ পাটয়াম থানা রিকসা ও ভাান শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিন্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক ত্যাদেশের বিধানমতে রেজিন্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০০০) প্রদান করা হয়। পরবতীকালে ২য় শক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২২ বারা অনুযায়ী ১৮-১০-৯২ ইং তারিখে রেজিন্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবিধ কোন নির্বাচন তান্ত্রান করেন নাই বা ভাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯০ সনের আয়-বায়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম শক্ষ তাহার অফিসের ৪-৫-৯৫ ইং তারিখের ৯৩০ নং জ্যারক মালে ইউনিয়নের রেজিন্ট্রেশন বাতিলোর প্রবিশ্বনা বিরম্ভা তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম শক্ষ ২য় শক্ষের রেজিন্ট্রেশন বাতিলোর অনুমৃতির প্রার্থনা করিয়া অনু মামলা দায়ের করেন।

২র শক্ষ জচ মামলার প্রতিশ্বস্থিত। করিবার জন্য হাজির না হওয়ার মামলাটি একতরফাভারে নিশ্পতির জন্য সঙ্গা হইল।

১ল শক্তের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ পাটগ্রাম থানা রিক্সা ও ভ্যান প্রমিক ইউনিয়ন ১৮-১০-৯২ ইং তারিখে রেজিনের্মান লাভের পর হইতে আজ পর্যানত তাহাদের সংবিধানের ২২ নং ধারার বিধান অন্বালী ২ বংসারের অধিককাল কোন নির্যাচন অন্মুখ্যান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার জাঁফদের ৪-৫-৯৫ ইং তারিখের ৯৩০ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিচ্ছিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীর্মান হয় যে, ২য় পক্ষ তাহাদের সংবিধানের ২২ নং ধারামতে নির্বাচন না করার এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করার তাহাদের রেজিন্টেশন বাতিলের জন্য পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত মামলার ২র পক্ষ তাহাদের সংবিধান জন্সারে রেজিন্টেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিরাছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিরাছেন মর্মে কোন সাক্ষা প্রমাণ লইরা আলাকতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্ত দাখিল করেন নই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সতা বলিরা প্রতীর্মান হয়।

উপরের আন্দোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত মাম্লার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিম্পানেত উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্লের মাম্লা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তীহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামশ করা হইয়াছে। অতএব,

## আদেশ হইল

যে, অনু আই, আর, ও, মামলা একতর্ফা বিচারে বিনা খরচার মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২র পক্ষের পাটগ্রায় থান। রিকসা ও ভাান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিপ্টেশন (রেজি: নং রাজ-১০০০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

স্থেন্দ, কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, ৪-১১-৯৫ শ্রম আদালত, রাজশাহী।

# শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ স্থেশন্ কুমার বিশ্বাস চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

बादे, बात, ७, मामना नः ०४/১৬

রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী-১ম পক্ষ।

#### বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
'পলাশবাড়ী বণিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ-৬৪৫),
কালীবাড়ী রোড়, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফ্রন্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি। আদেশ নং ৪, তারিখ: ২-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিজ্পন্তির জন্য দিন ধার্ম আছে। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজাবার মাধামেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজ্বর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রিফকুল ইসলাম দ্লোল দ্বারা কোট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিজ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদা পক্ষের রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বন্ধবা শ্রনা হইল। বাদা পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় ফিরিস্তি করিয়া কাগজাদি দাখিল করেন। তাহা অন এড়মিশান প্রদর্শন-১ চিহ্নিত হইল। বাদা পক্ষ সাক্ষা দিবেন না বলিয়া মত বান্ধ করেন। বাদা পক্ষের মৌখিক ব্রন্ধিতর্ক শ্রনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিক্স সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিজ্মার অব শ্রেড ইউনিয়ন রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ, পলাশবাড়ী বণিক সমিতি তাহাদের রেজিজ্মেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিজ্মেশন (রেজিঃ নং রাজ-৬৪৫) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের সমিতির সংবিধানের ১০ নং ধারা অনুযায়ী ৩-১-৮৮ ইং তারিখে রেজিজ্মেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১য় পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের সমিতির ১৯৯৩ সনের আয়-ঝ্রেরে বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অভিসের

১৭-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮১৬ নং পূর মারফত সমিতির রেজিন্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিন্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অর মামলা দায়ের করেন।

২য় প্রক্ষ অন্ত মামলার প্রতিশ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা-ভাবে নিম্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২র পক্ষ পলাশবাড়ী বণিক সমিতি ৩-১-৮৮ ইং তারিথে রেজিপ্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যানত তাহাদের সংবিধানের ১০ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বংসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ১৭-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮১৬ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৯৩ ইং সনের বার্ষিক প্রত্যাপনি (এানেরাল রিটার্ন) দাখিল না করায় সমিতির রেজিজ্ফেশন বাতিলকরণের প্রে নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলার ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতব্য অনুষায়ী রেজিন্টেশন লাভের পর হইতে কোন নিবাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মো কোন সাক্ষা প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অন্ত মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিম্পান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইরাছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামশ করা হইয়াছে। অতএব,

## আদেশ হইল

যে, অত আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকৈ ২র পক্ষের পলাশবাড়ী বণিক সমিতির রেজিন্টেশন (রেজিঃ নং রাজ-৬৪৫) বাতিল করিবার অন্মতি দেওয়া গেল।

> স্থেল, কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

# শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপন্থিত : স্থেন, কুমার বিশ্বাস চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

> আই, আর, ও, মামলা নং ৪৮/৯৬ রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পকা।

#### वनाम

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, কণ্ডিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-৭২৪), রস্লপার স্লাইজগেট, ভবানীগঞ্জ, ফ্লবাড়ী, গাইবান্ধা ২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফ্-িদন আহমেদ—১ম পক্ষের প্রতিনিধি। আদেশ নং ৫, তারিখ ঃ ৩-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিম্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। রাদী পক্ষে রেজিন্দ্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলার হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজাবীর মাধামেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজন্ব রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রিফকুল ইসলাম দ্লাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিম্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্দ্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বন্ধবা শূনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষী প্রদান করিবেন না বলিয়া বান্ধ করেন। বাদী পক্ষে ফিরিস্তি করিয়া কাগজাদি দাখিল করেন। তাহা অন এডমিশান প্রদর্শন-১ চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক ফ্রিভতর্ক শূনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিণত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ কণ্ডিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজি-ভেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিন্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৭২৪) প্রদান করা হয়। পরবতীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ২০-১১-৮৮ ইং তারিখে রেজিন্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-বায়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিক্ট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৪-৫-৯৫ ইং তারিখের ৯২৯ নং স্মারকম্বলে

ইউনিয়নের রেজিন্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিম্কু তাহাতেও ২র পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিন্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া অনুমানলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত মামলায় প্রতিশ্বন্দ্রিতা করিবার জনা হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা-ভাবে নিম্পত্তির জনা গৃহীত হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ কণ্ডিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ২০-১১-৮৮ ইং তারিখে রেজিন্টেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যনত তাহাদের সংবিধানের ২০ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বংসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ ইং সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৪-৫-৯৫ ইং তারিথের ৯২৯ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিন্টার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ ইং সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিন্ট্রেশন বাতিলকরণের জন্য কারণ দর্শনো নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলার ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুষান্ধী রেজিম্মেন্সন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ ইং সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সভ্য বলিয়া প্রভীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অন্ত মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিম্থান্তে উপনীত হইলাম বে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদসাদের সহিত আলোচনা ও পরামশ করা হইয়াছে। অতএব,

## আদেশ হইল

र्यः अत आहे, आत. ७, मामला এक उत्रका विकास विमा अंत्रकास मक्षात इस ।

১ম পজকে ২য় পজের কণ্ডিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজি-ড্রেমিন (রেজিঃ নং রাজ-৭২৪) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

> স্থেন, কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী i

# প্রদ আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপপ্তিত ঃ স্থেপন্ কুমার বিশ্বাস, চেরারম্যান, প্রম আদালত, রাজশাহী।

खादे, जात, उ, भागणा नर-89/৯৬

রেজিন্মার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী -১য় পক।

#### বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, পাটগ্রাম উপজেলা কুলি মজদরে প্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-৯৫০), কলেজ রোড, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট ২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফ্লিন আহমেদ—১ম পক্ষের প্রতিনিধ। আদেশ নং ৪, তারিখ: ৩-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিম্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব টেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিয়া দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজরে রহমান ও প্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিক্স ইসলাম দলোল প্রারা কোট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিম্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব টেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বস্তুবা শ্রা হইল। বাদী পক্ষ ফিরিসিত করিয়া কাগজাদি দাখিল করেন তাহা অন এডিমিশান প্র-ই হিসাবে চিহিত করা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য প্রদান ক্রিবেন না বলিয়া মত বার করেন। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব টেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক ব্রত্তিক শ্রা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিরন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিণত বিষরণ এই যে, ২র পক্ষ পাটগ্রাম উপজেলা কুলি মজদরে প্রমিক ইউনিরন তাহাদের রেজিন্ট্রেশনের জনা প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিন্ট্রেশন (রেজি: মং রাজ-৯৫০) প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিরনের সংবিধানের ২৩ নং ধারান্যায়ী ১-১০-৯১ ইং তারিখে রেজিন্ট্রেশন লাভের পর ইইতে অদ্যাবিধ কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিরনের ১৯৯১ হইতে ৯৩ সনের আয়-বায়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১য়

পক্ষ তাঁহার অফিসের ২৩-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮৬৮ নং স্মারকম্লে ইউনিয়নের রেজিন্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়য় ১য় পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিন্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অচ মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত মামলায় প্রতিশ্বশিষতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিম্পত্তির জন্য গৃহণিত হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ পাটগ্রাম উপজেলা কুলি মঞ্চদ্রের শ্রমিক ইউনিয়ন ১-১০-৯১ ইং তারিখে রেজিন্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বংসরের অধিককাল কোন নির্বাচন করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

৯ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২৩-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮৬৮ নং প্যারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্গ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় য়ে, রেজিটার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিপ্টেশন বাতিলকরণের জনা কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিন্টেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯০ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষা প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অন্ন মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিম্পান্তে উপনীত হইলাম বে, ১ম পুলের মামলা প্রমাণিত হইলাছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে। অভএব

## আদেশ হইল

্যে, অনু আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২র পক্ষের পাটগ্রাম উপজেলা কুলি মজদার প্রমিক ইউনিয়নের রেজিপ্টেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৫০) বাতিল করিবার অন্মতি দেওয়া গেল।

স্ধেন্দ্র ক্ষার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

## শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপ্তিত ঃ স্থেন্দ্ কুমার বিশ্বাস, চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজ্পাহী।

यारे, यात्र, ७, भाभना न१-७१/১৬

রেজিদ্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী-১ম পক্ষ।

#### বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সারিয়াকান্দি ফেরী ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-৮২৩), সারিয়াকান্দি ফেরীঘাট, বগ্রুড়া—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফ্রন্দিন আহমেদ—১ম পক্ষের প্রতিনিধি। আদেশ নং ৫. তারিখঃ ২৬-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিজপত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় 'হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধামও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধরী ও শ্রামক পক্ষের সদস্য জনাব কামর্ল হাস্থন ন্বারা কোট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শ্রানারীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষের রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বন্তব্য শ্রা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত বাজ করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ প্র-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক ব্রিজতর্ক শ্রা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিন্দ্রার অব টেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপত বিবরণ এই যে, ২র পক্ষ সারিয়াকালি ফেরীঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিন্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিন্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮২৩) প্রদান করা হয়। পরবতীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধার্নের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ২১-১১-৮৯ ইং তারিখে রেজিন্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবিধ কোন নির্বাচন অনুষ্ঠোন করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৮৯ ইইতে ১৯৯৩ সনের আয়-বায়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই

১ম পক্ষ, তাঁহার অফিসের ৯-৫-৯৫ ইং তারিখের ৯৫৪ নং পত মারফত ইউনিয়নের রেজিভৌশন বাতিলের পরে নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিভৌশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া তাঁতু মামলা দায়ের করেন।

ইয় প্রক অর মামলার প্রতিব্যশ্বিত। করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিশ্ববিদ্যা জন্য লওয়া ইইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বংলন যে, ২য় পক্ষ সারিয়াকান্দি ফেরাছিটে কুলি প্রামিক ইউনিয়ন ইং ২১-১১-৮৯ তারিখে রেজিন্টেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুষায়ী ২ বংসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ম দাখিল করেন নাই।

১ম শক্ষ তাইার জফিলের ৯-৫-৯৫ ইং তারিখের ৯৫৪ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হর। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিল্টার্ড সংবিধানের ২০ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন এবং ১৯৮৯ হইতে ১৯৯০ সনের বাহিকি রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিন্টেশন বাতিলক্ষণের পার্ব নোটিশ জারী করা হয়।

জত মামলার ২র পক্ষ তাহাদের গঠনতথ্য অন্যারী রেজিভেইখন লাভের পর হইতে কোন নিবাচন করিয়াছেন এবং ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মধ্যে কোন সাক্ষা প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম প্রেক্তর অভিযোগ সতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের জালোচনার প্রতি সংমান রাখিয়া এবং অন্ত মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিন্ধান্তে উপনতি বইলাম বে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইরাছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে ইকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামশ করা হইয়াছে। অতএব,

## আদেশ হইল

থে, অরু আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জরে হয়।

৯ম পক্ষকে ২র পক্ষের সারিয়াকান্দি কেরীঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিন্টেশন (রেজিঃ লং রাজ-৮২৩) বাতিল করিবার অন্মতি দেওয়া গেল।

> 'স্থেক ক্ষার বিশ্বাস চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

### শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপদ্হিত : স্থেদ্য, কুমার বিশ্বাস চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

आहे, आत. ७, शामना नर ७०/১৬

রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী-১য় পক্ষ।

#### वसाम

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সাহেবগঞ্জ ইক্ষুখামার প্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-৮২৭), সাহেবগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফ, শিদন আহমেদ—১ম পক্ষের প্রতিনিধি। আদেশ নং ৫, তারিখঃ ২৫-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্ম আছে। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্যও প্রতিপক্ষে মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনার আঃ লতিফ খান চৌধ্রী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনার আঃ সান্তার তারা লারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শ্নানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বন্তব্য শ্না হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক ঘ্রন্তিতর্ক শ্নুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিণত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ সাহেবগঞ্জ ইক্ষ্থামার শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিন্ট্রেশনের জন্য প্রার্থানা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিন্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮২৭) প্রদান করা হয়। পরবতীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারা অন্যায়ী ৭-১২-৮৯ ইং তারিখে রেজিন্ট্রেশন লাভের পর হইতে অধ্যাবধি কোন নির্বাচন অন্থান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম

পক্ষ তাহার অফিসের ২৩-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮৪৩ নং স্মারক্মালে ইউনিয়নের রেজিম্মেশন বাতিবের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিম্মেশন বাতিবের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অনু মামলা দায়ের করেন।

২য় প্রফ অর মামলার প্রতিশ্বন্দিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিংপত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ সাহেবগঞ্জ ইক্ষ্মামার শ্রমিক ইউনিয়ন ৭-১২-৮৯
ইং তারিখে রেজিপ্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২০ নং ধারার
বিধান অনুযায়ী ২ বংসারের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে
জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯০ সানের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২৩-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮৪০ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিন্টার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিন্টোশন বাতিলকরণের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত অনুযায়ী রেজিন্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্ত দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সতা, বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অন্ত মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিম্পান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে ইক্দার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও প্রামশ করা হইয়াছে। অতএব,

## আদেশ হইল

যে, অত আই, আর. ও, মামলা একতর্ফা বিচারে বিনা খরচার মঞ্জর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের সাহেবগঞ্জ ইক্ষ্মামার শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিপ্টেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮২৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

> সংধেদং কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

# শ্रम आमानकं, बाक्रभादी विकाश, बाक्रभादी।

উপাদ্ধত ঃ স্থেদ্দু কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

वादे, वातः ७, मामला नः ७১/৯७

রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

#### वनाम

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাঈলা মাতিকাটা শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-১০৪১), বাঈলা, উল্লোপাড়া, সিরাজগঞ্জ—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফ্রন্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি। আদেশ নং ৫, তারিখ ঃ ২৫-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা শ্নোনীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলার হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ অদ্য নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধ্রনী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সান্তার তারা শ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শ্নোনীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বজবা শ্না হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিকভাবে বলেন অগ্রমানায় কোন সাক্ষ্য প্রদান করিবেন না। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক ব্যক্তিকর্ণন্না হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ বাঈলা মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিন্ট্রেশনের জনা প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিন্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৪১) প্রদান করা হয়। পরবতীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ ধারা অন্যায়ী ৪-১১-৯২ ইং তারিখে রেজিন্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবিধ কোন নির্বাচন অন্তান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ সনের আয়-বায়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাহার অফিসের

২২-৩-৯৫ ইং তারিথের ৪২২ নং স্মারকম্লে ইউনিয়নের রেজিন্টেশন বাতিলের পর্ব নোটিশ জারী করেন। কিল্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিন্টেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত মামলা দায়ের করেন।

২র পক্ষ অত্র মামলার প্রতিশ্বন্দিতা করিবার জনা হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা-ভাবে নিপ্পত্তির জনা লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ বাঈলা মাটিকাটা প্রমিক ইউনিয়ন ৪-১১-৯২ ইং তারিখে রেজিন্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২০ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বংসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১য় পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাহার অফিসের ২২-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪২২ নং প্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিন্টার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিন্টেশন বাতিলকরণের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলার ২র পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত অনুযারী রেজিন্টেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মুর্মেকোন সাক্ষা প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সভা বলিয়া প্রভীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অন্ত মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিম্পান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইরাছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদসাদের সহিত আলোচনা ও প্রামশ করা হইয়াছে। অতএব,

## আদেশ হইল

যে, অত আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচার মঞ্জার হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের বাঈলা মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিপ্টেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৪১) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

न्द्रथनम् क्रमात विश्वान

চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজধাহী।

# শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ, সংধেন্দ, কুমার বিশ্বাস চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যথণ : ১। জনাব খলকার আব্ল হোদেন—মালিক পক্ষ।
২। জনাব আঃ সাস্তার তারা—শ্রমিক পক্ষ।

### मश्गनवात. ७३ नत्कम्बत ১৯৯७

# खाहे, खान, ७, भामना नः 60/58

- ১। মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রাক্তন প্রেজি বিতরণকারী, রংপ্রে চিনিকল, মিল গোট কেল, গ্রাম গজারিয়া, থানা সাঘাটা, ছেলা গাইবালা।
- ২। মোঃ সাইদরে রহমান, প্রাক্তন প্রেজি বিতরণকারী, রংপ্রে চিনিকল, রতনশ্রে সেণ্টার, গ্রাম জীবনপ্রে, থানা গোবিদদগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- া মোঃ শামস্ল হক, প্রাছন প্রেজি বিতরণকারী, রংপ্র চিনিকল, মিল শেট সেণ্টার, গ্রাম শ্রীপতিপরে, থানা গোবিফাগঞ্জ, জেলা গাইবাফা।
- ৪। মোঃ আবদ্ধে সামাদ, প্রাক্তন প্রেজি বিতরণকারী, রংপ্রে চিনিকল, বামনভাংগা সেণ্টার, গ্রাম শালমারা, থানা গোবিনদগঞ্জ, জেলা গাইবাধ্যা।
- ৫। মোঃ ইউন্ছ আলী, প্রাক্তন প্রেজি বিতরণকারী, রংপ্রে তিনিকল, স্লান চকি সেণ্টার, গ্রাম শালমারা, থানা গোবিনদগঞ্জ, জেলা গাইবাধা।
- ৬। মোঃ আবদ্ধে হামিদ, প্রাক্তন পরেজি বিতরণকারী, রংপরে চিনিকল, বামন্ডাংগা সেন্টার, গ্রাম উলিপরে, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ৭। মোঃ আনিস্র রহমান, প্রান্তন প্রেভি বিতরণকারী, রংপ্রে চিনিকল, কামারপাড়া সেন্টার, গ্রাম উলিপ্রে, থানা গোবিদ্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ৬। মোঃ আবলে হোসেন, প্রাক্তন প্রেজি বিতরণকারী, রংপরে চিনিকল, রায়পুর সেপ্টার, গ্রাম ফ্লিয়া, থানা শাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা।
- ৯। মোঃ রেজাউল করিম, প্রাক্তন প্রেজি বিতরণকারী, রংপ্রে চিনিকল, পানতাপাড়া সেন্টার, গ্রাম সতিতলা, থানা শাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা।
- ১০। মোঃ রেজাউল হক, প্রাক্তন প্রেজি বিতরণকারী, রংপ্রে চিনিকল, চাদপাঙ্গ সেন্টার, গ্রাম জগনাথপরে, থানা গোবিনদগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা প্রাথীগণ।

#### वनाभ

- ১। মহা-বাবস্হাপক, রংপরে চিনিকল (মহিমাগঞ্জ সংগার মিলস), পোই মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- হ। মানেজার (ক্ষি), রংপ্র চিনিকল, গোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

- ৩। ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপরে চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ৪। ম্যানেজার (অথ), রংপরে চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা-প্রতিপক্ষগণ।
- ১। জনাব এ, এস, এম, মোহাম্মদ আলী, প্রাথী পক্ষের আইনজীবী।
- २। जनाव ७, ८०, ७म, शांकज्ञ त्रश्मान, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

#### वास

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার মামলা।

প্রাথীগণের মামলার সংক্ষিত বিবরণ এই যে, তাহারা ১৯৮৯-৯০ সলে ৩ নং প্রতিপক্ষ ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপার চিনিকলের ১০-১২-৮৯ ইং তারিখের বিজ্ঞাপিত মোতাবেক প্রতিপক্ষণণের প্রশাসনিক আওতাধানে প্রেজি বিভরণকারী হিসাবে নিয়োগপ্রাণত হন এবং প্রতি বংসর ইক্ষ্য মাডাই মৌস,মে উল্লেখিত পদে মিল চলাকালীন পর্যাত অধিষ্ঠিত থাকিয়া দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। প্রতি বংসরের নাায় ৯-১১-৯১ ইং তারিখ হইতে ইক্ষ্ মাড়াই মোস্ম শ্রু হইয়াছে মর্মে প্রাথীগণ জানিতে পারেন। কিল্ত পূর্ব বংসরের ন্যায় নিদিল্টি সময় অতিবাহিত হইবার পরেও প্রাথীদেরকে নিয়োগ পত্র না দেওয়ায় তাহারা যৌথ-ভাবে তাহাদেরকে নিয়োগের জন্য ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি মৌখিকভাবে আশ্বাস দেন যে সময় হইলেই স্বাইকে লওয়া হইবে। কিল্ড নিদিছি দিন ও সময় অতিবাহিত হইবার পরেও উক্ত মর্মো কোন আদেশ না পাইয়া প্রাথশিগণ ২, ৩ ও ৪ নং প্রতিপক্ষগণের নিকট একট ধরণের আবেদন করিয়াও কোন ফল হয় নাই এবং প্রতিপক্ষগণ প্রাথীগণকে জানান যে উর্ধাতন কর্তপক্ষ ২২-১০-৯২ ইং তারিখে এক জারীকৃত সার্কুলার মতে প্রতিপক্ষণদকে লোকবল ক্মানোর নির্দেশ দিরাছেন এবং প্রার্থীগণকে পারের ন্যায় নিরোগ করা যাইবে কি না তাহা বিবেচনা করা হইডেছে। প্রাথীগণ বিষয়টি মিলের ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করেন। কিন্তু কর্তপিক্ষ নীরব থাকেন এবং সকল ইক্ষ্ ক্রয় ও সরবরাহ क्लिन श्रतिवर हाला, ताथा इटेसाएए। शाधीनारमत भर्या ७ जन भ्रतिसाम्या धवर हाहारमत কাহাকেও নিয়োগ করা হয় নাই। প্রার্থীগণ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯৩ সন পর্যন্ত প্রতি ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ পাইয়া আসিতেছিলেন। ১৯৯২ সালে সার্কুলারে নতেন লোক নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করা হইয়াছে যাহা প্রার্থীগণের উপর প্রয়োজা নহে. যেহেত তাহারা ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনেও কর্মারত ছিলেন। উন্ত নিয়েধাজন উপেক্ষা করিয়া মিল কর্তপিক এ জন নাতন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকে ইক্ষ্ বিভাগে পোণ্টিং দিয়াছেন। তাহারা সকলেই উক্ত মিলের মহা-বাবস্হাপকের আত্মীয় এবং ১ জন তাহার আপন ভাগেনর হইতেছেন। চলতি মৌস,মে প্রার্থীগণকে নিয়োগ না করাষ প্রতিপক্ষগণের নিকট আপীল আবেদ্ধ করিয়া কোন ফল হয় নাই। ইক্ষ্কু কয় কেন্দুগালিতে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিত লোক নিয়োগ কবিয়া কাজ চালানো হইতেছে। প্রাথশীগণ ১১ই নভেম্বর মিল চালা হয় ও ইক্ষা ক্ষেব ১ মাস পার্ব হইতে এবং মিল চাল, হইবার ২৪ দিন পর পর্যাত প্রতিপক্ষাণের সহিতে বাববার সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের নিয়োগের প্রার্থনা জানাইলে ১ নং প্রতিপক্ষ তাহাদেরকৈ সরস্বির জানাইয়া দেন যে প্রার্থীদেবকে নিয়োগ করা হইবে না। তাই প্রার্থীগণ তাইাদেবকৈ চাকরীতে এবং সর্পদে সকল ব্যক্ষা বেতন ও অন্যান্য স্বিধাসহ পান্বহালের জনা প্রতিপক্ষ্যাণের বিরুদ্ধে নিদেশিয়ালক আদেশের প্রার্থনা করিয়া অর মামলা দায়ের করেন।

১—৪ নং প্রতিপক্ষণণ প্রাথীগণের মামলার সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া যৌথভাবে একথানি লিখিত বর্ণনা ও অতিরিক্ত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত মামলার প্রতিশ্বন্দিতা করেন। তাহারা উল্লেখ করেন যে, প্রাথীগণের অত মামলা অতাকারে রক্ষণীয় নহে, প্রাথীগণের মামলা করিবার কোন করেন নাই, প্রাথীগণ আদৌ কোন প্রমিক নহেন এবং অত মামলা পক্ষাভাব দেয়ে দুষ্টে।

প্রতিপক্ষগণের মামলার সংক্ষিণত বিবরণ এই যে, প্রতিপক্ষগণ রংপরে চিনিকলের কর্মকর্তা-वाम अवर तरभात किनिकन वारनाएमा किनि ७ थामा मिन्न कर्प्यातमानत अकि देखेनिके। প্রতিপক্ষণণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশনের অনুমোদিত সেট্আপ অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক পদে অস্থারী/স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করিয়া থাকেন। প্রাথীগণ কথনই প্রতিপক্ষের চিনিকলে অস্থায়ী/স্থায়ী/মাণ্টার রোলে প্রমিক হিসাবে কাজ করেন নাই বা তাহারা आर्मी कान समिक नरहन। भिर्तन भाषाई भोगाम भारत हरेरल जराती कारजत हार्रण जन्हासी ও স্হায়ী শ্রমিকদের স্বারা কাজ সমাধান না হইলে ভর্তকী এড়ানোর লক্ষ্যে এবং সার্বিক স্বার্থে কিছা কিছা লোককে দিন হাজিরার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয় এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে 'কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে কাজ করিয়া থাকেন। মৌসামের কাজ শেষ হইলে তাহাদেরও কাজ শেষ হইয়া যায়। প্রার্থীগণকে দিন হাজিরার ভিত্তিতে মৌসমে চলাকালীন সময়ে নিয়োগ করা হয় এবং মৌসান শেষে তাহারা আপনা-আপনি বাদ পড়িয়া যায়। ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসামে छेख्द्राभ कारकत कमा काम काम कारकत असाकन मा र अप्राप्त जाराएमद्राक निरामाण कता रस मारे। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশনের ২২-১০-৯২ ইং তারিখের বি. এস. আই. সি/ বিডি/ডিএন/০০/(২৬)/০৪০ নং স্মারকবলে লোকবল ক্মানো হয় এবং সেই স্মারক মোতাবেক প্রাথ গণকে নিয়োগ করা হয় নাই। অতঃপর গণপ্রজাতনতী বাংলাদেশ সরকারের শিংপ মন্ত্রণালয়ের ২৯-১১-৯২ ইং তারিখের শিম/সিনী-১/কমিটি-১৮/৯২/২১৪ নং স্মার্কের বরাতে প্রতিপক্ষের কর্মচারী/প্রমিক নিয়োগের ক্ষমতা রহিত করিবার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং তাই প্রাথ ীদেরও কোন নিয়োগ প্রদান করা হয় নাই। তাহাছাড়া বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিলপ কপোরেশনের ২০-১০-৯৩ ইং তারিখের ইআর/এমএফ/বাচিশ্রফে-১২/অংশ/২৫৫ নং সারের দক্তর আদেশ মোতাবেক বি এস এফ আই সি কর্তৃপক্ষের সহিত বাংলাদেশ চিনিকল শ্রমিক ফেডারেশনের গত ১৪-৯-৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত দিবপাক্ষিক আলোচনার সিম্পান্ত অন্যারী গত ২৮-৬-৯৩ ইং তারিখে ফেডারেশনের পেশক্ত দাবীসমূহ পুনঃ পর্যালোচনার জন্য কপোরেশন কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ও ফেড়ারেশন প্রতিনিধিদের সংপারিশ কপোরেশন বোর্ড দাববিধয়ারী গ্রহণীয় সিন্ধান্ত বাস্তবায়নের জনা সকল মিলসমূহে উত্ত পত্র প্রেরণ করেন। বর্তমানে সকল নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রকার নিয়োগ বন্ধ রহিয়াছে। ভবিষাতে লোকবল কমানোর উদ্দেশ্যে প্নবিন্যাস/সংশোধিত সেটআপের আলোকে ক্যাজ্যাল চাকুর রি স্যোগ নাই এবং কোন শ্নো পদ প্রণেরও স্যোগ নাই। এই প্রতিপক্ষণণ শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশনের নির্দেশে প্রাথীগণসহ অন্যান্য স্বল নৈমিত্তিক/ক্যাজ্যোল ও দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ২-৩-৯৩ ইং তারিখ হইতে বন্ধ রাখিয়াছেন। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশনের ২৩-১০-৯৪ ইং তারিখের এডিএম/ এমএফ/১৬/৭২/২৪৫৬ নং স্মারকের মাধামে সংশোধিত সেটআপ অনুযায়ী রংপার সংগার

শিলস লিমিটেডের অতিরিক্ত জনবল রংপরে সর্গার মিলস লিঃ এর অতিরিক্ত জনবলসমূহ বিভিন্ন বিভাগের শান্য পদের বিপরীতে সমন্বরের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ২১-৬-৯৫ ইং তারিখের এডিএম/এসএফ/১০/৭৬/১৫৭১ নং দেতরাদেশের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মিলে সংশোধিত সেটআপ প্রেরণ করা হয়। সেই অনুযায়ী প্রের অনুযোদিত জনবল ১৭৪২ হইতে ১০৯৮ করা হয়য়াছে। স্তরাং জনবল কমাইয়া ন্তন সেটআপের অনুক্লে সমন্বর করিতে হইবে বিলিয়া ন্তন করিয়া জনবল ব্যথির ক্ষমতা প্রতিপক্ষের নাই। প্রাথিগিণ তাহাদের প্রাথিনা মোতাবেক কোন প্রিকার পাইতে হকদার নহেন। স্তরাং অর মামলা খরচাসহ নামঞ্র হইবে।

### काटनाहर विवस

১। প্রাথশীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক চাকুরীতে ও স্ব-পদে সকল বক্ষেয়া বেতন ও জন্মান্য স্বিধাসহ প্নবহালের জন্য প্রতিপক্ষণণের বিরুদ্ধে নির্দেশক আদেশ পাইতে হকদার কি:

### बारणाहमा ও সিম্ধাস্ত

সত মামলার শ্নানীকালে কোন পক্ষই কোন সাক্ষী প্রীক্ষা করেন নাই। প্রার্থী পক্ষে কিছু কাগজপত দাখিল করা হয় যাহা প্রদর্শন-১, ২-২(ঞ), ৩-৩(র) ও ৪-৪(ক) হিসাবে চিহ্নিত করা ও সাক্ষো গ্রহণ করা হয়। অপরপক্ষে, প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজপত প্রদর্শন-ক, খ, গ, ছ, ৬, ৮ ও হিসাবে চিহ্নিত করা ও সাক্ষো গ্রহণ করা হয়।

প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় বে, ১ নং প্রতিপক্ষ ইং ১০-১২-৮৯ তারিখে রংপরে সর্গার মিলে সন্পূর্ণ অস্হায়ী ভিন্তিতে দৈনিক হাজিরায় কিছ, করণিক ও পরেজি লেখক/লেখিকা এবং পরেজি বিতরগকারী পদের জন্য লোক নিয়োগ করা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাতি দিয়াছেন। প্রদর্শন-২-২(ছ) হইল নিয়োগ গত। প্রদর্শন-২-২(চ) হইতে প্রতীয়মান হয় য়ে, ১ নং প্রতিপক্ষ ১, ২, ৩, ৬, ৭ ও ১০ নং প্রার্থণীগণকে ১৯৮৯-৯০ মৌসুয়ে ইক্ষু কেন্দ্রে কাজে যোগদানের তারিখ হইতে কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত দৈনিক ২৮ টাকা বেতনে নিয়োগ করেন। প্রদর্শন-২(ছ) হইতে প্রতীয়মান হয় ১ নং প্রতিপক্ষ ৪ নং প্রার্থাকৈ ১৯৯০-৯১ মাড়াই মৌস্ময়ে সন্পূর্ণ নিমিন্তিক ভিত্তিতে দৈনিক ২৮ টাকা বেতনে ৬০ দিনের জন্য নিয়োগদান করেন। প্রার্থাণিগ জন্য কোন প্রার্থানি নিয়োগ সংক্রান্ত কোন কাগজ দাখিল করেন নাই। প্রদর্শন-২(জ) হইতে ও(ঝ) হইতে প্রতীয়মান হয় ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থাণিগসহ অন্যান্য কিছে, লোককে ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ মাড়াই মৌস্মমে দৈনিক মজরেনীর ভিত্তিতে ৬০ দিনের জন্য কাজ না বেতন নাই ভিত্তিতে নিয়োগদান করেন। প্রার্থাণী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র এবং প্রার্থণী পক্ষের স্বীকৃত মতে প্রার্থণিগ ৪ বংসর মাড়াই মৌস্মমে প্রতিপক্ষের অধীনে দৈনিক মজরেনীর ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাণত হইয়া তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

প্রাথশিগণের বর্ণনা মতে প্রতিপক্ষগণ প্রাথশিগণ ও আরও কিছ্, প্রের্ণ নিয়োগপ্রাণ্ড ব্যক্তিকে ১৯৯৩-৯৪ আখ মাড়াই মৌস্মে নিয়োগদান না করার তাহারা প্রতিপক্ষের নিকট নিয়োগের জন্য আবেদন করেন এবং প্রতিপক্ষগণ তাহাদেরকে নিয়োগদান করিতে পারিবেন না মর্মে প্রকাশ করায় তাহার। অই মামলা দারের করেন। অপর পক্ষে, প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ এই যে, তাহারা উর্ধাতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক প্রাথীগণসহ অন্যান্যদেরকে ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌস্মেম নিয়োগ প্রদান করেন নাই। প্রতিপক্ষের আরও বস্তুবা এই যে, প্রতিপক্ষ্পণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিশ্প কর্পোরেশন ও শিশ্প মন্ত্রণালরের নির্দেশক্ষমে লোকবল ক্মাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অনুমোদিত সেটআপের ১৭৪২ হইতে ১০৯৮ করিয়াছেন। স্তরাং, প্রাথীগণের প্রার্থনা মোতাবেক তাহারা কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

প্রদেশনি-ক হইল বাংলাদেশ চিনি ও খানা শিংপ কপোরেশনের ২২-১০-৯২ তারিখের ন তরাদেশ। উক্ত দ তরাদেশ (প্রদর্শন-ক) হইতে প্রতারিমান হর যে, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিলপ কপোরেশন লোকবলের কেতে স্হায়ী/মৌস্মী/নৈমিত্তিক পদে নৃত্ন নিয়োগ বন্ধ থাকিবে, বায় সংকোচনের লক্ষো অপ্রয়োজনীয় পদোহ্বতি বন্ধ থাকিবে এবং কৃষি খামারসম্হে দৈনিক ভিত্তিতে প্রমিক নিয়োগ ন্নেতম ২০% হারে হ্রাস করিতে হইবে এবং স্কুষ্ঠ তদারকীর মাধামে তাহাদের কাজ নিশ্চিত করিয়া উৎপাদনের লক্ষামাতা অর্জন করিতে হইবে মর্মে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রাথশিল ও প্রতিপক্ষগণের মামলার বর্ণনা অনুসারে এবং প্রাথশী পক্ষের দাখিলী কাগজপত হইতে ইহা স্ফণ্টভাবে প্রমাণিত হইরাছে প্রার্থীগণকে ১ নং প্রতিপক্ষ মাড়াই মৌস্মে দৈনিক মজ্বার ভিত্তিতে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগ প্রদান করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ১ নং প্রতিপক্ষ প্রাথশীগণকে নিদিশ্ট সময়সীমা অর্থাৎ ৬০ দিনের জনা দৈনিক মজ্রীর ভিত্তিতে নিয়োগ দান করেন। স্তরাং আমরা এই সিম্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, প্রাথ ীগণের কেহই স্থায়ী অস্থায়ী কর্মচারী নহেন এবং তাহারা কেহই মাসিক বেতনের ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাণ্ড হ্ন নাই এবং তাহারা দৈনিক মঞ্রীর ভিত্তিতে মৌসামী শ্রমিক হিসাবে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রেরি আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদা কপোরেশনের নির্দেশ গোতাবেক দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ২০% হারে হাস করিয়াছেন, যাহার ফলে প্রাথণিগণ্সহ অন্যানারাও ১৯৯৩-৯৪ সালের মাড়াই মৌস্মে নিয়োগপ্রাণত হইতে বণিত হইয়াছেন। স্তরাং আমাদের উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমরা এই অভিমত পোষণ করিতে পারি য়ে প্রতিপক্ষপণ উর্ধাতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং সেই মোতাবেক প্রাথণিগণসহ অন্যান্য কিছ্ লোককে নিয়োগ দান করিতে পারেন নাই। স্তরাং প্রাথ গৈণ তাহাদের অভিযোগ মতে পরে মৌসংমে নিয়োগ না পাওয়ায় প্রতিপক্ষগণের কাষ্যবিলীকে অবৈধ বলা যায় না।

প্রাথিণিণ তাহাদের মূল আবেদন-পত্রের ৫ (ক) অন্তেছদে উল্লেখ করেন যে তাহারা গত ৫ বংসর হইতে ইক্ষ্মাড়াই মৌস্মে নির্মাতভাবে চাকুরী করার ফলে তাহাদের হঠাং করিয়া কর্মচ্নতি চলতি বিধানমতে অন্যায় ৫ বেআইনী হইতেছে। প্রাথিণিণের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রার্থণিণণের আর চাকুরীর বয়স সীমা নাই, যাহার ফলে তাহারা যে কোন স্হার্মী চাকুরী পাওয়ার যোগাতা হারাইয়াছেন এবং তিনি তাহাদেরকে তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান করিবার প্রার্থনা করেন। আমরা- প্রেই দেখিয়াছি যে, প্রার্থণিণণেক রংপরে স্মুগার মিলের কর্তৃপক্ষ ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ আর্থ মাড়াই মৌস্মে (৪ বছর) দৈনিক মজ্বারীর ভিত্তিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। অত মামলার শ্নানীকালে উভর পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বন্ধবা হইতে ইহা জানা গিয়াছে যে, প্রতি বংসর অক্টোবর এর শেষ/নভেন্বরের প্রথম হইতে আর্থ মাড়াই মৌস্ম শ্রু হয় এবং তাহা পরবতাী বংসরের মার্চ এপ্রিল মানে মৌস্ম শেষ হয়। স্তরাং এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে প্রার্থণিণ যাহারা ইক্ষ্মাড়াই মৌস্মে নিয়োগপত পাইয়াছিলেন তাহারা দৈনিক মজ্বার ভিত্তিতে অভি অলপ সমরের জনা নিয়োগ পাইয়াছিলেন এবং তাহাদের নিয়োগ সহায়ী/কাজ্বাল ছিল না। তাহাদের নিয়োগ সম্পূর্ণ দৈনিক মজ্বার ভিত্তিতে ছিল। স্তেরাং প্রার্থীগণ যে কোন সময় তাহাদের কাজ বন্ধ করিয়া তাহাদের স্মৃবিধামত স্হায়ী নিয়োগপত পাইবার চেন্টা করিতে তাহাদের কাজ বন্ধ করিয়া তাহাদের স্মৃবিধামত স্হায়ী নিয়োগপত পাইবার চেন্টা করিতে

পারিতেন। মৌসনুমী শ্রমিক হিসাবে তাহারা দৈনিক মজনুরীর ভিত্তিতে নিরোগপত্র পাইরা তাহাদের দায়িত্ব পালন করিরাছেন এবং ঊর্যাতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রতিপক্ষণ তাহাদের নিরোগ দান করেন নাই। স্বতরাং প্রাথণীগণ তাহাদের প্রতিকার হিসাবে প্রতি মৌসনুমে নিরোগ লাভ দাবী করিতে পারেন না।

প্রার্থনিগণ অন্ত মামলার তাহাদের বকেরা বেতন ও অন্যান্য স্বিধাসহ চাকুরীতে প্রবর্হালের জন্য প্রতিপক্ষণণকে নির্দেশম্লক আদেশের প্রার্থনা করিরা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের, ৩৪ ধারার বিধানমতে অন্ত মামলা করেন। প্রার্থনিগ প্রতিপক্ষের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্হারী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে কোন প্রার্থনা করেন নাই বা উক্ত ধারামতে প্রার্থনা করিবার প্রের্থ প্রতিপক্ষের নিকট কোন অনুযোগ দাখিল করিরাছেন মর্মে কোন অভিযোগ করেন নাই। প্রার্থনিগরে প্রার্থনা অনুসারে প্রতীয়মান হয় কর্তৃপক্ষ ভাহাদেরকে চাকুরী হইতে বরখাসত করিরাছেন এবং ভাই ভাহারা বকেরা বেতনসহ চাকুরীর সকল স্বিধা পাইবার আদেশের প্রার্থনা করিরা অন্ত মামলা দায়ের করেন। শিশ্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে কেবলমান বর্তমান শ্রমিক শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারেন। অপর দিকে, শ্রমিক নিয়োগ (স্হারী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে কেবলমান বর্তমানক্ত প্রার্থনা এবং অন্ত মামলার ঘটনা, পারিপাশ্বিকতা ও সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করিরা আমি এই সিম্বান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীগণের মামলা অন্তাক্ষরে রক্ষণীয় নহে।

আমাদের পাবেরি আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষগণ, তাহাদের উর্ধাতন কর্তপক্ষের হয়রী আদেশের প্রতি সম্মান রাখিয়া প্রাথ গিগসহ আরও কিছু মৌসুমী কর্মচারীকে ১৯৯৩-৯৪ মাডাই মৌস,মে নিয়োগ দান করেন নাই। প্রার্থীগণ প্রতিপক্ষের উর্ধাতন কর্তপক্ষের স্থায়ী আদেশ (২২-১০-৯২ ইং তারিখে প্রদত্ত) সম্পর্কে কোন অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। সতেরাং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশন কর্তৃত্ব প্রতিপক্ষগণের প্রতি প্রদন্ত লোকবল কমানোর নির্দেশ বা আদেশ যথারীতি বহাল থাকিয়া যায়। যতক্ষণ উক্ত আদেশ বহাল থাকিবে ততক্ষণ প্রতিপক্ষণণ প্রাথণিগকে নিরোগ দান করিতে পারিবেন না। সত্তরাং প্রাথণিগণের অত মামলায় প্রাথীত প্রতিকার আইনের চোথে রক্ষণীয় নহে। অধিকনত বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কর্পোরেশনের ইং ২২-১০-৯২ তারিখের আদেশ প্রতিপক্ষগণের উপর বাধ্যকর। প্রার্থীগণ রংপরে সংগার মিলের মহা-বাবস্হাপক, ম্যানেজার (ক্ষি), ম্যানেজার (প্রশাসন) ও ম্যানেজার (অর্থা) এর বিরুদেধ অন্ন মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদেধ এক নির্দেশক আদেশের প্রার্থনা করিয়াছেন। অত মামলার প্রতিপক্ষগণের নিয়ন্তক বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কপোরেশন। প্রাথণিগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কপোরেশনের স্হায়ণী আদেশের বিরুদেধ কোন প্রতিকার না চাওয়ায় এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্পা কর্পোরেশনকে আন মামলায় পক্ষ না করায় প্রাথ গিণের প্রার্থনা মোতাবেক কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা অকার্যকর হইবে। কোন আদালত কোন অকার্যকর আদেশ প্রদান করিতে পারেন না। তাই অত মামলায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কপোরেশন একটি আবশাকীয় পক্ষ এবং সেই কারণে প্রাথশিগণের অন্র মামলা রক্ষণীয় নহে।

প্রাথশীগণ অভিযোগ করেন যে, কর্তৃপক্ষ গত বংসর ৭ জন ন্তন ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকে ইক্ষ্ বিভাগে পোণ্টিং দিয়াছেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট আত্মীয়। প্রাথশীগণ উদ্ভ বন্তব্য প্রমাণের জন্য কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। স্তুরাং প্রাথশীপক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আমাদের প্রের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীরমান হইরাছে বে, প্রতিপক্ষণণ প্রার্থীসহ কিছ্ব মৌস্মানী কর্মচারীকে নিয়োগ দান করেন নাই। প্রার্থীগণ এমন কোন অভিযোগ করেন নাই যে প্রতিপক্ষণণ প্রার্থীগণকে বাদ দিয়া তাহাদের কনিষ্ঠ কর্মচারীগণকে মৌস্মানী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ দান করিয়াছেন। স্ত্তরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, প্রতিপক্ষণণ তাহাদের উর্ধাতন ফর্পপক্ষের নির্দোশক্ষমে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আদেশমত জ্যোষ্ঠতার ভিত্তিতে মৌস্মানী কর্মচারীদের নিয়োগ করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠতার কারণে প্রার্থীগণসহ অন্যান্য মৌস্মানী কর্মচারীগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। স্ত্রাং প্রার্থীগণ অত মামলার তাহাদের প্রার্থীত প্রার্থনার আলোকে কোন মামলাই প্রমাণ করিতে বার্থ হইয়াছেন এবং তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক তাহারা কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন।

তাই আলোচা বিষয়টি প্রাথশিগণের বিরাশেধ নিম্পত্তি করা হইল। বিজ্ঞ সদসাদের সহিত আলোচনা ও পরামশ করা হইয়াছে। অতএব.

### আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় ভিসমিস হয়।

> স্থেন্দ্র কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী। ৫-১১-৯৬

## শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপপিছত ঃ স্থেক্ কুমার বিশ্বাস, চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণঃ ১। জনাব খলকার আব্রল হোসেন্—মালিক পক্ষ।

২। জনাব আঃ সাত্তার তারা শ্রমিক পক্ষ।

সোমবার, ৪ঠা নডেবর/১৯৯৬

### वाहे, बात, ७, मामला नः-১৫/৯৫

- ১। আবু মোঃ শাহিদরে আলম তরফদার, কনিষ্ঠ করণিক, পিতা মৃত তমিজ উদ্দিন তরফদার, গ্রাম খামার পরিগাছা, ডাক বিজ্ঞপুরে, থানা ও জেলা গাইবাধা।
- ২। মোঃ আব্দুল কুল,স মণ্ডল, কনিষ্ঠ কর্রণিক, পিতা মৃত সোনা উলা। মন্ডল, গ্রাম মধ্য রাম চন্দুপুর, ডাক কোমরপুর, থানা প্রলাশবাড়ী, জেলা গাইবান্ধা।
- মোঃ আব্ জাফর, কনিম্ঠ করণিক, পিতা মৃত আঃ মজিদ সরকার,
   গ্রাম দামোদারপ্রে, ডাক তাল্কে কান্প্রে, পলাশবাড়ী, থানা গোবিন্দগঞ, জেলা গাইবান্ধা।

- ৪। মোঃ মোগতাফিজ,র রহমান, কনিষ্ঠ করণিক, পিতা মোঃ বজলার রহমান, গ্রাম ফ্রার্স-প্রে, ডাক রথের বাজার, থানা পলাশবাড়ী, জেলা গাইবাখা।
- ৫। মীর মোশাররফ হোসেন, কানত করণিক, পিতা মোঃ আঃ হামিদ সরকার,
   গ্রাম দামোদারপরে, ভাক তালকে কান্পরে, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ৬। মোঃ রাজাউল করিম সদার, কনিন্ঠ করণিক, পিতা মৃত সিরাজ উদ্দিন সদার, গ্রাম আগন্নিয়া তাইর, ডাক ও থানা সোনাতলা, জেলা বগন্ডা।
- ৭। মোঃ জ্লফিকার আলা হায়দার, সি, ডি, এ, পিতা আঃ রাজ্জাক সরকার, গ্রাম হিয়াতপরে, ডাক জালালাবাদ, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ৮। মোঃ জাইদ্রল হক, প্রক্রি বিতর্গকারী, পিতা মোঃ বদিয়ার জামান, গ্রাম দামোদারপ্র, ভাক তাল্যক কান্প্র, থানা গোবিক্লাঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ৯। মোঃ আঃ আজিজ, পর্জি বিতরণকারী, পিতা মৃত রিয়াজ্ল ইসলাম, গ্রাম শ্রীমুখ, ডাক কোচাশহর, খানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ১৫। মোঃ জহ্ব্রুল হক ম্ধা, প্রক্রি বিতরণকারী, পিতা মোঃ জামাল উদ্দিন ম্ধা,
  গ্রম তরনীপ্রাজ্য, ডাক সরদার হাট, থানা গোবিশ্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ১১। মোহাম্মদ আলী, পর্নজি বিতরণকারী, পিতা মোঃ আঃ কাদের প্রধান, । গ্রাম তাল,ক, কান,প্রে, ডাক তাল,ক কান,প্রে থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবানধা।
- ১২। মোঃ সেকেন্দার আলী, ইক্ষ্ পাহারাদার, পিতা করিম উন্দিন আকৃদ্, গ্রাম তাল্কে, হরিদাস, ডাক খোন্দকরমপ্রে, থানা সাদ্ল্যাপ্র, জেলা গাইবান্ধা— প্রাথীগণ।

#### বনাম

- মহা-ব্যবস্থাপক, রংপরে চিনিকল (মহিমাগঞ্জ স্থার মিলস),
   পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- २। भारतकात (क.वि), ठिकाना—
- গানেজার (প্রশাসন), রংপরে চিনিকল (মহিমাগজ স্থার মিলস),
   পোঃ মহিমাগজ, জেলা গাইবালা।
- ৪। ম্যানেজার (অর্থ), রংপরে চিনিকল (মহিমাগঞ্জ স্থার মিলস),
   পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষগণ।
- ১। জনাব আঃ সাঃ সৈয়দ মহম্মদ আলী, প্রার্থী পক্ষের আইনজীবী।
- २। जनाव ग्रीकव्त तरभान थान, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

#### नाग

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার মামলা।

প্রাথনিগণের মামলার সংক্ষিণত বিবরণ এই যে, তাহারা ইং ১৯৮৯-৯০ সনে ৩ নং প্রতিপক্ষ ন্যানেজার (প্রশাসন), রংপ্রে চিনিকল এর ইং ১০-১২-৮৯ তারিখের বিজ্ঞাণিত মোতাবেক প্রতিপক্ষগণের প্রশাসনিক আওতাধীনে কনিষ্ঠ কর্রণিক, পর্ন্তি বিতরণকারী, সি, ডি, এ, এবং কেন গার্ড পদে নিরোগ প্রাণত হরেন এবং প্রতি বছর ইক্ষ্ক, মাড়াই মৌস্বমে উল্লেখিত পদে মিল

চলাকালীন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। প্রতি বংসরের নাম ইং ১-১১-১০ তারিথ হইতে ইক্ মাড়াই শরে, হইয়াছে মর্মে প্রার্থীগণ জানিতে পারেন। ক্রিক্ত পারের বংসরের ন্যায় নিদিপ্ট সময় অভিবৃদ্ধিত হইবার পরেও প্রাথশীগণ নিয়োগপত না পাওয়ায় তাহারা যৌথভাবে তাহাদেরকে নিয়োগের জনা ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট মৌখিক আবেদন করিলে তিনি সময় হইলেই সবাইকে লওয়া হইবে মর্মে আশ্বাস দেন। কিল্ড নিদিন্ট দিন ও সময় উত্তবি হইবার পরও একইডারে প্রাথশীগণ ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট আরেদন করিয়া কোন ফল হয় নাই এবং প্রতিপক্ষণণ প্রাথশিগণকে জানান যে উর্ধৃতন কর্তৃপক্ষ ইং ২২-১০-৯২ তারিখের জারীক ত সার্কলার মতে লোকবল কমানোর নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং তাই প্রার্থীগদকে भारवंत नाम निरमाण कता याहेरव कि ना छाटा विरवहना कता ट्टेंट्डट्ड। शार्थीशन विषम्नीहे মিলের ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করেন। কিন্ত কর্তপক্ষ নীরব থাকেন। প্রাথণিগণের মধ্যে ১২৬ জন উত্তর্গ মৌস্মেণ কর্মচারণিগকে নিজ ও প্রক্রমত নিয়োগ প্রদান না করায় প্রাথবিগণ চরম আথিক কন্টে জবিন যাগন করিতেছেল। প্রাথবিগণের মোট সদস্য সংখ্যা ১২৬ জন এবং তাহাদের ৯৬ জনকে চলতি বংসরে নিয়োগ করা হয় এবং বাকী ৩০ জনের মধ্যে প্রাথণিগণ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯২-৯৩ সন পর্যাত ইক্ষ, মাডাই মৌসামে নিয়োগণত প্রাণত হইয়া আসিতেছেন। ইং ২১-১০-১২ তারিথের সাকুলারে নতেন লোক নিয়োগের নিষেধান্তা জ্ঞাপন করা হইরাতে যাহা প্রাথশীগণের উপর প্রয়োজা নহে, যেতেত তাহার। ১৯৮৯-৯০ ও ১৯৯২-৯৩ সনে कार्यत् छिलान धनः क्वलमार ७० अन्तर्क वाप प्रथम रहेमाएए। উপরোভ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া কর্তপক্ষ গত বংসর ৭ জন নতেন বালিকে নিয়োগ প্রদান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকে ইক্ষ, বিভাগে পোণিটং প্রদান করেন এবং তাহারা সকলেই উক্ত মিলের মহা-বাবস্হাপকের আয়ার। চলতি মৌসনে প্রাথীগণকে নিয়োগ প্রদান না করায় প্রতিপক্ষগণের নিকট আপশীল অনেদন করিয়াও কোন ফল হয় নাই। ইক্ষা ক্রয় কেন্দ্রগালিতে দৈনিক মজরীর ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করিয়া কাজ চালানো হইতেছে। প্রাথশিগণ ১১ই নভেম্বর মিল চালা ও ইক্ষা করের ১ মাস পার্ব হইতে এবং মিল চালা, হইবার ২৪ দিন পর পর্যাত প্রতিপক্ষগণের সহিত বারবার সাক্ষাং করিয়া প্রাথশিগদ নিরোগের জন্য প্রার্থনা জানাইলে ১ নং প্রতিপক্ষ সরাসরি প্রাথীদের চাতুরী দেওয়া যাইবে না মর্মে প্রকাশ করেন। তাই প্রাথীগণ जाशामत्रक ठाकृतीराज अवर भ्व-भाम मकन वरक्या व्याजन ६ जन्माना माविधामर भानवीशामत्र कर्ना প্রতিপক্ষণণকে নির্দেশকমালক আর্দেশের প্রার্থনা করিয়া অনু নামলা দারের করেন।

১ হইতে ৪ নং প্রতিপক্ষণণ প্রাথীদের মামলার সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া যোথভাবে একখানি লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অন্ত মামলা প্রতিস্বীন্দ্রতা করেন। তাহারা আরও উল্লেখ করেন যে প্রাথীগণের অন্ত মামলা অন্তাকারে অচল ও বিধি বহিত তি।

প্রতিপঞ্চগণের মামলার সংক্ষিণত বিষরণ এই যে, মিলের উৎপাদন ক্রমাণত হ্রাস পাওয়ায় উর্থাতন কর্তৃপক্ষ ইং ২২-১০-৯২ তারিখে এক সার্কুলার যোগে মিলের লোকবল ক্রমানোর নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাহার ফলপ্রাতিতে প্রাথিগিণসহ অন্যানা আরও অস্থারী মৌস্মুমী শ্রমিকদের মৌস্মুমে নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই এবং তাহাদেরকে ব্যাসময়ে জানানো হইয়াছে। বিগত ২১-৬-৯৫ ইং তারিখের এডিএম/এগএস/১০/৭৬/১৫৭১ নং দশ্তর আদেশ মাধ্যমে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিশুপ কপোরেশন রংপুর চিনিকলের বর্তমান অনুমোদিত ১৭৪২টি পদ সম্বলিত সেট-আপ সংশোধনপূর্বক সর্বমোট ১০৯৮টি পদের সংশোধিত সেট-আপ অনুমোদন করেন এবং সেই মোতাবেক বর্তমানে কর্মরত অতিরিক্ত জনবল সমন্বয়ের নির্দেশ দেন। সংশোধিত নৃত্রু দেটআপ অনুযায়ী বর্তমানে অচ গিলে ১৬৮ জন স্থায়ী এবং মৌস্মুমী অতিরিক্ত জনবল আছে। সম্তরাং নৃত্রভাবে লোক নিয়োগের কোন সনুযোগ নাই। মৌস্মুমী অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগে মিল কর্তৃপক্ষ কোন পক্ষপাতিত বা শ্রজনপ্রীতি প্রকাশ করেন নাই। প্রাথিগিগ মিথ্যা উত্তিতে অচ মামলা আনয়ন করিয়াছেন। তাই প্রাথিগিগ কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন এবং অচ মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

### व्यात्नाहा विषय

প্রার্থণিগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক চাকুরীতে ও স্বপদে সকল বক্ষো বেতন ও অন্যান্য স্ক্রিবাসহ প্রেবহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে নির্দেশিক আদেশ পাইতে হক্ষার কি?

### আলোচনা ও সিম্বান্ত

প্রথমিণের বন্ধবা এই বে, তাহারা প্রতিপক্ষের অধীনে তাহাদের বিজ্ঞাপিত মোতাবেক ১৯৮৯-৯০ সনে কনিন্ট কর্রনিক, পর্বজ্ঞি বিতরণকারী, সি, ডি, এ এবং কেন গার্ড পদে ইক্ষ্মমাড়াই মৌস্মে নিয়োগপত্র পান এবং তাহারা একইভাবে ১৯৯২-৯৩ সন পর্যক্ত ইক্ষ্ম মাড়াই মৌস্মে নিয়োগপত্র পাইয়া দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতেছেন। কর্তৃপক্ষের ইং ২২-১০ ৯২ তারিখের জারীক্ত সার্কুলার মতে তাহাদেরকে আর নিয়োগ প্রদান ন্য করায় তাহারা কর্তৃপক্ষকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোন স্কল না পাইয়া এবং অবশেষে ১ নং প্রতিপক্ষ তাহাদেরকে চাকুরীতে মৌস্মে আর নিয়োগ প্রদান করা হইবে না মর্মে জানাইলে প্রার্থীগণ অত্র মামলা দায়ের করেন। অপরপক্ষে, প্রতিপক্ষের বন্ধবা এই য়ে, উর্ধতিন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কর্পোরেশনের নির্দেশ মোতাবেক মিলের অনুমানিত ১৭৪২টি পদ সম্বলিত সেটআপ ক্মাইয়া ১০৯৮টিতে সংশোধন করা হইয়াছে এবং তাই স্হায়ী ক্মচারীসহ মৌস্মী ক্মচারীগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

অন্ত মামলার শ্বনানীকালে প্রার্থ গিণের পক্ষে কিছু, কাগজপত্র দাখিল করা হয় এবং তাহা প্রদর্শন—১-১(৩), ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ হিসাবে চিহ্নিত হয়। অপরপক্ষে প্রতিপক্ষের কিছু, কাগজপত্র দাখিল করা হয় যাহা প্রদর্শন-ক ও থ চিহ্নিত করা হয়।

প্রদঃ-১-১(ঘ) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১ নং প্রতিপক্ষ ২, ৩, ৪, ৬ ও ৮ নং প্রাথীকে ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে কাজ করিবরে জন্য দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজ বন্ধ হওয়ার তারিখ পর্যনত নিয়োগ করেন। প্রদঃ-১(৩) হইল দপ্তরাদেশ। প্রদঃ-১(৩) হইতে প্রতীয়মান হয় ২ নং প্রতিপক্ষ ৭ নং প্রার্থী জ্লুফিকার আলী হায়দারকে সোনাতলা সাবজোনে ইক্ষ্ণ, উন্নয়নের কাজে নিয়োগ করেন। প্রাথীগণ ২, ৩, ৪, ৬ ও ৮ নং বাতীত অন্য কাহারও নিয়োগপত দাখিল করেন নাই। প্রদঃ-২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ হইল বিভিন্ন বংসারের দণতরাদেশ। উরু দণতর আদেশসমত হইতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, কিছু কিছু প্রাথীসহ আনাানা মৌসামী কর্মচারীগণকে বিভিন্ন কেন্দ্রে নিয়োগ করা হয়। প্রদঃ-৮ হইল রংপার চিনিকল/ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, মহিমাগঞ্জ, গু ইবাংধার সভাপতির ইং ৭-১১-৯৩ তারিখের আবেদনের ফটোন্টান্ট কপি। উক্ত আবেদনপতে তিনি ১২৬ জন বিভিন্ন পদেব নৈমিত্তিক ক্মচাবীগণকে বিভিন্ন পদে নিয়োগদানের জন্য ১ নং প্রতিপক্ষেব নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রদঃ-৯ হইল বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কর্পোরেশনের ইং ২২-১০-৯২ তালিখের দশ্তরাদেশ। উত্ত দশ্তরাদেশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে লোকবলের কেরে স্থায়ী/মৌস্মী/বৈমিত্তিক পদে নতেন নিয়োগ বন্ধ থাকিবে বায় সংকোচনের জনা অপ্রয়োজনীয় পদোহাতি কথ থাকিকে এবং কবি খামাকসমতে দৈনিক ভিত্তিতে শুমিক নিযোগ ন্নেতম ২০% হাস কবিতে হইবে এবং স্কুণ্ঠ তদারকীর মাধ্যমে তাহাদের কাজ নিশ্চিত করিয়া উৎপাদনের লক্ষামাত্রা অর্জন করিতে হইবে। আমাদের উপারের আলোচনা হইতে প্রানীরমান হয় যে প্রাণীগণের কেইই কারী কর্মচারী নতেন এবং তাহারা কেইই য়াসিক ভিত্তিতে নিযোগপ্রাপ্ত হন নাই এবং তাহারা দৈনিক মজাবীর ভিতিতে মৌসামী শ্রমিক হিসাবে নিযোগাণ্ড হইয়াছেন। প্রদার-৯ ও খ হউতে প্রতীয়মান হয় বংপার চিনিকল কর্তপক্ষ বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কপোরেশনের নির্দেশকমে দৈনিক ভিত্তিতে স্থামিক নিয়োগ ২০% হারে হাস ক্রিয়াছেন। সতেরাং প্রাথীগণের অভিযোগ মোতাবেক বংপরে চিনিকল কর্তপক্ষ কোন কাজ অবৈধভাবে করেন নাই এবং প্রতিপক্ষ্যাণ উর্ধাতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাণ্ড শ্রমিকদের সংখ্যা হাস করিয়াছেন।

প্রাথীগণ তাহাদের মূল আবেদনের ৫(খ) অন্তেছদে উল্লেখ করেন যে, প্রাথীগণ গত ৪ বংসর ধরিয়া একই পদে চাকুরী করায় তাহাদের উত্ত পদে এবং চাকুরীর উপর অধিকার অজিতি ইইয়াছে এবং তাহাদিগকে বিধিগত পন্ধতি ছাড়া ন্যায়া প্রাপ্য চাকুরী হইতে কর্মচনত করা বেআইনী হইতেছে। প্রাথীগণ আরও অভিযোগ করেন যে, প্রাথীগণের আর চাকুরীর বয়স-সামা নাই যাহার ফলে তাহারা যে কোন স্থানে চাকরী পাওয়ার যোগ্যতা হারাইয়াছেন। আমরা পরেই নেধিয়াছি প্রার্থণীগণ দৈনিক মজরে র ভিত্তিতে শ্বের ইক্ষু মাড়াই মৌস্কমে নিয়োগপত পাইয়াছিলন। অত্র মামলার শ্রেনানীকালে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বন্ধবা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রতি বংসর অক্টোবরের শেষ/নভেন্বরের প্রথম হইতে আথ মাডাই শরে, হয় এবং পরবতী বংসরের মার্চ / এপ্রিল মাসে আথ মাড়াই মৌস্ম শেষ হয়। স্তরাং এই ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে প্রাথীগণ যাহারা ইক্র মাড়াই মৌস,মে নিয়োগপত পাইয়াছিলেন তাহারা দৈনিক মজ্বীর ভিত্তিতে অতি অলপ সময়ের জন্য নিয়োগপত্র পাইয়াছিলেন এবং তাহাদের এই নিয়োগপত্র কোন সময়ে স্থায়ী বা অস্থায়ী ছিল না। মৌসুমে শ্রমিক হিসাবে তাহারা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ-পত্র পাইয়া তাহাদের দায়ির পালন করিয়াছেন এবং মিল কর্তপক্ষ উর্যাতন কর্তপক্ষের নির্দেশক্রমে তাহাদের কোন এক বিশেষ বংসরে লোকবল ক্যানোর নির্দেশমতে তাহাদেরকে মৌসুমে নিয়োগদান করেন নাই। সত্তরাং প্রাথীগণ তাহাদের অভিযোগমতে পরবর্তী মৌস্কমে নিয়োগ না পাওয়ায় প্রতিপক্ষগণের কার্যাবলাকৈ অবৈধ বলা যায় না। নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় প্রার্থীগুণু রংপরে স্কুগার মিলের মহা-বাবস্হাপক, ম্যানেজার (ক্রিষ), ম্যানেজার (প্রশাসন) ও ম্যানেজার (অর্থা) এর বিরুদেধ অত মামলা দারের করিয়াছেন। আমরা পরেবিই দেখিয়াছি প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশনের নির্দেশ মোতাবেক প্রাথীগণসহ কিছ, মৌস্মী কর্মচারীগণকে ১৯৯২-৯৩ সালের পরও মৌস্মে নিয়োগদান করেন নাই। উর্ধাতন কর্তপক্ষের নির্দেশে প্রতিপক্ষগণ প্রাথীগণসহ অন্যান্যদের চাকুরীতে নিয়োগ না করায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে তাহারা তাহাদের ইচ্ছামত কিছু করেন নাই। বাংলাদেশ চিনিকল ও খাদা শিল্প কপোরেশনকে অন্ত মামলার পক্ষ করা হয় নাই প্রাথীগণের প্রার্থনা মোতাবেক যদি কোন আনেশ প্রদান করা হয় তাহা হইলে প্রতিপক্ষগণ উত্ত আদেশ দ্বারা কোন কার্যকর পদক্ষপ গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং উত্ত আদেশ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিলপ কর্পোরেশনের উপর বাধাকর হইবে না। সতেরাং প্রাথশিগণের মামলা যথাযথভাবে দাখিল হয় নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

প্রাথণীগণ তাহাদেরকে বকেয়া বেতন অন্যান্য সনুবিধাসহ চাকুরীতে পনুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষণণকে নির্দেশ দেওয়ার আদেশের প্রার্থনা করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে অত মামলা দায়ের করেন। প্রাথণীগণ প্রতিপক্ষগণের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্হায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধানমতে কোন অনুযোগ দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন উত্তি করেন নাই। প্রাথণীগণের প্রার্থনা মোতারেক তাহাদেরকে চাকুরী হইতে বরখাসত করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং তাই তাহারা বকেয়া বেতনসহ চাকুরীর সকল সনুবিধা পাইবার আদেশের প্রার্থনা করিয়া প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে অত মামলা দায়ের করেন। শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানমতে কেবলমাত্র বর্তমান শ্রমিক শ্রম আদালতে আবেদন করিতে পারেন। অপরদিকে শ্রমিক নিয়োগ (স্হায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারায় বরখাসতক্ত বা চাকুরী হইতে অবসানকৃত শ্রমিকণণ শ্রম আদালতে আবেদন পেশ করিতে পারেন। সত্তরাং উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপাশ্বিকতা ও বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিম্বান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থণীগণের অত্র মামলা অত্যকারে রক্ষণীয় নহে।

আমরা পাবেই দেখিরাছি যে, প্রতিপক্ষাণ উর্ধতিন কর্তৃপক্ষের স্থায়ী আদেশের প্রতি শ্রন্থা রাখিয়া প্রাথীগণসহ আরও কিছা মৌসামী কর্মচারীকে নিয়োগদান করেন নাই। প্রাথীগদ প্রতিপক্ষগণের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত স্থায়ী আদেশ সম্পর্কে কোন অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। সতেরাং এই সামলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিশে কপোরেশন কর্তৃক প্রতিপক্ষ্যণের প্রতি প্রদন্ত লোকবল ক্মানোর নির্দেশ যথারীতি বহাল থাকিয়া যায়। তাই প্রার্থীগণের অন্ত মামলায় প্রার্থীত প্রতিকার আইনের চোখে রক্ষণীয় নহে।

প্রার্থ গিলের পাক্ষ বিজ্ঞা কৌশালী সংখ্যাপন বিভাগের ২১-৪-৭২ তারিথের সংস্থাপন/আর, আই/এস-৪৬/৭২/৫৫ নং স্মারকের উন্ধৃতি দিয়া বলেন যে, ৫/১০ বংগর কোন পাদে কোন ব্যক্তি চার্করা করিলে ঐ বাকিকে উক্ত পদে নিয়োগ করিতে হইবে। প্রার্থ গিণের মামলা অনুসারে প্রার্থ গিণের বংগর প্রতিপক্ষের অধানে ইক্তু মাড়াই মৌস্মে মৌস্মা কমচারী হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। প্রার্থ গিণ তাহাদের মূল আবেদনের ৫ (খ) অনুক্রেদে স্পর্যভাবে উল্লেখ করেন যে তাহারা ৪ বংগর ইক্তু মাড়াই মৌস্মে মৌস্মা কমচারী হিসাবে দারিছ পালন করিয়াছেন। অত মামলার প্রার্থ গিণের ক্রমকাল তাহাদের স্বীক্ত মতেই একই পদে ৫ বংসর নহে। সত্রাং প্রার্থ পক্ষের বিজ্ঞ কৌশালীর বন্ধবা বিশেলবণ করিলে দেখা যায় তাহারা বন্ধবা প্রার্থ পিকের কোন উপকারে আদে না। তাহাছাড়া, অর মামলার ক্রেরে আমরা প্রেই দেখিয়াছি প্রতিপক্ষণণ উধর্বন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক প্রার্থী গক্ষের বিজ্ঞ কৌশালীর বন্ধবা কোন সারমর্মা নাই।

আমাদের প্রের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে প্রতিপক্ষণণ কিছে, মৌস্মী কর্মানারীকে নিয়োগদান করেন নাই। প্রাথীগণ এমন কোন অভিযোগ করেন নাই যে প্রতিপক্ষণণ প্রাথীগণকে বাদ দিয়া ভাহাদের কনিষ্ঠ কর্মানারীগণকে মৌস্মী কর্মানারী হিসাবে নিয়োগ করিয়াছেন। স্ভরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি প্রতিপক্ষগণের উর্ধতিন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে প্রতিপক্ষগণ জোষ্ঠতার ভিত্তিতে মৌস্মী কর্মানারীদের নিয়োগ করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রাথীগণসহ অন্যান্যদের নিয়োগদান করেন নাই।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অর মামলার ঘটনা ও পারিপাশ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিন্ধানেত উপনীত হইলাম যে, প্রাথিণা তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নাহেন।

প্রাথশিগণ অভিযোগ করেন যে, কর্তৃপক্ষ গত বংসর ৭ জন ন্তন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করিয়া ৬ জনকৈ অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকৈ ইক্ষ্ বিভাগে পোন্ডিং প্রদান করিয়াছেন এবং ৭ জনের মধ্যে ১ জন ১ নং প্রতিপক্ষের ভাগেনসহ আত্মীয় হইতেছেন। প্রাথশিগণ অন্ত অভিযোগের সমর্থনে কোন সাক্ষ্যাদি প্রদান করেন নাই। স্তরাং অন্ত অভিযোগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও প্রাম্প করা হইরাছে। অতএব, আদেশ হইল,

্ষে, অ্ত আই, আর. ও, মামলা প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় ডিসমিস হয়।

> সংখেদ, ক্মার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

## শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপশ্হিত : স্ধেশ্দ, কুমার বিশ্বাস চেরারমানে, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব খন্দকার আব্লুল হোসেন মালিক পক।
২। জনাব আঃ সাত্তার তারা শ্রমিক পক।

### मर्गणवात, ८३ नट्डम्बर ১৯১৬

### चाहे, बात, ७, मामना नः ৫১/১৪

- ১। মোঃ আবদ্দে মজিদ, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপা্র চিনিকল, দাড়িদহ সেণ্টার, গ্রাম বামনহাজর।
- ২। মোঃ মজিবরে রহমান, প্রান্তন কেনগার্ডা, রংপরে চিনিকল, সোনাতলা সেন্টার, গ্রাম বামনহাজরা।
- ৩। মোঃ আবদ্দে সামাদ, প্রাক্তন কেনগার্ডা, রংপা্র চিনিকল, মিলগেট সেন্টার, গ্রাম বামনভাংগা।
- ৪। মোঃ তবিবর রহমান, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপরে চিনিকল, গাং নগর সেন্টার, গ্রাম প্রনতেইর।
- ৫। মোঃ ছয়ফ্ল ইসলাম, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপরে চিনিকল, মিলস গেট-বি-সে-টার, গ্রাম প্রোইড।
- ৬। মোঃ রেজাউল করিম, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপত্র চিনিকল, রানীরপাড়া সেন্টার, গ্রাম উলিপত্র।
- ৭। মোঃ হার্ন্র রশিদ, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপ্র চিনিকল, সাতানা বাল্য়া সেণ্টার, গ্রাম অন্তপ্রে।
- ৮। মোঃ সিরাজ্ব ইসলাম, প্রান্তন কেনগার্ড, রংপরে চিনিকল, গ্রাম প্রতেইর, মালগা সেন্টার।
- ৯। মোঃ আ্ফজাল হক, প্রান্তন কেনগার্ড, রংপরে চিনিকল, বন্ধীগঞ্জ সেন্টার, গ্রাম প্রতেইর।
- ১০। মোঃ তৈরবর রহমান, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপরে চিনিকল, গাং নগর সেন্টার, গ্রাম পানতেইর।
- .১১। মোঃ তৈরবর রহমান, প্রাক্তন কেনগার্ভা, রংপার চিনিকল, মিলস গেট সেন্টার, গ্রাম সংজ্ঞানি।
- ১২। মোঃ সাইদরে রহমান, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপরে চিনিকল, মোকামতলা সেন্টার, গ্রাম ঘোঘাগাড়ীমাড়ী, সকলের থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবাধা—প্রাথীগণ।

#### वनाध

- ১। মহা-বাবস্হাপক, রংপরে চিনিকল (মহিমাগঞ্জ স্থার মিলস), পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ২। ম্যানেজার (কৃষি), রংপুর চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ৩। ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপরে চিনিকল, পোঃ মৃহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
- ৪। ম্যানেজার (অর্থ), রংপরে চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবাল্যা—প্রতিপক্ষণণ।
- ১। জনাব এ, এস, এম, মোহাম্মদ আলী, প্রার্থী পক্ষের আইনজীবী।
- ২। জনাব এ, কে, এম, হাফিজ্র রহমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

#### बाग्र

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার মামলা।

প্রাথীগণের মামলার সংক্ষিণ্ড বিবরণ এই যে, তাহারা ১৯৮৯-৯০ সনে ৩ নং প্রতিপক্ষ মানেজার (প্রশাসন), রংপরে চিনিকলের ১০-১২-৮১ ইং তারিখের বিজ্ঞাপত মোতাবেক প্রতিশক্ষ-গণের প্রশাসনিক আওতাধীনে কনিষ্ঠ করণিক হিসাবে নিয়োগপ্রাণ্ড হন এবং প্রতি বংসর ইক্ষু মাড়াই মৌস,মে কেনগার্ড পদে মিল চলাকালীন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া দায়িত পালন করিয়া আসিতেছিলেন। প্রতি বংসরের ন্যায় ৯-১১-৯১ ইং তারিখ হইতে ইক্ষু মাড়াই মৌসুম শ্রে হইবে মমে প্রার্থাীগণ জানিতে পারেন। কিন্তু পূর্বে বংসরের ন্যায় নিদিন্ট সময় অতিবাহিত হইবার পরেও প্রাথ'ীদেরকে নিয়োগপত না দেওরায় তাহারা যৌথভাবে তাহাদেরকে নিয়োগের জনা ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি মৌখিকভাবে আশ্বাস দেন যে, সময় হইলেই স্বাইকে লওয়া হইবে। কিন্তু নিদিভি দিন ও সময় অতিবাহিত হইবার পরও উক্ত মর্মে কোন আদেশ না পাইয়া প্রাথশিগণ ২, ৩ ও ৪ নং প্রতিপক্ষগণের নিকট একই ধরণের আবেদন করিয়াও কোন ফল হয় নাই এবং প্রতিপক্ষগণ প্রাথীগণকে জানান যে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ২২-১০-৯২ ইং তারিখে এক জারীক্ত সার্কলার মতে প্রতিপক্ষগণকৈ লোকবল কমানোর নির্দেশ দিয়াছেন এবং প্রার্থ গিণকে পূর্বের ন্যায় নিয়োগ করা যাইবে কি না তাহা বিবেচনা করা হইতেছে। প্রার্থ গিণ বিষয়টি মিলের ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করেন। কিন্ত কর্তৃপক্ষ নীরব থাকেন এবং সকল ইক্ষ্, ক্রয় ও সরবরাহ কেন্দ্রগালি পর্ববং চাল, রাখা হইয়াছে। প্রার্থীগণের মোট সদস্য সংখ্যা ৩১ জন এবং তাহাদের কাহাকেও নিয়োগ করা হয় নাই। প্রার্থীগণ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯৩ সন পর্যন্ত প্রতি ইক্ষ্ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ পাইয়া আসিতে-ছিলেন। ১৯৯২ সালে সার্কুলারে ন্তন লোক নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করা হইয়াছে যাহা প্রার্থীগণের উপর প্রয়োজা নহে, যেহেড তাহারা ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনেও কর্মরত ছিলেন। উক্ত নিষেধাক্তা উপেক্ষা করিয়া মিল কর্তৃপক্ষ ৭ জন নতেন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগের এবং ১ জনকে ইক্ষ্ণ বিভাগে পোন্টিং দিয়াছেন। তাহারা সকলেই উক্ত মিলের মহা-ব্যবস্থাপকের আত্মীয় এবং ১ জন তাহার আপন ভাগেনয় হইতেছেন। চলতি মৌসংমে প্রাথশীগণকে নিয়োগ না করায় প্রতিপক্ষণণের নিকট আপীল আবেদন করিয়া কোন ফল হয় নাই। মিথাা উত্তিতে অনু মামলা দায়ের করিয়াছেন।

ইক্ষা করা কেন্দ্রগালিতে দৈনিক মজ্বারীর ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করিয়া কাজ চালানো হইতেছে। প্রফালিগণ ১১ই নভেম্বর মিল চালা, হইবার ১ মাস পর্বে হইতে এবং মিল চালা, হইবার ২৪ দিন পর পর্যক্ত প্রতিপক্ষগণের সহিত বারবার সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের নিয়োগের প্রার্থনা জানাইলে ১ নং প্রতিপক্ষ তাহাদেরকে সরাসরি জানাইয়া দেন যে প্রার্থনিদেরকে নিয়োগ করা হইবে না।
তাই প্রার্থনিগ তাহাদেরকে চাকুরীতে এবং স্বপদে সকল বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সর্বিধাসহ
প্নর্বহালের জনা প্রতিপক্ষগণের বিরহ্মের নির্দেশ কিম্বলক আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত মামলা
দায়ের করেন।

১—৪ নং প্রতিপক্ষণণ প্রাথণিগণের মামলার সকল অভিযোগ অস্বাকার করিয়া যৌথভাবে একখানি লিখিত বর্ণনা ও অতিরিক্ত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত মামলায় প্রতিস্বন্ধিতা করেন। তাহারা উল্লেখ করেন যে, প্রাথণিগণের অত মামলা অত্যাকারে রক্ষণীয় নহে, প্রাথণিগণের মামলা করিবার কোন কারণ নাই, প্রাথণিগণ আদৌ কোন শ্রমিক নহেন এবং অত মামলা পক্ষাভাব দোষে দৃষ্ট।

প্রতিপক্ষগণের মামলার সংক্ষিণত বিবরণ এই বে, প্রতিপক্ষগণ রংপরে চিনিকলের কর্মকিতা-বৃদ্দ এবং রংপরে চিনিকল বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশনের একটি ইউনিট। প্রতিপক্ষণণ বাংলাদেশ চিমি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশনের অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী নিধাবিত সংখ্যক পদে অস্থায়ী/স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করিয়া থাকেন ৷ প্রাথণীগণ কথনই প্রতিপক্ষের চিনিকলে অস্হায়ী/স্হায়ী/মান্টার রোলে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন নাই বা তাহারা আদৌ কোন শ্রমিক নহেন। মিলে মাড়াই মৌস্ম শ্রু, হইলে জরুরী কাজের চাপে অস্হায়ী ও স্হায়ী শ্রমিকদের শ্বারা কাজ সমাধান না হইলে ভর্তৃকী এড়ানোর লক্ষ্যে এবং সাবিকি স্বার্থে কিছু কিছু লোককে দিন হাজিরার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয় এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে 'কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে কাজ করিয়া থাকেন। মৌস,মের কাজ শেষ হইলো তাহাদেরও কাজ শেষ হইয়া যায়। প্রার্থাগণকে দিন হাজিরার ভিত্তিতে মৌস্ম চলাকালীন সময়ে নিয়োগ করা হয় এবং মৌস্ম শেষে তাহার। আপনা আপনি বাদ পড়িয়া যায়। ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌস্মে উত্তরপু কাজের জন্য কোন লোকের প্রয়োজন না হওয়ায় তাহাদেরকে নিয়োগ করা হয় নাই। বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিল্প কপোরেশনের ২২-১০-৯২ ইং তারিখের বি. এস, আই. সি বিভি/ভিএন/০৩/(২৬)/৩৪৩ নং স্মারকবলে লোকবল কমানো হয় এবং সেই স্মারক মোতাবেক প্রাথণীগণকে নিয়োগ করা হয় নাই। অতঃপর গণপ্রজাতনতী বাংলাদেশ সরকারের শিলপ মন্যালরের ২৯-১১-৯২ ইং তারিখের সিম/সিনী-১/কমিটি-১৮/৯২/২১৪ নং স্মারকের বরাতে প্রতিপক্ষের কর্মচারী/প্রমিক নিয়েশের ক্ষমতা রহিত করিবার নিদেশি পদান করা হয় এবং তাই প্রার্থ গিণেরও কোন নিয়োগ প্রদান করা হয় নাই। তাহাছাডা বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশনের ২০-১০-৯৩ ইং তারিখের ইআর/এমএফ/বাচিশ্রফে-১২/ অংশ/২৫৫ নং স্টের দুংতর আদেশ মোতাবেক বিএসএফআইসি কর্তপক্ষেব সহিত বাংলাদেশ চিনিকল শ্রমিক ফেডারেশনের গত ১৪-৯-৯৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার সিম্ধানত অনুযায়ী গত ২৮-৬-৯৩ ইং তারিখে ফেডারেশনের পেশকত দাবীসমূহ প্রঃ পর্যালোচনার জন্য কপোরেশন কর্তক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ও ফেডারেশন প্রতিনিধিদের স্পারিশ কপোরেশন বোর্ড দাবীওয়ারী গ্রহণীয় সিম্ধান্ত বাস্তবায়নের জনা সকল মিলসমতে উক্ত পত্র প্রেরণ করেন। বর্তমানে সকল নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রকার নিয়োগ বন্ধ রহিয়াছে। ভবিষাতে লোকবল কমানোর উন্দেশ্যে প্রনির্বনাস/সংশোধিত সেটআপের আলোকে ক্যাজুয়োল চাকুরীর সুযোগ নাই এবং কোন শ্না পদ প্রেণেরও সুযোগ নাই। এই প্রতিপক্ষণণ

শিল্প মন্ত্রালয় ও বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশনের নির্দেশে প্রাথীগণসহ অন্যান্য সকল নৈমিত্রিক/ক্যাজয়াল ও দৈনিক ভিত্তিতে নিয়েগ ২০০৯০ ইং তারিখ হইতে বন্ধ রাখিয়াছেন। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশনের ২০০৯০ ইং তারিখের এডি-এম/এমএফ/৯৬/৭২/২৪৫৬ নং স্মারকের মাধ্যমে সংশোধিত সেটআপ অনুযায়ী রংপুর স্মার মিলস লিঃ এর অতিরিক্ত জনবলসমূহ বিভিন্ন বিভাগের শ্ন্য পদের বিপরীতে সমন্বয়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ২১-৬-৯৫ ইং তারিখের এডিএম/এসএফ/১০/৭৬/১৫৭৯ নং দণ্তরাদেশের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মিলে সংশোধিত সেটআপ প্রেরণ করা হয়। সেই অনুযায়ী প্রের অনুযোদিত জনবল ১৭৪২ হইতে ১০৯৮ করা হইয়াছে। স্তরাং জনবল কমাইয়া ন্তন সেটআপের অনুক্লে সমন্বয় করিতে হইবে বিলয়া ন্তন করিয়া জনবল বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রতিপক্ষের নাই। প্রাথীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। স্তরাং অত মামলা খরচায়হ নামজয়ের হইবে।

### আলোচ্য বিষয়

১। প্রার্থণিগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক চাকুরণতে ও স্বপদে সকল বেকরা বেতন ও অন্যানা স্বিধাসহ প্নবহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বির্দেধ নির্দেশক আন্তেশ পাইতে হকদার কি?

### वारलाहना ७ त्रिश्वान्छ

অন্ত মামলার শ্নানীকালে কোন পক্ষই কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। প্রাথশিকে কিছ্ কাগজপত দাখিল করা হয় যাহা প্রদর্শন- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ হিসাবে চিহ্তিত করা হয় ও সাক্ষো গ্রহণ করা হয়।

প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১ নং প্রতিপক্ষ ১০-১২-৮৯ ইং তারিখে রংপর্ব স্থার মিলে সম্পূর্ণ অস্হায়ী ভিত্তিতে দৈনিক হাজিরার কিছ্র কর্রাণক ও প্রেজি লেখক/লেখিকা এবং প্রেজি বিতরণকারী পদের জনা লোক নিয়েগ হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত প্রদান করেন। প্রদর্শন-ও (অসপন্ট) হইতে প্রতীয়মান হয় ১ নং প্রতিপক্ষ ২৭-১-৯০ তারিখে মৃত্র প্রামক মোঃ আবদ্ধল করিম সদার ও আবদ্ধল গণির পোষা যথাক্রমে জনৈক মিজান্রে রহমান ও ১২ নং প্রার্থী মোঃ সাইদ্রে রহমানকে ৩০ দিনের জনা প্রেজি বিতরণকারী হিসাবে নিয়োগ করেন। প্রার্থী পক্ষে আর কোন প্রার্থীর নিয়োগ সংক্রান্ত কোন কাগজ দাখিল করেন নাই। প্রদর্শন-২ হইল ২ নং প্রতিপক্ষের ১০-১২-৯০ ইং তারিখের দপ্তরাদেশ। উদ্ধ দপ্তরাদেশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ১২ নং প্রার্থীকে ১৯৯০-৯১ মাড়াই মৌস্ক্রম সম্পূর্ণ নৈমিন্তিক ভিত্তিতে লেবার-কাম-ইক্ষ্কু পাহারাদার হিসাবে নিয়োগ করেন। প্রদর্শন-৩ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২ নং প্রতিপক্ষের ১৪-১১-৯১ ইং তারিখের দপ্তরাদেশ। প্রদর্শন-৩ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২ নং প্রতিপক্ষ ১৪-১১-৯১ ইং তারিখের দপ্তরাদেশ। প্রদর্শন-৩ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২ নং প্রতিপক্ষ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ১২ নং প্রার্থীকে ও অন্যান্যদের ১৯৯১-৯২ মাড়াই মৌস্ক্রম সম্পূর্ণ নৈমিন্তিক ভিত্তিতে লেবার-কাম-ইক্ষ্কু পাহারাদার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন।

প্রদর্শন-৪ হইতে ১ নং প্রতিপক্ষের ২৯-১০-৯২ ইং তারিথের পিএফ/১৬/ইক্ফ্নু-নৈমিন্তিক/১২ নং প্রারক। প্রদর্শন-৪ হইতে প্রতীয়মান হয় ১ হইতে ৮ ও ১২ নং প্রাঞ্জীকে এবং অন্যান্যদের ১৯৯২-৯৩ মৌস্মাে কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নৈমিত্তিক ভিত্তিতে আথ কয় শ্রুর প্রাদিন হইতে ৬০ দিনের জন্য নিয়োগ প্রদান করেন। প্রাথীগণের দাখিলী উপরের আলোচিত কাগজপত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু কিছু প্রাথীকে ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ মাড়াই মৌস্মাে সম্পূর্ণ নৈমিত্তিক ভিত্তিতে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়ােগ প্রদান করা হয়। আমাদের আলোচনা মতে প্রাথীগণ সকল প্রাথীগণের নিয়ােগ সংক্রান্ত কাগজ উপস্হাপন করিতে বার্থ হইয়াছেন। উপরের আলোচনা হইতে আরও প্রতীয়ন্যান হয় যে, প্রাথীগণের কেহই অন্হারী বা স্হার্যী শ্রমিক নহেন। কাজ নাই বেতন নাই' এর ভিত্তিতে নিয়ােগের অর্থ হইল তাহারা যে যে দিন কাজ করিবেন, সেই সেই দিনের বেতন বা মজ্বী পাইবেন এবং কাজ না থাকিলে তাহাদেরকে কাজে নিয়ােগ করা হইবে না।

প্রাথশিগণের বর্ণনা মতে প্রতিপক্ষণণ প্রাথশিগণ ও আরও কিছু, পূর্বে নিয়োগপ্রাণ্ড ব্যক্তিক ১৯৯৩-৯৪ আথ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ দান না করার তাহারা প্রতিপক্ষের নিকট নিয়োগের জনা আবেদন করেন এবং প্রতিপক্ষণণ তাহাদেরকে নিয়োগদান করিতে পারিবেন না মর্মে প্রকাশ করার তাহারা অন্ত মামলা দারের করেন। অপরপক্ষে, প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ এই বে, তাহারা উর্যতিন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক প্রাথশিগণসহ অন্যান্যদেরকে ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ প্রদান করেন নাই। প্রতিপক্ষের আরও বন্ধব্য এই বে, প্রতিপক্ষণণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশন ও শিল্প মন্তর্গালরের নির্দেশক্রমে লোকবল ক্মাইতে বান্ধ্র হইরাছেন এবং অনুমোদিত সেটআপের ১৭৪২ জনবল হইতে ১০৯৮ নিয়োগদান করিরাছেন। স্তরাং প্রাথশিগরে প্রার্থনা মোতাবেক তাহারা কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

দ্বীক ত মতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদা শিলপ কপোরেশন ২২-১০-১২ ইং তারিখের বি. এস. আই, সি/বিভি/ভিএন/০৩/(২৬)/৩৪৩ নং স্মারকবলে লোকবল ক্মানোর নিদেশ প্রদান করেন এবং সেই দশ্তরাদেশ মোতাবেক প্রাথণিগণসহ অন্যান্যদের ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ দান করা হয় নাই। উত্ত দ তরাদেশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ চিলি ও খাদা শিল্প কপোরেশন লোকবলের ক্ষেত্রে স্থায়ী/মৌস্মাী/নৈমিত্তিক পদে নতন নিয়োগ বন্ধ থাকিবে, বায় সংকোচনের লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় পদোমতি বন্ধ থাকিবে এবং ক্ষি খামার-সমূহে দৈনিক ভিত্তিতে প্রমিক ন্যানতম ২০% হারে হাস করিতে হইবে এবং স্কৃত, তদারকীর মাধামে তাহাদের কাজ নিশ্চিত করিয়া উৎপাদনের লক্ষ্যাতা অর্জন করিতে হইবে মর্মে আদেশ প্রদান করেন। প্রাথশিগণ ও প্রতিপক্ষগণের মামলার বর্ণনা অনুসারে এবং প্রাথশি পক্ষের দাখিলী কাগজপত হইতে ইহা স্তপতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে প্রাথশীগণকে ১ নং প্রতিপক্ষ মাডাই মৌস্মে দৈনিক মজ্বীর ভিত্তিতে (কাজ নাই বেতন নাই) নিরোগ প্রদান করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ১ নং প্রতিপক প্রাথীগণকে নিদিশ্ট সময়সীমা অর্থাং ৬০ দিনের জনা দৈনিক মজ্বীর ভিত্তিতে নিয়োগদান করেন। স্তরাং আমরা এই সিম্ধান্তে উপনিত হইতে পারি যে, প্রার্থী-গণের কেহই স্হায়ী কর্মচারী নহেন এবং তাহারা কেহই মাসিক বেতনের ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাশত হন নাই এবং তাহারা দৈনিক মজ্বার ভিত্তিতে মৌস্মী শ্রমিক হিসাবে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগপ্রাণত হইয়াছিলেন। প্রের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই প্রতিপক্ষণণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কপোরেশনের নির্দেশ মোতাবের দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ২০% হারে হাস করিয়াছেন, যাহার ফলে প্রাথণিগণসহ অন্যানারাও ১৯৯৩-৯৪ সালের মাড়াই মৌস্মে নিয়োগপ্রাণ্ড হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। স্তরাং আমাদের উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমরা এই অভিগত পোষণ করিতে পারি যে, প্রতিপক্ষগণ উধতিন কর্তৃপক্ষের নিদেশ-ক্রমে তাহাদের দারিত্ব পালন করিয়াছেন এবং সেই মোতাবেক প্রাথীগণসহ অন্যানা কিছু লোককে নিয়োগদান করিতে পারেন নাই। স্তরাং প্রাথশীগণ তাহাদের অভিযোগ মতে পার্ব মৌস্কের নাায় নিয়োগ না পাওয়ায় প্রতিপক্ষগণের কার্যাবলাকৈ অবৈধ বলা যায় না।

প্রার্থণিগণ তাহাদের মূল আবেদনের ৫(ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন যে, তাহারা গত & বংসর হইতে ইক্ষ্যু মাড়াই মৌসুমে নির্মানতভাবে চাকুরী করার ফলে তাহাদেরকে হঠাং করিয়া কর্মচাতি চলতি বিধানমতে অন্যায় ও বেঅহিনী হইতেছে। প্রাথীগণের বিজ্ঞা কৌশলী বলেন যে, প্রাথণিগণের আর চাকুরীর বয়সসীমা নাই, যাহার ফলে তাহারা যে কোন স্হায়ী চাকুরী পাওয়ার যোগাতা হারাইয়াছেন এবং তিনি তাহাদেরকে তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিপক্ষের বির দেধ আদেশ প্রদান করিবার প্রার্থনা করেন। আমরা প্রেই দেখিয়াছি যে, প্রার্থীগণকে রংপরে স্থার মিলের কর্তৃপক্ষ ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ আখ মাড়াই মৌস্বমে (৪ বছর) দৈনিক মজ্বাীর ভিত্তিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। অনু মামলার শনোনীকালে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বন্তব্য হইতে ইহা জানা গিয়াছে যে, প্রতি বংসর অক্টোবর এর শেষ/নভেম্বরের প্রথম হইতে আথ মাড়াই মৌস্ম শ্রুর হয় এবং তাহা পরবর্তনী বংসরের মার্চ'/এপ্রিল মাসে মৌসুম শেষ হয়। স্কুতরাং এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে প্রাথণিগণ যাহারা ইক্ষ্মাড়াই মৌস্মে নিয়োগ পত্র পাইয়াছিলেন তাহারা দৈনিক মজ্বীর ভিত্তিতে অতি অলপ সময়ের জন্য নিয়োগ পাইয়াছিলেন এবং তাহাদের নিয়োগ স্থায়ী/অস্থায়ী/ক্যাজয়োল ছিল না। তাহাদের নিয়োগ সম্পূর্ণ দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে ছিল। সতুরাং প্রাথীগণ যে কোন সময় তাহাদের কাজ বন্ধ করিয়া তাহাদের স্ববিধামত স্থায়ী নিয়োগপত পাইবার চেটা করিতে পারিতেন। মৌস্মী শ্রমিক হিসাবে তাহারা দৈনিক মজ্বীর ভিত্তিতে নিয়োগপত্র পাইরা তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং উর্ধাতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রতিপক্ষগণ তাহাদের নিয়োগদান করেন নাই। স্তরাং প্রাথীগণ তাহাদের আনীত প্রতিকার হিসাবে পূর্ব মৌসুমের নাায় নিয়োগ লাভ দাবী করিতে পারেন না।

প্রার্থণিগণ অত্র মামলার তাহাদের বকেয়া বেতন ও অন্যান্য স্বিবধাসহ চাকুরীতে প্নবহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বির্দেধ নির্দেশ করেন। প্রার্থণিশ করিয়া ১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানমতে অত্র মামলা করেন। প্রার্থণিগণ প্রতিপক্ষের কার্যকলাপের বির্দেধ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থারী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধানমতে কোন প্রার্থনা করেন নাই বা উক্ত ধারা মতে প্রার্থনা করিবার প্রের্থ প্রতিপক্ষের নিকট কোন অন্যান্য দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন অভিযোগ করেন নাই। প্রার্থণিগণের প্রার্থনা অন্সারে প্রতীয়মান হয় কর্তৃপক্ষ তাহাদেরকে চাকুরী হইতে বরখাসত করিয়াছেন এবং তাই তাহারা বকেয়া বেতনসহ চাকুরীর সকল স্ববিধা পাইবার আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে কেবলমাত্র বর্তমান শ্রমিক শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারেন। অপর্রদকে, শ্রমিক নিয়োগ (স্থারী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে কেবলমাত্র বরখাসতক্ত ও চাকুরী হইতে অবসানকত শ্রমিকগণ শ্রম আদালতে আবেদন পেশ করিতে পারেন। সাত্রাই উপরেব আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপাশ্বিকতা ও সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিম্বান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীগণের মামলা অত্রাকারে রক্ষণীয় নহে।

আমাদের পার্বের আলোচনা হইতে প্রতীরমান হইরাছে যে, প্রতিপক্ষণণ তাহাদের উপতিন কর্তপক্ষের স্থায়ী আদেশের প্রতি সম্মান রাখিয়া প্রাথীগণসহ আরও কিছা মোসামী কর্মচারীকে ১৯৯৩-৯৪ মার্ডাই মোসামে নিয়োগদান করেন নাই। প্রাথীগণ প্রতিপক্ষের উর্ধাতন কর্তৃ-পক্ষের স্থায়ী আদেশ ২২-১০-৯২ ইং তারিখে প্রদন্ত) সম্পর্কে কোন অভিযোগ আনম্বন করেন নাই। স্তরাং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিলপ কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতিপক্ষগণের প্রতি প্রদন্ত লোকবল কমানোর নির্দেশ বা আদেশ যথারীতি বহাল থাকিয়া যায়। যতক্ষণ উদ্ধ আদেশ বহাল থাকিয়ে ততক্ষণ প্রতিপক্ষগণ প্রাথীগণকে নিয়োগদান করিতে পারিবেন না। সত্তরাং প্রাথীগণের অব মামলায় প্রাথীত প্রতিকার আইনের চোথে রক্ষণীয় নহে। অধিকন্তু বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিলপ কর্পোরেশনের ২২-১০-৯২ ইং তারিখের আদেশ প্রতিপক্ষগণের উপর বাধাকর। প্রাথীগণ রংপরের স্থার মিলের মহা-বাবস্হাপক, ম্যানেজার (কৃষি), ম্যানেজার (প্রশাসন) ও মানেজার (অর্থ) এর বিরুদ্ধে অব মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে এক নির্দেশক আদেশের প্রার্থনা করিয়াছেন। অব মামলায় প্রতিপক্ষগণের নিয়্নত্বক বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিলপ কর্পোরেশনে। প্রাথীগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিলপ কর্পোরেশনের হায়ী আদেশের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার না চাওয়ায় এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিলপ কর্পোরেশনকে অব মামলায় পক্ষ না করায় প্রার্থীগণের প্রার্থনা মোতাবেক কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা অকার্যকর হইবে। কোন আদালত কোন অকার্যকর আদেশ প্রদান করিতে পারেন না। তাই অব মামলায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিলপ কর্পোরেশন একটি আবশ্যকীয় পক্ষ এবং সেই কারণে প্রার্থীগণের অব মামলা রক্ষণীয় নহে।

প্রার্থনীগণ অভিযোগ করেন যে, কুর্তৃপক্ষ গত বংসর ৭ জন নতেন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকে ইক্ষ্ব বিভাগে পোণ্টিং দিয়াছেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট আত্মীয়। প্রার্থনীগণ উক্ত বন্তব্য প্রমাণের জন্য কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। স্কুতরাং প্রার্থনিপক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

আমাদের প্রেই আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষণণ প্রার্থীসহ কিছু মৌস্মানী কর্মচারীকে নিয়োগদান করেন নাই। প্রার্থীগণ এমন কোন অভিযোগ করেন নাই যে প্রতিপক্ষণণ প্রার্থীগণকে বাদ দিয়া তাহাদের কনিষ্ঠ কর্মচারীগণকে মৌস্মানী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগদান করিয়াছেন। স্তরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, প্রতিপক্ষণণ তাহাদের উর্ধাতন কর্তৃপক্ষের নিদেশিক্রমে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আদেশ মত জোষ্ঠতার ভিত্তিতে মৌস্মানী কর্মচারীদের নিয়োগ করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠতার কারণে প্রার্থীগণসহ অন্যান্য মৌস্মানী কর্মচারীগণ নিয়োগপ্রাপত হইতে বিশ্বত ইইয়াছেন। স্তরাং প্রার্থীগণ অন্ত মামলায় তাহাদের প্রার্থীত প্রার্থনার আলোকে কোন মামলায় রক্ষণীয় মর্মে উপস্হাপন করিতে ব্যর্থ ইইয়াছেন এবং তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক তাহারা কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন।

তাই আলোচ্য বিষয়টি প্রাথশীগণের বির্দেখ নিম্পত্তি করা হইল। বিজ্ঞা সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে। অতএব

## আদেশ হইল

ষে, অত্র আই, আর, ও, মামলা প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায়

সংখেদ্য কুমার বিশ্বাস চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজ্পাহী।

## শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপশ্ছিত : স্বধেশন কুমার বিশ্বাস কেরারম্যান, শুম আদালত, রাজশাহী।

বদস্যাণ : ১। জনাব এ, এইচ, এম, শফিকুর রহমান মালিক পঞ্চ।

২। জনাব আলাউন্দিন খান শ্রমিক পক্ষ।

## শনিবার, ১৯শে অক্টোবর ১৯৯৬

আই, আর, ও, নামলা নং ৭০/১৯৯৩ রেজিন্মার অব শ্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ১ম পক্ষ।

### বনাম'

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, (বেজিঃ নং রাজ-১১০৯), মৌখাড়া হাট, বড়াইগ্রাম, নাটোর—২য় পক্ষ।

- ১। জনাব এস, এম, সাইফ, দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
- २। জनाव म्हिन्द्र दश्मान भाग, २३ भएकत ओहेनकीवी।

#### बाध

हैश এकि ১৯৬৯ महनत भिक्य मध्यक अधारमस्यत ५०(२) वातात गामना।

প্রথম পক্ষ রেজিন্দ্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন এর মামলার সংক্ষিপত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ্
মৌখাড়া হাট বাজার কুলি প্রমিক ইউনিয়ন রেজিন্দ্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের
শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে রেজিন্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৯০৯) প্রদান করা
হয়। ১ম পক্ষ রেজিন্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের নির্দেশক্রমে তাঁহার প্রতিনিধি একজন সহকারী
প্রমা পরিচালক ২য় পক্ষের ইউনিয়নটি ১-১০-৯৩ তারিখের সরেজমিনে তদম্ত করেন এবং তিনি
ভদ্শতকালে জানিতে পারেন যে, সংশিক্ষট ইউনিয়নটি বাবসায়ী ও অপ্রমাকদের সমন্বয়ে গঠিত।
২য় পক্ষ ইউনিয়নের কর্মাকর্তাগণ অস্তিছবিহান ও ভ্রয়া প্রমিক দেখাইয়া ১ম পক্ষের নিকট
হইতে ইউনিয়নেটির রেজিন্ট্রেশন হাসিল করেন। ১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের
১০(১)(বি) ধারা অনুষায়ী প্রবন্ধনা বা মিখ্যা তথা পরিবেশন করিয়া ২য় পক্ষ রেজিন্ট্রেশন
লাভ করায় তাহাদের ইউনিয়নটি বাতিলযোগা হইতেছে। ২য় পক্ষ ইউনিয়নটি প্রকৃত তথ্য
গোপন রাখিয়া অন্ত্রমিক এবং বাবসায়ীদেরকে শ্রমিক বলিয়া দাবী করিয়া ১ম পক্ষের নিকট
রেজিন্ট্রেশনের আবেদন করেন এবং মিথাা তথাের উপর রেজিন্ট্রেশন প্রাণ্ড হওয়ায় রেজিন্ট্রেশন
বাতিলকরণের কারণ উদ্ভব হইয়াছে। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের ইউনিয়নটির রেজিন্ট্রেশন
বাতিলের অনুমতির প্রথিনা করিয়া অনু মামলা দায়ের করেন।

্ ২য় পক্ষ অত মামলায় হাজির হইয়া ১য় পক্ষের অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একখানি যৌথ লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং উল্লেখ করেন যে, ১য় পক্ষের অত মামলা করিবার কোন জবিকার নাই ও ১য় পক্ষের মামলা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী অচল। ২র পঞ্চের মামলার সংক্ষিত বিবরণ এই যে, ২য় প্রকাণ ১ম প্রের অফিসে "মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন" এর রেজিন্টেশন পাওয়ার জন্য ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ও ধারার বিধান মোতাবেক ৫৫ জন শ্রমিকের ডি ফরম ও প্রয়োজনীয় রেজ্লেশন এবং কাগজপত্রসহ একটি দর্থাসত দাখিল করেন। ১ম পক্ষ উত্ত অধ্যাদেশের ৬ ধারা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র সরেজমিনে পরীক্ষা করিয়া সন্তুল্ট হইয়া ইউনিয়নটির রেজিন্ট্রেশন প্রদান করেন এবং ২৪-৭-৯৩ ইং তারিখে সাটিশ্বিকেট প্রদান করেন। গত ১-১০-৯৩ ইং তারিখের সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া তদনত করিবার কোন অধিকার ১ম পক্ষের নাই বা এই ধরণের কোন পরিদর্শন বা তদনত হয় নাই। ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের নিকট কোন প্রের নোটিশ প্রদান করেন নাই। ২য় পক্ষের শত্র, পক্ষের লোকের শ্রারা প্রভাবিত হইয়া ১ম পক্ষ অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। ২য় পক্ষের সদস্যগণ প্রত্যেকেই শ্রমিক এবং তাহারা কাজকর্ম করিয়া বা প্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করেন। অত ইউনিয়নটির রেজিন্ট্রেশন বাতিল হইলে ইহার সদস্যগণ চরম বিপদের সন্মুখীন হইবেন। স্বতরাং ১ম পক্ষের মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

### खादलाठा विश्वम

১। ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক ২য় পক্ষ মৌখাড়া হাট বাজার কুলি প্রমিক ইউনিয়নের রেজিডেউশন বাতিলের আদেশ পাইতে হকদার কি?

### आर्जाहमा ७ जिम्धान्ड :

অন্ত মামলার শ্নানীকালে ১ম পঞ্চের একমাত সাক্ষী আলমগারি হোসেন, সহকারী শ্রম পরিচালক, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে ১ নং সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয় এবং তাহাদের পঞ্চে কিছু কাগজপত দাখিল করা হয় বাহা প্রদর্শন-১, ২, ৩, ৪ ও ৫ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ২য় পঞ্চে ১ম পঞ্চের সাক্ষীকে জেরাও করা হয় এবং ২য় পঞ্চের সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ অনু মামলায় অনুপশ্হিত থাকেন।

শ্বীকৃত মতে ২র পক্ষের ইউনিয়ন "মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন" একটি রেজিন্টীকৃত ইউনিয়ন। ১ম পক্ষের অভিযোগ এই যেঁ, ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের রেজি-ছেমন লাভের সময় প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা তথা সরবরাহ করিয়া রেজিছেমন লাভ করেন। ২য় পক্ষের ইউনিয়নটি প্রকৃত পক্ষে অশ্রমিক ও বাবসায়ীদের শ্রমিক দাবী করিয়া রেজিছেমনরে আবেদন করেন এবং এই সকল মিথা। তথা সরবরাহ করিয়া রেজিছেমন পাওয়ার ১ম পক্ষ অন্ন নামলা দায়ের করেন। অপরপক্ষে ২য় পক্ষের বর্ণনা এই যে, সরেজমিনে তদন্ত করিয়া ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিছেমন প্রদান করেন এবং ২য় পক্ষের সকল সদস্যাগণই শ্রমিক। ১ম পক্ষ বিধ্বা উক্তিতে অনু মামলা দায়ের করিয়াছেন।

১ ম পক্ষের ১ নং সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলেন য়ে, তিনি ১-১০-৯৩ ইং তারিথে ২য় পক্ষের মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তদনত করেন এবং জানিতে পারেন য়ে, উক্ত শ্রমিক ইউনিয়নটি বস্তুতঃ মালিকদের ভ্রমা শ্রমিক দেখাইয়া রেজিন্ট্রেশন প্রাণ্ড হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন য়ে, তাহার তদনতকালে মোমিন খান (সভাপতি) তাহাকে বলেন য়ে কুলি শ্রমিক চালাইতে নিজেদের শ্রমিক সাজিতে হয় এবং তখন ইদ্রিস আলী (সাধারণ সম্পাদক) উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরও বলেন য়ে, জনাব আবদলে মোমিন খান আলিফ লাম ট্রেডার্সা, লতা অয়েল মিল, লাকী অয়েল মিলসহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং জনাব ইদ্রিস আলী জনতা রাইস মিলের মালিক। তিনি তদনত শেষে প্রতিবেদন (প্রদর্শন-১) দাখিল করেন। ১য় পক্ষের ১ নং সাক্ষীকে ২য় পক্ষের জেরাকালে বলা হয় য়ে, জনাব আবদলে মোমিন ও জনাব ইদ্রিস আলীকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই এবং তাহাদের সাথে দেখা হয় নাই। কিন্তু ১য়

পক্ষের ১ নং সাক্ষী এই সমন্ত কথা অস্বীকার করেন। প্রদর্শন-১ ইইতে প্রতীয়মান হয় যে, আলমগার হোসেন খান, সহকারী শ্রমিক পরিচালক, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ১-১০.৯০ ইং তারিখে মৌখাড়া হাট একতা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন সরেজমিনে তদনত করেন এবং তদনতকালে তিনি উক্ত ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আবদুল মোমিন খান ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ ইদিস আলীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাহারা জিজ্ঞাসাবাদে তাহাকে জানান যে বাবসা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক চালাইতে হইলে শ্রমিক হইতে হয় এবং তাই তাহারা শ্রমিক। ১ম পক্ষের ১ নং সাক্ষা এই সকল বিষয় তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছেন। সংশ্লিক্ট প্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আঃ মোমিন খান এবং সম্পাদক জনাব ইদিস আলী ১ম পক্ষের সাক্ষীর বন্ধবা অস্বীকার করিয়া আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। ১ম পক্ষের ১ নং সাক্ষী হলপাতে আদালতে জ্বানবন্দী করিয়াছেন। তাহার জ্বানবন্দীতে তিনি প্রতিবেদন সমর্থন করিয়া বক্তবা রাখিয়াছেন। ১ম পক্ষের ১ নং সাক্ষী কৈন এবং কি কারণে ২য় পক্ষের ইউনিয়নের বিরাজে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন বা তিনি কৈন ইউনিয়নের বিরাজে মিথ্যা তদত প্রতি-বেদন দাখিল করিবেন সেই সম্পর্কে ২য় পঞ্চে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নাই। সত্তরাং ১ম পক্ষের ১ নং সাক্ষীর বক্তব্য এবং তদনত প্রতিবেদন অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। তাহা ছাড়া অনু মামলার শানানীকালে ২র পক্ষ ১ম পক্ষের সাক্ষীকে জেরা করেন। কিন্তু পরবত ীকালে ২য় পক্ষ অন্ত মামলায় অনুপিহিত থাকেন। অর্থাৎ অন্ত মামলায় আর প্রতিশ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আসিতেছেন না। ইহাতে ইহাই প্রতীরমান হয় যে, ২য় পক্ষ ইউনিয়নের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক তাহাদের মামলার সমর্থনে বন্ধবা রাখিতে বা সাক্ষা প্রমাণ উপস্হাপন করিতে সাহস পাইতেছেন না।

প্রদর্শন-২ হইল মৌখাড়া বাজারস্থ মেসার্স আলিফ-লাম-মিম টেডার্স এর একটি প্যাড। প্রদর্শন-৩ হইল মৌখাড়া বাজারস্থ লাকী ভৌরের একটি ক্যাশ-মেমো। প্রদর্শন-২ ও ৩ হইতে প্রতীরমান হর মো: মোমিন খান লাকী ভৌরের মালিক এবং মোমিন উদ্দিন খান এন্ড রাদার্স আলিফ-লাম-মিম টেডার্সের মালিক। প্রদর্শন-৫ হইল মৌখাড়া বাজারস্থ মেসার্স মাহিন্র ট্রেডার্স এর চালান। প্রদর্শন-৫ হইতে প্রতীরমান হর মেসার্স মাহিন্র ট্রেডার্সের মালিক মোঃ ইদ্রিস আলী। ইহা সাক্ষা প্রমাণে এবং লিখিত বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইরাছে যে মোঃ আঃ মোমিন খান এবং মোঃ ইদ্রিস আলী মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের যথাক্রমে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক। উপরের আলোচনা হইতে ইহা সংস্পতিভাবে প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সম্পাদক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসারী এবং তাহারা কোনক্রমেই শ্রমিক নহেন। স্বতরাং ১ম প্রকরে মামলার বর্ণিত অভিযোগ সতা এবং স্কুলর।

১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(খ) ধারার বলা হইরাছে যে, এই ধারার অন্য বিধান সাপেকে রেজিন্টার কর্তৃক একটি ট্রেড ইউনিরনের রেজিন্টোশন বাতিল করা যাইতে পারে যদি ট্রেড ইউনিরনিট জালিয়াতি বা দ্রম পূর্ণ তথ্যের মাধ্যমে রেজিন্টোশন লইয়া থাকে ১৯৬৯ সনের শিলপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে বিধিবন্ধ সংখ্যক শ্রমিক শ্রম সংগঠন করিতে পারেন এবং সেই শ্রম সংগঠন রেজিন্টোশন লাভ করিতে পারেন। অত্র মামলার ক্ষেত্রে সংশিল্পট ট্রেড ইউনিরনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক না হওয়ায় তাহাদের শ্রমিক সংগঠন করিবার কোন অধিকার নাই। স্কুলাং ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তাহারা জালিয়াতি ও দ্রমপূর্ণ তথ্যের বর্ণনার মাধ্যমে মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিন্ট্রেশনের দরখাত করিয়া রেজিন্টোশন প্রাশত হইয়াছেন।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত মামলার ঘটনা, পারিপাশ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিন্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইরাছে এবং তাই ১ম পক্ষ ২র পক্ষের রেজিন্টেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার অধিকারী।

বিজ্ঞা সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে। অতএব,

### আদেশ হইল

যে, অত আই, আর, ও, মামলা ২য় পক্ষের বিরক্তেধ দোতরফা বিচারে বিনা খরচার মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২র পক্ষের "মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন" এর রেজিন্টোশন (রেজিঃ নং রাজ-১১০১) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

> সংধেদা, কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

## IN THE LABOUR COUR, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI.

PRESENT: Sudhendu Kumar Biswas

Chairman,

Labour Court, Rajshahi.

MEMBERS: 1. Mr. A. H. M. Shafiqur Rahman-for the Employer.

2. Mr. Alauddin Khan-for the Labour.

Thursday, the 10th day of October, 1996.

I.R.O. Case No. 35/1994

Md. Abdul Khaleque, C.D.A. (Dismissed),

North Bengal Sugar Mills Ltd., Gopalpur, Natore.

Vill, Faridpur, P.S. Ishuardi, Dist. Pabna-Petitioner.

#### Versus

General Manager, North Bengal Sugar Mills Ltd., Gopalpur, Pabna—Opposite Party.

- 1. Mr. F.E.M. Asaduzzaman (Makhan)—Advocate for the Petitioner.
- 2. Mr. Mujibur Rahman Khan —Advocate for the Opposite Party.

#### JUDGMENT

This is an I.R.O. Case U/S 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969.

Facts leading for filing of this case by petitioner Md. Abdul Khaleque are, in short, that the petitioner had been working as C.D.A. in North Bengal Sugar Mills Ltd. of O.P. O.P. brought charge on 13-4-87 against the petitioner on false allegations that the petitioner disbursed chemical fertilizers and insecticides to 4 persons by creating bond and the O.P. held a false inquiry against the petitioner and dismissed him from service illegally on 15-6-88. In the dismissal order the O.P. directed the petitioner to receive his dues. Be it noted here that Entaj Ali and Akbor Ali of the 4 persons mentioned in the so called charge repaid the loan of the bond and the petitioner paid Tk. 8,000 in cash and Tk. 2,800 from his salary from repayment of loan of 2 other persons. The petitioner went to the Office of O.P. to receive his dues. In the mean time Personnel Officer of O.P. by his Memo No. Proha/Sram/Ba:nathi/84(Cane)/ 1801 dated 4-8-88 passed an order for payment of dues for 22 months salary. salary for 149 days earned leave and money of Provident Fund of the petitioner. The petitioner requested the authority orally and by submitting applications on 22-2-91, 10-3-91, 21-9-91 and 16-11-91 to clear his dues, but the petitioner failed. The petitioner came to learn from the office of the O.P. that his records were missing and his son Nazmul Haque would be dismissed from his casual job if he would press for his dues. The petitioner not clearance cartificate on 1-2-92 from other sactions, but the account section delayed in giving clearance certificate on false allegations. The petitioner sent legal notice on 9-6-94 to O.P. by registered post through his engaged Lawyer Mr. F.E.M. Asaduzzaman Khalifa. On having the legal notice the O.P. sent a letter to the petitioner on 29-6-94 directing him to pay Tk. 2,88,257.48 on false allegations. The O.P. did not inform the petitioner of the amount earlier. At the end of the season the Mill authority closes the accounts every year and the authority claimed the amount to the person concerned, if there is any due to him. The petitioner was not informed of the amount so claimed earlier. The petitioner only prepared loan bonds and he was not alone authorise to disburse loan. The petitioner is only maker of the loan bond. The concerned officer is responsibe for disbursement of loan. Hence the petitioner brought this case for an order directing the O.P. to give him Tk. 5,433 for his gratuity, earned leave, fringe benefit and provident fund.

O.P. has contested the case by filing a written statement danying the material allegations and contending inter alia that the case is not maintainable in its present form.

Defence case is, in short, that sepcific charge for misappropriation of money of the Mill was brought against the petitioner, an Inquiry Committee was formed and the petitioner was directed to show cause. The Inquiry Committee held inquiry in presence of the petitioner and he was found guilty of the charge brought against him and he was discharged from service vide Memo No. Prosha/

Sram/Ba:Nothi/84(Cane)/1361 dated 15-6-88 and he was directed to receive his dues from account section of O.P. The petitioner could not file clearance certificate in the account section by collecting the same from other sections and as such his dues were not paid and on humanitarian ground an Inquiry Committee was formed on his prayer for an inquiry for payment of his dues. The Inquiry Committee held an inquiry in case of disbursement of loan by the petitioner and it was found that the petitioner misappropriated Tk. 50,941 by disbursing loan of Tk. 18,348 by six false loan agreements, Tk. 9,280 by six irregular loan agreements, Tk. 10,830 by supplying additional loan in kinds against six loan agreements and Tk. 12,483 by showing disbursement of 600 K. G. Urea, 120 K. G. T. S. P., 174 K. G. M. P. and 16 Pound Heptaclore without making any loan agreement. Moreover an amount of Tk. 2,37,316-48 was outstanding against 48 cane cultivators. Thus, an amount of Tk. 2,88,257-48 is recoverable from the petitioner and accordingly a letter under Memo No. Prosha/Sram/Ba:Nathi/Cane-84(Sthai)/2829 dated 29-6-94 sent to the petitioner. As per decision of the Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation Nazmul Haque, the sone of the petitioner and other casual labours were dismissed from the service. So the petitioner is not entitled to relief sought for and the case is liable to be dismissed with cost.

## POINT FOR DETERMINATION

Is the petitioner entitled to get an order directing the O.P. to pay him
 Tk. 5,433 as Gratuity, Earned Leave, etc. as prayed for ?

## FINDINGS AND DECISION

It is not disputed that petitioner Md. Abdul Khaleque was Cane Development Assistant of North Bengal Sugar Mills Ltd. under O.P. It is not also disputed that O.P. brought charges on 13-4-87 against the petitioner on the ground of loan disbursement of fertilizers and insecticides to 4 cane growers by creating bond and accordingly an inquiry was held against the petitioner and he was dismissed from service by O.P. vide his order dated 15-6-88 (Ext. 2) and the petitioner was directed to receive his dues, if any, from the Mill. Petitioner's contention is that 2 out of the 4 cane growers concerned repaid their loan of the bond and the petitioner collected and deposited Tk. 8,000 from other 2 cane growers and the authority adjusted the rest loan amounting to Tk. 2800 from his salary. The Personnel Officer of O.P. by his order under Memo No. Prosha/Sram/Ba:nathi-84/(Cane)/1801 dated 4-8-88 passed an order for payment of dues of 22 months salary, salary for 149 days earned leave and money of his Provident Fund to the petitioner. The petitioner requested the authority orally and by submitting applications for his dues. The petitioner came to learn that his records were missing. The petitioner got his clearance certificate on 1-2-92, but the Accounts Department delayed in giving the clearance certificate. The petitioner sent legal

notice through his engaged lawyer for payment of his dues and on having the same O.P. sent a letter to him on 29-6-94 directing him to pay Tk. 2,88,257-48 on false grounds. Then the petitioner brought this case. Defence case is that the petitioner could not file his clearance certificate from all concerned sections and accordingly his dues were not paid and an Inquiry Committee was formed on his prayer for payment of his dues. The Inquiry Committee, by holding an inquiry, opined that the petitioner misappropriated loan materials of Tk. 2,88,257-48 by creating and supplying loan materials to 48 cane cultivators and the petitioner was directed to deposit the same by letter dated 29-6-94. So the petitioner is not entitled to get relief as prayed for.

At the time of hearing of the case the petitioner examined himself as P.W. 1 and he submitted some documents which were marked Exts. 1, 2, 3, 4-4(Ga), 5, 6 and 7 and the same were admitted into evidence on admission. On the other hand the O.P. examined Md. Rahmat Ullah, Deputy Chief Personnel Officer, North Bengal Sugar Mills Ltd. as D.W. 1 and documents marked Ext. Ka was admitted into evidence on admission.

In view of the cases of the parties we are to see whether the petitioner is entitled to get an order directing the O.P. for payment of his dues. Admittedly the petitioner was dismissed from his service by the O.P. after holding an inquiry against him for disbursement of loan to 4 cane growers. Ext. 1 appears to show that the petitioner was directed to show cause as to why he should not be punished according to law for disbursement of loan to 4 cane growers Golzar, Alamgir, Akbor Ali and Entaj Ali. The petitioner alleges that 2 out of the 4 loanees paid their loan amount and he collected and deposited Tk. 8,000 from 2 other loanees and the rest loan of them were adjusted from his salary. The petitioner has not filed any paper to show that the loan amount of two growers was paid by them and the loan of other two growers was adjusted as per his version. The petitioner has no allegation against the inquiry held against him. So we see here that the petitioner was rightly dismissed from his service by order dated 15-6-88 (Ext. 2) Ext. 2 appears to show that the authority directed the petitioner to receive his dues, if any, from the Mill authority by submitting clearance certificate from all concerned departments/sections. Admittedly the petitioner did not get his dues and he approached before the authority for the same and he could not succeed to receive his dues for his failure to receive the clearance certificate from Accounts Department. The O.P., asto impediment regarding payment of his dues, states that an inquiry was held for this purpose and at the time of inquiry it was found that he misappropriated loan materials of Tk. 2,88,257.48 by creating false, irregular foan agreements and disbursing loan materials to 48 cane growers. In this context the O.P. has only filed the photostat copy of an inquiry report (Ext. Ka) which shows that an inquiry was held against the petitioner by an Inquiry Committee consisting of 3 members including Mr. S. A. Monaem (D.C. C.D.O.), the Chairman of the Inquiry Committee. It appears from the report (Ext. Ka) that the Inquiry Committee opined that an amount of Tk. 2,88,257.48 is recoverable from the petitioner for preparing 4 talse loan bonds, 6 irregular and faulty loan bonds, additional payment of loan materials against 6 loan bonds, disbursement of loan materials without executing any loan bonds and for nonrealisation of loan amount from 59 cane growers. In this case the defence has no case that the petitioner was directed to show cause as to why the petitioner misappropriated the amount stated above. The defence has no case that the petitioner was present at the time of inquiry held by the Inquiry Committee. The O.P. has not examined any of the members of the Inquiry Committee in question in support of the inquiry report (Ext. Ka). D.W. 1, who was examined in support of the report (Ext. Ka), stated, "প্রতি মৌসুম শোষে খল বিতরণ ও আদায় এবং অনাদায়ের জন্য হিসাব নিকাশ হয়। অনাদায়ী ঋণের জন্য সংশ্লিণ্ট কর্মচারীর বির দেখ তাৎক্ষণিক অভিযোগ আনা হয়।" In this instant case petitioner was suspended on 13-4-87 and a charge was brought against him on that day and he was dismissed from service on 15-6-88. The inquiry report (Ext. Ka) shows that the Inquiry Committee, after holding inquiry by dint of Memo No. Prosha/Sram/25/1720 dated 24-5-92 of the authority, submitted a report on 12-6-94. All these indicate that the inquiry was initiated long after the dismissal of the petitioner. As per statement of D.W. 1 it indicates that at the end of every season an account of disbursement of loan and its collection and unrealised loan is done and a charge is brought forthwith against the concerned employee for unrealised amount. We have seen earlier that the petitioner was suspended, an inquiry was held against him for his alleged (illegal) activities regarding disbursement of loan against 4 cane growers and he was dismissed from service on 15-6-88. So it is proved beyond reasonable doubt that the petitioner did not disburse or make any preparation for disbursing any loan materials to any cane grower after his dismissal. Every season starts at a particular time and it ends after a particular period in each year. Now a question arises as to why the O.P. slept for a long time after dismissal of the petitioner from his service and the O.P. directed his men for holding inquiry against the petitioner for alleged creation of false loan bonds and disbursement of additional loan materials and loan materials without making loan bonds. If we consider the statement of D.W. 1 who deposed on behalf of the O.P., we see that the O.P. has no legal basis to hold an inquiry against the petitioner after so many days. The O.P. has no satisfactory explanation as to why he woke up from his sleep to hold inquiry against the petitioner after so many days.

Ext. 3 is the Memo No. Prosha/Sram/Ba:nathi-84(Cane)/1801 dated 4-8-88 of the Personnel Officer, North Bengal Sugar Mills Ltd. Ext. 3 shows that the Personnel Officer observed that the petitioner was dismissed from service from 15-6-88 and he opined that the petitioner was entitled to Gratuity for 22 months, Provident Fund (as usual) benefit for 149 days. In this case the petitioner has prayed for amount of the benefit observed by the Personnel Officer of the Mill concerned. The Personnel Officer by his order (Ext. 3) also opined that the petitioner could received the same by submitting clearance certificate.

from the Department/Sections of the Mill. It is admitted that the petitioner could not file clearance certificate from all concerned Department/Sections and accordingly he could not receive the benefit of gratuity, etc. discussed above and accordingly the petitioner brought this case.

We have seen earlier that the Personnel Officer by his order dated 4-8-88 (Ext. 3) asked the petitioner to receive his benefit for the service tendered by him. We have seen earlier that the O.P. asked the Inquiry Committee consisting of 3 members to inquire the matter on 24-5-92 (Vide Ext. Ka). The O.P. has no explanation as to why the authority delayed in paying the petitioner his benefit. We have seen earlier that, the Inquiry Committee submitted report on 12-6-94. It indicates that the authority delayed the matter with a purpose and as such the same was not fair. So, in view of my above findings and on considering all the facts, circumstances of the case and material evidences on record I hold that the petitioner has been able to prove that he was entitled to the henefits as observed by Personnel Officer of North Bengal Sugar Mills Ltd. by his order dated 4-8-88 (Ext. 3).

In this instant case the petitioner was dismissed from service after due inquiry on the allegation that the loan disbursed was not proper and the loan amount was not recovered and as such the petitioner was held responsible. In this case the O.P. examined Mr. Rahmatullah, Deputy Chief Personnel Officer of North Bengal Sugar Mills Ltd. According to him (D.W. 1) a charge was brought against C.D.A. (petitioner) and Assistant Cane Development Officer. According to him A. C. D. O. was also responsible for illegal, additional and false disbursement of loan. In answering a question D.D. 1 stated that the inquiry was held against A.C.D.O. and he is still in service. As per case of the defence the petitioner was held responsible for loan of Tk. 2,88.257-48 for illegal, additional and false disbursement of loan to 59 cane growers. D.W. I stated in his deposition that some amount was realised from A.C.D.O. It indicates that some portion of Tk. 2,88.257.48 was realised from A.C.D.O. concerned. Now a question arises asto why the petitioner will be held responsible for the entire amount stated in the report (Ext. Ka). All these indicate that the O.P. did not deal with the matter properly.

It appears from the record that the O.P. filed hazira of Mr. Rahmatullah, Deputy Chief Personnel Officer (D.W. 1) on 21-7-96. But on that day the O.P. did not examine him and a petition was filed on his behalf praying for adjournment on the ground that the witness (Mr. Rahmatullah) present in the Court could not prepare himself to depose in the case this petition speaks a volumn that the witness (Mr. Rahmatullah) present in the court was not aware of the case and he was not competent to depose in support of the case of O.P.. It is strange enough to note that on the following date (12-8-96) of hearing the O.P. filed hazira of the witness same (Mr. Rahmatullah) and he (Mr. Rahmatullah) deposed in this case. In answering questions put by the defence D.W. 1 stated that he could not record the date, month of his joining in the Sugar Mill concerned. He also

stated that he did not know asto when the charge was framed against the petitioner and one of the members who held inquiry against the petitioner is still in service in the North Bengal Sugar Mills Ltd. D.W. 1 also stated that at the time of the dismissal of the petitioner from service in 1988 he was not in North-Bengal Sugar Mills Ltd. and he had no personal knowledge of the charge brought against the petitioner. D.W. I also stated that he did not state anything regarding the investigation held against the petitioner. All the statements of D.W. 1 prove beyond all reasonable doubt that he knew nothing of this case or he (D.W. 1) deposed falsely though he was sent by O.P. to depose in this case inspite of competent and reliable witness (one of the member of the Inquiry Committee) was availables in the North Bengal Sugar Mills Ltd. All these indicate that the O.P./authority of the North Bengal Sugar Mills Ltd. did not take this case as a serious one and accordingly as routine duty he sent an Officer (D.W 1) who had no idea of this case without sending the concerned available witness in the North Bengal Sugar Mills Ltd. It indicates that the O.P. has no headache to conduct any case for the interest of Mills concerned.

The petitioner has filed this case U/S 34 of the Industrial Relation Ordinance, 1969. It is in evidence that the petitioner is a dismissed worker and as such he is not in service. The learned advocate appearing on behalf of the O.P. referred me to a ruling reported in 31 D.L.R. at page 240. In the case of Sonali Bank and others Versus Abdul Barek Sarder and another their lordships held that a dismissed worker can not maintain an application U/S 34 of the I.R.O., 1969. Same principle has been enunciated in the case of Assistant Electrical Engineer Versus Chittagong Labour Court and another reported in 30 D.L.R. at page 211 that a worker dismissed from service, if dismissal is not related to any industrial dispute, can not maintain an application U/S 34, of I.R.O. In a case of G.M. Hotel Intercom Versus Second Labour Court and another reported in 28 D.L.R. at page 160 their lordships held that an industrial dispute can only being raised by Collective bargaining agent or employer in the manner prescribed in the Industrial Relations Ordinance. In this instant case the petitioner was dismissed from service after due inquiry. Having regard to my above findings I hold that the petitioner was not dismissed in relation to any industrial dispute. So, the case U/S 35 is not maintainable. In view of my above findings I hold that the petitioner is not entitled to the relief as the case is not maintainable in its present form.

In view of my above findings II hold that the petitioner is not entitled to get an order prayed for and the case is liable to be dismissed.

The learned members were discussed and consulted with. Hence, it is

# ORDERED

that the I.R.O. Case is dismissed on contest against O.P. without any order asto cost.

Sudhendu Kumar Biswas Chairman, Labour Court Rajshahi,

## শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপদ্হিত ঃ স্থেদ্য, কুমার বিশ্বাস চেরারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

बारे, बात, ७, भामना नः १५/১৬

রেজিন্টার অব টেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক।
বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
দিনাজপরে সরকারী খাদাগ্রেদাম শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৫০৯), কাচারী রোড, জিনাজপরে—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফ, দিনন আহমেদ – ১ম পক্ষের প্রতিনিধি। আদেশ নং ৪, তারিখ ৩০-১১-৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা শ্নানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদা পক্ষে রেজিন্টার অব শ্রেড ইউনিরন প্রতিনিধি মামলার হাজিরা দাখিল করিরাছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজাবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজনুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামর্ল হাসান শ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শ্নানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষের রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মোখিক বন্ধবা শ্না হইল। বাদী পক্ষে মামলার কোন সাক্ষা দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মোখিক বন্ধতেক শ্না হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিত্ত বিবরণ এই যে, ২র পক্ষ দিনাজপরে সরকারী খাদাগ্রদাম শ্রমিক ইউনিয়ন তাহারের রেজিন্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিন্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৫০৯) প্রদান করা হয়। পরবতীকালে ২র পক্ষ ভাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২০ নং ধারা অনুযায়ী ইং ২-২-৮৬ তারিখে রেজিন্ট্রেশন লাভের পর হইতে অধ্যাবিধ কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৫ সনের আয়-বায়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাহার অফিসের ২৭-৮-৯৬ ইং তারিখের আর্টিইউ/রাজ/১১০২ নং পত্র মারকত ইউনিয়নের রেজিন্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিন্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির পার্থনা করিয়। অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিশ্বন্দ্রিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিম্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন বে, ২য় পক্ষ দিনাঞ্জপ্রে দরকারী খাদাগ্রাদাম শ্রমিক ইউনিয়ন ২-২-৮৬ ইং তারিখে রেজিম্মেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুষায়ী ২ বংসরের অধিকাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিনের ২৭-৮-৯৬ ইং তারিখের ১১০২ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৯৫ সনের রিটার্ন এর স্বপক্ষে রেকর্জপত্র প্রদর্শন না করা এবং ইউনিয়ন অফিসের অস্তিত্ব না থাকার কারণে ইউনিয়নের রেজিন্টেশন বাতিল করণের পর্বে নোটিশ জারী করা হয়।

অত মামলার ২র পক্ষ তাহাদের গঠনতকু অন্যায়ী রেজিন্টেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষা প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সভা বলিয়া প্রভীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অন্ত মামলার সকল বিধরাদি বিবেচনা করিয়া স্থামি এই সিম্পান্তে উপনীত হইলাম বে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমানিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামশ করা হইয়াছে। অতএব

## আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর. ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জর হয়।
১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের দিনাজপরে সরকারী খাদাগ্রদাম শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ফোশন
(রেজিঃ নং রাজ-৫০৯) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

স্থেন্দ, কুমার বিশ্বাস চেরারক্সান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

## শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : স্থেন, কুমার বিশ্বাস চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

वारे, वात. ७, मामना नः ७२/৯७

রেজিন্টার অব টেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ১ম পক।

#### বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, দুর্গানগর মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-৯৬৫), দুর্গানগর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফ্রিদন আহমেদ-১ম পক্ষের প্রতিনিধি। আদেশ নং ৫, তাবিখ ৩০-১১-৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজ্বের রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামর্ল হাসান শ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শ্নানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তবা শ্না হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষা দিবেন না বলিয়া মত বাক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক ফ্রিডক শ্না হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিন্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহাঁ বিভাগ, রাজশাহাঁ এর মামলার সংক্ষিত্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ দ্রগনিগর মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিন্টোশনের জন্য প্রাথমা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিন্টোশনের সংবিধানের ২৩ নং ধারা অনুযায়াঁ ৩-১২-৯১ ইং তারিখে রেজিন্টোশন লাভের পর হইতে অদ্যাবিধ কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সনের আয়-বায়ের বিবরণাঁ ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাহার অফিসের ২২-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪২৬ নং পত্র মারফত ইউনিয়নের রেজিন্টোশন বাতিলের প্রে নোটিশ জারাঁ করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নাই এবং ইয়া ছাড়াও ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সনের বার্ষিক আয়-বায়ের বিবরণাঁ দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিন্টোশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অচ মামলা দায়ের করেন।

২র পক্ষ অত মামলার প্রতিশ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ার মামলাটি একতরফাভাবে নিম্পত্তির জন্য লওয়া হ**ইল**।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ দুর্গানগর মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়ন ৩-১২-৯১ ইং তারিখে রেজিপ্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বংসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২২-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪২৬ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাকে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিন্টার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন এবং ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিন্ট্রেশন বাতিল করণের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত মামলার ২র পক্ষ তাহাদের গঠনতক অন্যারী রেজিজ্ঞেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উপরের অ্যুলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং এত মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিম্পান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামশ করা হইয়াছে। অতএব,

## আদেশ হইল

যে, অত আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।
১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের দুর্গনিগর মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিন্ট্রেশন (রেজি নং রাজ-৯৬৫) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

> সংখেদং কুমার বিশ্বাস চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজপাতী।